শ্রীশ্রীভগবদ্‌-লীলামৃত।

শ্রীমতী "আদর্শ-গৃহিণী"

ও

নীতি-কবিতা, সীতা-চিত্র, প্রবন্ধ-মুকুল রচয়িত্রী

প্রণীত।

৺ পুরীধাম হইতে

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৫ নং রামবাগান ষ্ট্রীট্‌, ভারত-মিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২০ সন।

মূল্য এক টাকা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্বত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥

প্রপন্ন পারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

মুখবন্ধ।

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দ মাধবম্॥

আমি এই ভাগবত-লীলামৃত পুস্তকখানিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা লিখিয়াছি। আমি অজ্ঞ মূর্খা রমণী। প্রভুর অসীম লীলা বর্ণিতে আমার কি সাধ্য আছে? তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা আমার ক্ষুদ্র লেখনীতে যাহা ব্যক্ত হইল, ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ করুণানয়নে যেন দর্শন করেন।

ভগবদ্‌চরণাশ্রিতা
শ্রীরত্নমালা।

সূচিপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা

——o——

শ্রীশ্রীভগবৎ-লীলামৃত।

জন্মাষ্টমী।

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।

আজ ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষ রজনী, রোহিণী নক্ষত্রাশ্রিতা তিথি অষ্টমী। রজনী ঘোরা, বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন; থাকিয়া থাকিয়া চপলা তীব্র আলোকে দিগন্ত আলোকিত করিয়া মেঘের কোলে মিলাইতেছে।

রজনী গভীরা ঘোরা, প্রকৃতি নীরব, যামিনীও নীরব। পশুপক্ষী জীবজন্তু মানব সকলেই নীরবে সুষুপ্ত। গাঢ় অন্ধকার পূর্ণ যামিনী ঝিল্লিরব পূর্ণ বায়ুর সহ মিশিয়া মৃদু কোমল নিস্বনে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করিতেছে। নিশার অর্দ্ধযাম অতিবাহিত হইয়াছে। মথুরাধিপতি কংসের অন্ধকারময় কারাগৃহে বসুদেব-পত্নী দেবকী অসহ্য গর্ভবেদনায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন ও মনে মনে

ভয়াপহারী হরিকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার নয়ন-কমলে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে নিশা অৰ্দ্ধযাম অতিক্রম করিল। জীবমাত্রেই সন্তাপহারিণী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। কারাগৃহের রক্ষীদলও যোগমায়াচ্ছন্ন হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সহসা কারাগৃহ দিব্য আলোকে উজ্জ্বল হইল। স্বর্গীয় সৌরভে দিক পূর্ণ হইল। কৃষ্ণপক্ষের তিমিরা রজনীতে রোহিণীনক্ষত্রাশ্রিতা অষ্টমী তিথিতে কংস-কারাগৃহে দেবকী একটী পূর্ণচন্দ্রসম নীলমণি-দ্যুতিপ্রভ পুত্র প্রসব করিলেন। বসুদেব ও দৈবকীর হস্তপদের শৃঙ্খল আপনা হইতেই বিমুক্ত হইয়া গেল। কারাগৃহের অর্গল মুক্ত হইয়া গেল, স্বর্গ হইতে দেবতারা দুন্দুভি ধ্বনি করিলেন। সুরলোকেরা পুষ্পবৃষ্টি করিল এবং ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণ করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কারাগৃহ উন্মুক্ত হওয়ায় বিস্ময়পূর্ণলোচনে দম্পতীদ্বয় চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন ও সদ্যজাত পূর্ণ শশধরের ন্যায় শিশুর মুখখানি অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। যতবারই দর্শন করেন দর্শনস্পৃহা আরও বলবতী হয়। কিয়ৎক্ষণপরে পতি পত্নী অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিলেন—পীতকৌষেয় বসন, গলে বনমালা, মস্তকে শিখীচূড়া, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সহাস্য আস্যে তাঁহাদের অভয় দান করিতেছেন। বসুদেব ও দেবকী গদ্‌গদশ্রু নয়নে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, প্রভু! আমাদের ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করুন। ভগবান্ হরি তাঁহাদের মধুর বাক্যে

আশ্বাস দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এমন সময় অকস্মাৎ দৈববাণী হইল যে, এই শিশুকে নন্দগোপ গৃহে রাখিয়া আইস।

ব্যাধভয়ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় রোরুদ্যমানা দেবকী ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সদ্যজাত শিশুটিকে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন এবং অনুনয় বিনয় সহকারে বসুদেবের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, স্বামিন্! আমি অতি মন্দভাগিনী। পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়া কখন তাহার মুখাবলোকন করিতে পারিলাম না। আমার একে একে সাতটি পুত্র দুরাচার ভ্রাতা কংসের হস্তে নিহত হইয়াছে। আবার এখন সংবাদ পাইলেই নৃশংস ভ্রাতা কংস আসিয়া আমার এই পুত্রটীরও জীবন সংহার করিবে। এজন্য অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আমার প্রাণসম পুত্রটী ব্রজধামে গিয়া গোপগৃহে রাখিয়া আসুন। পত্নীর বাক্যে বসুদেব ভীতিবিহ্বল-কণ্ঠে বলিলেন 'দেবি, তাহাই হউক। ভগবানের কৃপায় এবার যদি তোমার সন্তানটীর প্রাণ রক্ষা হয় তাহারই উপায় দেখি।' এই কথা বলিয়া বসুদেব গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি যেন কোন অপরিসীম দৈব-শক্তি বলে আকর্ষিত হইয়া রোরুদ্যমানা কাতরা দেবকীর সদ্যজাত শিশুটী অঙ্কে লইয়া অভিনব-পূর্ণচন্দ্রসম নীলমণি-প্রভ মুখখানি সস্পৃহ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। পুলকে নয়নযুগলে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। শরীর ও মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইল। তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, প্রিয়ে! আমরা অতি অভাগা, কেননা সন্তান লাভ করিয়া কখনও সন্তান লালন-পালন করিতে পাইলাম

না। কখনও সন্তানের স্নেহ মধুর সম্ভাষণও শুনিলাম না, কখনও ক্রোড়ে রাখিয়া স্বর্গ সুখও অনুভব করিলাম না। দেখি, তুমি স্থির হও, সন্তানের মুখখানি আমি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। বসুদেব এইরূপ বলিলে, পুত্রশোক-সন্তপ্তা দেবকী ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, ত্বরাপদে গমন করুন। নিশা অবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। রজনী প্রভাতা হইলেই নিষ্ঠুর ভ্রাতা আসিয়া প্রাণসম পুত্রটীর জীবন বিনষ্ট করিবে।' এই কথা বলিয়া দেবকী বাষ্পাকুললোচনে অতৃপ্তনয়নে পুত্র মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। বসুদেব পত্নীর কথায় সদ্যজাত শিশুটীকে বক্ষবস্ত্র মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন। দেবকী দাবদগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যামিনী ঘনঘটাচ্ছন্ন; বর্ষাবারিসিক্ত কর্দ্দম পূরিত পথের পিচ্ছিলতায় বসুদেব অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। পদে পদে তাঁহার পদস্খলনের শঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি কাতর কণ্ঠে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই গণ্ডে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বসুদেব শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিতেছেন, তাঁহার মস্তকে বিন্দু বিন্দু বারি পতন হইতেছে। ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন ও সৌদামিনীচ্ছটায় নয়ন চমকিত হইতেছে। বসুদেব এই ঘোরা তমিস্রা রজনীতে ভীতিবিহ্বল হৃদয়ে ক্রমে যমুনাকুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সম্মুখে পূর্ণকায়া অকুলা যমুনা তরঙ্গোচ্ছ্বাস পূর্ণ হইয়া বর্ষাবায়ুর হিল্লোলে উচ্ছলিত হইতেছে।

বসুদেব এক একবার যমুনারদিকে দৃষ্টি করেন ও এক একবার

পুত্র মুখের দিকে দৃষ্টি করেন। যমুনার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস-লহরী দেখিয়া তিনি বৃন্দাবন গমন বিষয়ে একপ্রকার নিরাশও হইলেন। এই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ঘোর রজনীতে কিরূপে সদ্যজাত শিশুটি লইয়া যমুনা পার হইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি কাতরচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন যে, সেই ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুলা যমুনার মধ্য দিয়া একটী শিবা পার হইয়া যাইতেছে। তখন বসুদেব আর ইতস্ততঃ করিলেন না। অতি সাবধানে সদ্যজাত শিশুটীকে বক্ষ মধ্যে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া লইয়া যমুনার জলে অবতীর্ণ হইলেন। তখন যমুনা ভগবৎ প্রেমাকুলা হইয়া তাঁহার স্পর্শে কৃতার্থা হইয়া অল্পপরিসরা হইয়া স্বল্পতোয়া হইলেন। বসুদেবও সচ্ছন্দে পদব্রজে যমুনা পার হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গোকুল নগরে চলিলেন। এবং গোকুলে যাইয়া নন্দগোপগৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার উন্মুক্ত। নন্দজায়া যশোদা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একটী কন্যা প্রসব করিয়া নিদ্রাচ্ছন্না হইয়াছেন। পুরবাসী সকলেই নিদ্রামগ্ন। বসুদেব সেই অবসরে আপনার সদ্যজাত শিশুটী যশোদার ক্রোড়ে শায়িত করিয়া যশোদার সদ্যপ্রসূতা কন্যাটী লইয়া পুনরায় যমুনা পার হইয়া মথুরায় কংস কারাগৃহে আসিয়া কন্যাটী দেবকীকে সমর্পণ করিলেন।

ক্রমে নিশা অবসান হইল। তরুণ তপন রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বাশার দ্বারে দর্শন দান করিলেন। বিহগগণ মধুর কূজনে হরিগুণগান গাহিতে লাগিল। শীতল প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ

প্রবাহিত হইতে লাগিল। কারাকক্ষ পূর্ব্ববৎ অর্গল বদ্ধই রহিল। প্রভাতে কারারক্ষী আসিয়া, দেবকী কন্যা প্রসব করিয়াছেন, এই সংবাদ কংসরাজকে প্রেরণ করিলেন। সংবাদ শ্রবণমাত্র দুরাচার কংস অমাত্যস্বজনে পরিবৃত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেবকী কংসকে দেখিয়া বাতাহতা কদলীর ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি ভীতা হইয়া কন্যাটীকে বস্ত্রাঞ্চল মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া অঞ্জলীবদ্ধা হইয়া অনুনয় বিনয় সহকারে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার এই কন্যাটীর জীবন ভিক্ষা দিউন।"

নির্ম্মমহৃদয় পাষণ্ড অসুররাজ ভগিনীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেবকীর ক্রোড় হইতে সদ্যপ্রসূতা কন্যাটীকে সবলে আকর্ষণ করিয়া শিলাখণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন। কন্যাটী তন্মুহূর্ত্তেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং এই কন্যার শরীর হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী যোগমায়া রূপিনী মহাশক্তি আকাশ পথে গমন করিলেন ও তথা হইতে কংসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'রে মূঢ়! তোমার সংহারকারী গোকুলে বর্দ্ধিত হইতেছেন।' এই বলিয়া যোগমায়া মহাশক্তি অন্তরীক্ষে বিলীন হইলেন। কংসও বিষাদিত মনে পারিষদগণসহ স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিধাতা দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণী গর্ভে স্থাপন করায় সেই গর্ভে বলরাম ও জন্ম গ্রহণ করিলেন। প্রভুর এই জন্মলীলা ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুক।

———o———

গোব্রজে।

ক্রমে ক্রমে রাম, কৃষ্ণ দুইটী শিশু শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের ফুল্লারবিন্দসম অভিনব মুখচ্ছবি দেখিয়া সকলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল। গোপরাজ নন্দ সযত্নে বালক দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কংসভয়ে ভীত হইয়া অতি প্রচ্ছন্নভাবে বালক দুইটীকে লইয়া গোব্রজে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ রমণীয় গোব্রজ গোবর্দ্ধন গিরির অতি সন্নিকটে। ঐ সুন্দর স্থান বিবিধ লতাপুষ্প গুল্মপাদপে পরিবৃত। নব তৃণাস্বাদনে প্রফুল্ল হইয়া দুগ্ধবতী গাভীগণ উৎফুল্ল চিত্তে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূভাগ দেখিতে অতি মনোহর। কুসুমকুন্তলা বনবিথীকার মধ্যে বৃক্ষশাখায় বসিয়া নানা বর্ণের বিহঙ্গমগণ সুস্বরে গান করিতেছে। নির্ম্মল স্বচ্ছ তড়াগ সকল বারিরাশিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এবং কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে; হংস চক্রবাকাদি জলচর পক্ষী সকল আনন্দে সন্তরণ দিতেছে। ধেনুসকল বৎসসহ উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতেছে এবং পর্য্যাপ্ত তৃণ ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট নধরদেহ বৃষ সকল অতি নয়নাভিরাম হইয়াছে। গোপগণের গোশকটগুলি গোলাকারে তাহার চতুর্দ্দিকে স্থাপিত রহিয়াছে। গোপললনাদিগের দধি মন্থনের ঘর্ঘর শব্দের সহ তাহাদেব হস্তের অলঙ্কারবলয়ের রুনু রুনু শব্দ মিলিত হইয়া চারিদিক মুখরিত করিতেছে। ঘৃতপক্কের

সুগন্ধে ঘোষপল্লী সুরভিত হইয়াছে। গোপদিগের গৃহমধ্যে স্থানে স্থানে দধিভাণ্ড, দুগ্ধকলস, ঘৃতভাণ্ড ও নবনীতভাণ্ড পূর্ণ রহিয়াছে। গোপ বালকগণ আনন্দে গোচারণ করিতেছে। গোপ সকলও প্রফুল্লমনে স্ব স্ব গোসেবায় তৎপর আছেন। গোপ রমণীরা কলসকক্ষে বিচিত্রাভরণে ভূষিতা হইয়া দধি, দুগ্ধ কলস কক্ষে লইয়া বিক্রয়ার্থে যাইতেছেন। আহা কি সুন্দর স্থান! এস্থানে মিথ্যা, প্রতারণা, চৌর্য্য, শঠতার লেশমাত্র নাই। গোপগণ স্বভাবতঃই সরলহৃদয়। তাঁহারা গাভীবৎসগুলি ও দধি দুগ্ধাদি লইয়া দিন অতিবাহিত করেন। ভগবানের আগমনে গোপ-গোপীদিগের হৃদয় সমধিক আনন্দ ও প্রীতিতে পূর্ণ হইল। তাঁহারা দধিদুগ্ধাদি পর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সে স্থানের স্থাবর জঙ্গম সকলেই নবীন ও প্রফুল্লভাব ধারণ করিল; জীব মাত্রেই আনন্দে পূর্ণ হইল।

—o—
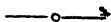
শকট-ভঙ্গ।

পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এখন ছয় মাস বয়স পূর্ণ হইল। একদিবস যশোদা মাতা নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে শকটের নিম্নে শয়ন করাইয়া স্নানার্থে নদীতে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিশু হস্ত পদ সঞ্চালন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; এবং স্তন্যপানের আশায় পাদদ্বয় উচ্চে তুলিয়া শকটখানি বিপর্য্যস্ত করিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন। শকটখানি ভগ্নচক্র হইয়া কিছু দূরে পতিত হইল। কিছুক্ষণ পরে নন্দগেহিনী যশোদা স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে সিক্তকেশে ত্বরাপদে শিশুর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্ময় বিহ্বল হইলেন। দেখিলেন যে শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া উল্টাইয়া পড়িয়া আছে। শকটচক্র সকল ভগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। দুগ্ধভাণ্ড দধিভাণ্ড সকল ভগ্ন অবস্থায় ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। দেখিবামাত্র যশোদা অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ও পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়া শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য, যে বাছাকে পুনরায় সুস্থদেহে কুশলে দেখিতে পাইলাম। হায়, আমি কি মন্দবুদ্ধি, শিশুকে শকটের নিম্নে নিদ্রিত রাখিয়া স্নানার্থে গিয়াছিলাম। ভগবান্ যে আমার লজ্জা রক্ষা করিয়া বাছাকে অক্ষত দেহ রাখিয়াছেন ইহাই আমার অসীম সৌভাগ্য।" যশোদা এইরূপ অনুশোচনা করিতেছেন,

এমত সময় গোপবর নন্দ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শকটখানি ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে দেখিয়া, দুগ্ধভাণ্ডাদির ভগ্নদশা দেখিয়া, সভয় অন্তঃকরণে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন ও যশোদার ক্রোড়ে শিশুকে কুশলে দেখিয়া উদ্বেগ-আকুল হৃদয়ে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শকট ভঙ্গ কিরূপে হইল ?" যশোদা সভয়ে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আমি শিশুকে শকটের নিম্নে শয়ন করাইয়া স্নানার্থে গমন করিয়াছিলাম। আসিয়া দেখিলাম শকটখানি ভগ্নদশায় পড়িয়া আছে ; দধি দুগ্ধ ঘৃত ভাণ্ডাদি গড়াগড়ি যাইতেছে। কোন অপদেবতা আসিয়া বোধ হয় এরূপ করিয়াছেন।" পতি পত্নী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় গোপবালকেরা আসিয়া আনন্দধ্বনি সহকারে বলিলেন, "যশোদে ! তোমার ছেলে খেলা করিতে করিতে গাড়িখানি পা দিয়া উল্টাইয়া ফেলিল, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" তাঁহারা গোপবালকদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্ময়পূর্ণ লোচনে শিশুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বৎসর পূর্ণ না হইতেই ভগবান্ শকট ভঞ্জন করিয়া ব্রজবাসীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। ভগবানের অমিত তেজপূর্ণ ক্ষুদ্র পাদদ্বয় শিশুকালেই শকটভঞ্জন করিল। ভগবানের এই বাল্যলীলা ভক্তের হৃদয়ে জয়যুক্ত হউক।

——০——

তৃণাবর্ত্ত-বধ।

ভগবান্ শ্রীহরির বাল্যলীলা অতি অদ্ভুত। একদিন জননী যশোদা স্নেহভরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া সোহাগ সুমধুর বাক্যে আদর করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার পুত্রের ভার গুরু বোধ হইল। তিনি গুরুভার বালককে আর ক্রোড়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ হরি তাঁহার অঙ্কে রহিয়াছেন; যশোদা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সহসা পুত্রের গুরুভাবে পীড়িত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ক্রোড় হইতে ভূতলে নামাইয়া দিলেন; এবং একচিত্তে ইহার কারণ ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্রের জঠরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি হেতু যে এই গুরুভার বোধ হইতেছিল, তাহা কোন মতেই জানিতে পারিলেন না। বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া জননী যশোদা পুত্রের মঙ্গলার্থে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কংসপ্রেরিত অসুর তৃণাবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে অপহরণ মানসে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ ব্রজপুরে ভীষণ বাত্যা ও ঝটিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বায়ুর ভীষণবেগে সমস্ত ব্রজপুরী আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আকাশমণ্ডল ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণবায়ু একবারে সমস্ত ব্রজপুরী আলোড়িত করিয়া তুলিল। ধূলিরাশিতে দশদিক অন্ধকারময় হইয়া গেল; কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। এই অবসরে দুরাত্মা তৃণাবর্ত্ত বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে

লাগিল। ভগবান্ হরিও মায়াপ্রভাবে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দুষ্ট অসুর কোন প্রকারেই তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইল না। সে অতি কষ্টে কিয়দ্দূর গিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িল; ক্রমশঃ তাহার গতিশক্তি রোধ হইয়া আসিল। সে ভগবান্ কৃষ্ণকে লইয়া কোনমতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। শিশু শ্রীকৃষ্ণকে পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় দুর্ভর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অসুরাধম তৃণাবর্ত্ত তখন শিশুকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইল। সর্ব্বান্তর্য্যামি ভগবান্ দৃঢ়হস্তে তাহার গলদেশ এরূপ ধরিয়াছেন যে, সে সহস্র চেষ্টাতেও ভগবান হরির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। অমিততেজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গলদেশ এইরূপ দৃঢ়রূপে ধারণ করায়, সে মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ করিল ও পরমুহূর্ত্তেই শিশু কৃষ্ণের সহিত আকাশ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল।

এ দিকে ব্রজবাসিনী রমণীগণ কৃষ্ণের অদর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া রোদন করিতেছিলেন। নন্দরাণী যশোদা বৎসহারা গাভীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছিলেন। পুত্রস্নেহাতুরা জননী যশোদা রোদন করিতে করিতে গোপালকে অন্বেষণ করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন ঐ ভীমাকার অসুর ভূমিতে পতিত আছে; ভগবান্ হরি নিরাপদে তাহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র সকলে বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া যশোদার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন; এবং সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন যে, "এই অসুর বালকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল তথাপি বালকের

কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে নাই; আমরা বহু পুণ্য করিয়াছিলাম তাই সৌভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকে আজ মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া পাইলাম।” গোপগোপিকারা কৃষ্ণের অমানুষিক কার্য্য সকল দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্ত হইলেন এবং নন্দরাজও বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে শিশুর অলৌকিক বিষয় সকল ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন পুত্রবৎসলা যশোদা স্নেহভরে কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। পুত্রস্নেহাধিক্যে তাঁহার স্তন্য হইতে দুগ্ধধারা পড়িতেছিল; এবং ঐ দুগ্ধধারা ভগবান্ হরির মুখে পতিত হইলে, তিনি আনন্দে পান করিতেছিলেন। দুগ্ধ পান করিতে করিতে তিনি সহসা জৃম্ভা পরিত্যাগ করিলে, যশোদা দেখিলেন, শিশুর মুখবিবরে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, স্থাবর, জঙ্গম সমুদয় প্রাণী রহিয়াছে। মুগ্ধস্বভাবা যশোদা বালকের মুখের ভিতর ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া ভয়ে নয়ন নিমীলিত করিলেন। তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে শিশুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শিশুকালেই ভগবান্ কৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তকে সংহার করিয়া জননীকে স্বীয় মুখ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইলেন। ভগবান্ হরির বাল্যলীলা ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

——০——

পূতনা-বধ।

গোপরাজ নন্দ রামকৃষ্ণকে লইয়া এইরূপে পরমানন্দে গোকুলে বাস করিতেছেন, এমত কালে একদা কংসের ধাত্রী পূতনা-রাক্ষসী পরমা সুন্দরী রমণীর বেশ ধারণ করিয়া নিশীথ সময়ে নন্দ গোপগৃহে প্রবেশ করিল, এবং স্তনে বিষ সংযুক্ত করিয়া বালকরূপী কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। ব্রজবাসিনী রমণীরা তখন সকলেই নিদ্রিতা। জননী যশোদাও গভীর নিদ্রামগ্না। গোপগোপীগণ সকলেই সুষুপ্তা। পূতনা হর্ষোৎফুল্ল বদনে কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। বালকরূপী ভগবান পূতনার দুরভিসন্ধি মনে মনে অবগত হইলেন। অন্তর্য্যামী হরির নিকট কাহারও মনোভাব তো গোপন থাকে না—তিনি মায়াবিনী পূতনাকে সমুচিত দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে তাহার একটী স্তন দন্তদ্বারা ছিন্ন করিয়া লইলেন। রাক্ষসী পূতনা তখন ছিন্নস্তনী হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে বিগতচেতনা হইয়া ধরাতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। অকস্মাৎ গভীর রজনীতে সুষুপ্ত গোপগোপিনীগণ পূতনার ভীষণ চীৎকারে জাগ্রত হইলেন ও নন্দরাজগৃহদ্বারের সম্মুখে ভীষণদর্শনা গতপ্রাণা রাক্ষসী পড়িয়া আছে দেখিয়া মহা বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

রাজা নন্দ সভয়ে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। পতিপত্নীতে কংসভয়ে ভীতচিত্তে রজনী যাপন করিলেন। বৃদ্ধ গোপগণ আসিয়া রাজা নন্দকে বলিলেন, "আজ হইতে রামকৃষ্ণকে

অতি সাবধানে রাখিবে কি জানি দুষ্টাত্মা কংস আসিয়া কখন কোন বিপদ ঘটাইবে।” গোপরাজ নন্দ ও বয়োবৃদ্ধ গোপগণের কথায় তদবধি অতি সাবধানে গোপনে রামকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রজরমণীরাও আশঙ্কাকুলিতচিত্তে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ভয়ার্ত্তহারী ভগবান্ মধুসূদন স্তন্যপান ছলেই কংস-প্রেরিতা পূতনা রাক্ষসীর প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার নিকট কাহারও ছলনা চাতুরী গোপন থাকিতে পারে না। কারণ তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্। ভগবানের এই বাল্যলীলা ভক্তের হৃদয়ে জয়যুক্ত হউক।

——০——

যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ।

ক্রমে রামকৃষ্ণ শিশুকাল উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর হইল। ভগবান্ হরি বাল্যলীলা করিবার অভিপ্রায়ে অতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন। কেহই তাঁহাকে বশে রাখিতে পারিত না। তিনি কখনও গাত্রে গোময় লেপন করিতেন, কখনও বা কর্দ্দমে ভূষিত করিতেন, কভু বা ব্রজবাসিনী-দিগের গৃহে গিয়া উৎপাত করিতেন, কখনও নবনীতভাণ্ড ভগ্ন করিয়া নবনীতগুলি চুরি করিয়া গোপবালকদিগকে খাওয়াইতেন, কখনও বা তাঁহাদের মৃৎ কলস গুলি ভাঙ্গিয়া দিতেন। ব্রজ-গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া, একদিন জননী যশোদার নিকট গিয়া অভিযোগ করিল যে, "তোমার গোপাল বড়ই অশান্ত হইয়াছে; ইহার জন্য আমাদের দধি দুগ্ধ নবনীত কিছুই থাকে না। ব্রজরমণীগণের কাতরতায় যশোদারাণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, অদ্য গোপালকে যথোচিত শাস্তি বিধান করিব। তিনি গোপিকাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া গোপালকে দণ্ডবিধানার্থে ধরিয়া আনিতে চলিলেন। দেখিলেন তাঁহার চুল্লিস্থিত দুগ্ধকটাহ হইতে দুগ্ধ সব ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং দধিমন্থনস্থানে সমস্ত দধিভাণ্ড-গুলি ভগ্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী গৃহ মধ্যে উদূখল বিপর্য্যস্ত করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ তাহার উপর আরোহণ করিয়া সদ্যজাত নবনী

পাড়িয়া বানরদিগকে ভোজন করাইতেছেন, এবং জননীর ভয়ে এক এক বার চঞ্চলনেত্রে চারিদিকে চাহিতেছেন; তাহাতে তাঁহার মনোহর বদনকমল সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। গোপালের এতাদৃশ কার্য্য দেখিয়া নন্দরাণী যষ্টিহস্তে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জননীকে দর্শন মাত্রই গোপাল উদূখল হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়নপর হইলেন, যশোদাও ত্বরা-পদে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হইল। মন প্রাণ একাগ্র করিয়াও যোগীগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন না, সেই অখিল স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে ধরা কাহার সাধ্য?

যশোদা গোপালকে ধৃত করিবার জন্য বারম্বার ধাবমানা হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শিথিল বেণীবন্ধন পৃষ্ঠদেশে দুলিতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল; বসনভূষণ স্বস্থান-চ্যুত হইল। তিনি বহু কষ্টে গোপালের হস্ত ধারণ করিলেন, ও নানা ভয় প্রদর্শন করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মায়াময় ভগবান্ অপরাধীর ন্যায় বিনত বদনে রোদন করিতে লাগিলেন, ও দুই হস্তে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া রোদননিরত রহিলেন। পুত্রবৎসলা যশোদা কৃষ্ণ ভীত হইয়াছেন দেখিয়া যষ্টি ফেলিয়া দিলেন এবং এক গাছি রজ্জু আনিয়া বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। যিনি অনাদি অনন্ত, এই জগৎ যাঁহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ, যাঁহার বলবীর্য্যও অসামান্য, যিনি লীলা প্রকাশচ্ছলে গোপগৃহে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে জননী যশোদা বাৎসল্য বশতঃ প্রকৃত

বালক ভাবিয়াই রজ্জু দ্বারা উদুখলে বন্ধন করিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু ভগবানের অসীম প্রভাবে কোন মতেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে যত রজ্জু আনয়ন করেন, সকলই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়া যায়। কিছুতেই বালককৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিলেন না। তাহাতে তিনি মনে মনে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। গুরুতর পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্তা হইয়া তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। জননীর ঈদৃশ ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া আপনিই বন্ধন লইলেন। ভগবান্ চিরদিনই ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা কখন অপূর্ণ রাখেন না। জননী যশোদার বাৎসল্যস্নেহে অভিভূত হইয়া সেই কর্ম্মহীন বন্ধনহীন ভগবান্ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন। যিনি জগতের একমাত্র বিধাতা, যিনি পরম ঈশ্বর, যিনি মুক্তির একমাত্র উপায়, সেই গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আজ ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বন্ধনগ্রস্থ হইলেন। যাঁহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত তাঁহারা অনায়াসেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেহাভিমানী বা নিবৃত্তাভিমানী জীবেরা তাঁহাকে সহজে লাভ করিতে পারে না।

যশোদা গোপালকে বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহকার্য্যে গিয়াছেন। এমত সময় ভগবান্ হরি যমলার্জ্জুনবৃক্ষ দুইটীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। ঐ বৃক্ষ দুইটী পূর্ব্বজন্মে কুবেরের পুত্র ছিল; মদগর্ব্ব বশতঃ ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করায় নারদ অভিশাপে ইহারা বৃক্ষযোনী প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের শাপ অবসান

সময় উপস্থিত হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ যমলার্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উদূখল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের অসীম আকর্ষণ বলে ঐ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দুইটী সমূলে উৎপাটিত হইয়া ধরাতল কম্পিত করিয়া মহাশব্দে ভূমে পতিত হইল ও সেই ভয়ানক শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইল। যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দুইটী ভূমে পতিত হইলে মুর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় দুইটী পুরুষ নির্গত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্ হরি তাহাদের শাপ মোচন করিলেন। তাহারাও দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সুরলোকে গমন করিল। এ দিকে ব্রজভূমে ঘোর কলরব উপস্থিত হইল। ঐ দুই বৃক্ষের পতন শব্দে সমস্ত গোপগোপিকারা তথায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই দেখিলেন ঐ দুই যমলার্জ্জুন পুরাতন মহা বৃক্ষ ধরাতলে পতিত হইয়াছে। ভগবান্ নন্দ নন্দন ঐ দুই বৃক্ষের মধ্যস্থলে রজ্জুবন্ধন অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন। তিনি তখন পর্য্যন্ত ঐ রজ্জুবদ্ধ উদূখল আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবান্ গোপনন্দন কৃষ্ণ যে এতাদৃশ মহান কার্য্য সাধন করিয়াছেন ইহা কেহই মনে ধারণা করিতে পারিল না। প্রত্যুত 'কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য' এই শব্দ চারিদিকে উত্থিত হইল, এবং কোন রাক্ষসাদি আসিয়া এই উৎপাত করিতেছে ইহাই তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, ও গোপগোপিকাগণ নিতান্তই ব্যাকুল চিত্ত হইয়া উঠিলেন। গোপবর নন্দ ত্বরাপদে গিয়া

পুত্রকে উদুখল রজ্জুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্নেহভরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সেস্থানে বহুসংখ্যক গোপ-বালক উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই বলিল যে, এই যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ উৎপাটন করিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষেই তাহা দেখিয়াছি। পাছে সকলে ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করে, এজন্য তিনি ছলনাপূর্ব্বক বালকভাবে নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ করিয়া করতালি দিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন বৃক্ষ নিপাতিত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকদিগের সহ নদীতীরে ক্রীড়া করিতে গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা যশোদা বহুক্ষণ গোপালকে না দেখিয়া বৎসহারা গাভীর ন্যায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোপালকে ক্রীড়াপরায়ণ দেখিয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহার অঙ্গের ধূলি মোচন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখচুম্বন করিতে করিতে গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার উদরে দাম বন্ধন হওয়ায় সেইদিন হইতে তিনি দামোদর নামে আখ্যাত হইলেন। ভগবানের এই মধুর বাল্যলীলা ভক্তের প্রাণে হর্ষ বর্দ্ধন করুক।

——০——

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

পূর্ণ অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকদিগের সহ সখাভাবে ক্রীড়া করিতেন। শিশুর চিত্ত নির্ব্বিকার, শিশুর প্রেম অতি সরল। ব্রজবালকেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্তই নিজ-জন জ্ঞান করিত। শাস্ত্রে আছে, ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে ইচ্ছা কর ত শিশুর মত সরল হও। ব্রজবালকেরা অকপটে, সরল প্রেমে, সখা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহ ক্রীড়া করিত। মায়াময় ভগবান্ হরিও তাহাদের সহ বনে বনে ধেনুচারণ করিতেন, তাহাদের সহ বন্যফল ভোজন করিতেন। বনফুলের মালা গাঁথিয়া রাখালগণ তাঁহাকে সাজাইতেন। তিনি রাখালগণের উচ্ছিষ্টও ভোজন করিতেন। ব্রজবালকদিগের সহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন ভাবেই ছিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। তরুণ তপনের বালার্ক ফোঁটা ললাটে পরিয়া ধীরে ধীরে উষাসতী দর্শন দিলেন। মন্দ মন্দ প্রভাত সমীরণ বহিল। পক্ষীগণ সুস্বরে ললিত তানে গান করিতে লাগিল। কুসুমকুল বিকসিত হইয়া সৌরভে দশ দিক্ পূর্ণিত করিল। এমত সময় ব্রজরাখালগণ ধেনুর পাল লইয়া গোষ্ঠের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বংশীধ্বনি করিতে করিতে নন্দরাজের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাখালগণের মধুর বংশীরব শ্রবণে গোপাল-রূপী ভগবান্ হরি শয্যাত্যাগ করিলেন, এবং জননী যশোদার নিকট গিয়া বলিলেন, মা আমায় শীঘ্রগতি রাখাল বেশে সজ্জিত

করিয়া দাও, আমি গোষ্ঠে যাইব। ঐ দেখ শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি রাখালগণ আমায় ডাকিতেছে। সন্তানবৎসলা জননী যশোদা গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, বাছা আজ তোমায় গোষ্ঠে যাইতে দিব না। জননীর কথায় গোপালরূপী ভগবান্ কপট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কোন মতেই জননী যশোদার বারণ শুনিলেন না। অগত্যা নন্দরাণী যশোদা গোপালকে সাজাইতে বসিলেন ও ক্ষীর সর নবনী আনিয়া সযত্নে গোপালকে খাওয়াইলেন, এবং গোপালের সুন্দর চাঁচর চুলগুলি টানিয়া বামদিকে মোহনচূড়া বাঁধিয়া দিলেন। অলকায় গজমুক্তার মালা দোলাইয়া দিলেন। নবঘনশ্যাম হরির কমল লোচন কজ্জলরাগে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। নব গোরচনা আনিয়া সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিলেন। কটীতটে পীতধড়া বন্ধন করিয়া দিলেন, এবং ধড়ার অঞ্চলে নবনীত বাঁধিয়া দিলেন। এবং সুন্দর বরাঙ্গ নানা আভরণে সুজ্জিত করিলেন। পরে সেই অরুণ পদকমলে নূপুর পরাইয়া হস্তে বংশী আনিয়া দিলেন। ভগবান্ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপে জগৎ মুগ্ধ হইল। গোপাল তখন হৃষ্টান্তঃকরণে শ্যামলী ধবলী গাভীগণ সঙ্গে বংশীধ্বনি করিতে করিতে ব্রজবালকগণের সহিত গোষ্ঠে গমন করিলেন। ব্রজবাসিনী গোপিকাগণ ভগবান্ হরির মনোহর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ভগবান্ হরির এই বাল্যলীলা ভক্তপ্রাণে আনন্দকণা বর্ষণ করুক।

———০———

বৃন্দাবন প্রবেশ।

এই প্রকার গোব্রজ মধ্যে নানা উৎপাত অমঙ্গল দর্শনে গোপ-গোপিনীগণ ভয়ত্রাসিত হইল। তখন বৃদ্ধ গোপগণ সকলে একত্রিত হইয়া গোব্রজ পরিত্যাগের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। গোপগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ উপানন্দ গোপ বলিলেন, এস্থানে থাকা আর যুক্তিসিদ্ধ নহে। এস্থানে নিত্য নিত্য নূতন বিপদ আসিয়া জুটিতেছে। সেদিন পূতনা রাক্ষসীর এই কীর্ত্তি হইল, আবার যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দু'টী নিপতিত হইল। এই সকল ভয়াবহ উৎপাতে আমরা নিতান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছি, আর আমাদের এস্থানে থাকা উচিত নয়। ত্বরায় বৃন্দাবন গমনই শ্রেয়ঃ। যমুনাতীরে রমণীয় বৃন্দাবন নামে যে বন আছে সেস্থান অতি মনোহর। সেস্থানে গাভীদিগের খাদ্য তৃণলতাও প্রচুর পরিমাণে আছে, তথাকার তরুলতাগুলি ফল পুষ্পে পূর্ণিত এবং অতি মনোরম স্থান। কদম্ব কেতকাদি পুষ্প পাদপে সেই বনভূমি সমাচ্ছন্ন ও তথাকার শ্যামল নবীন দুর্ব্বাদলময় ভূভাগ অতি রমণীয়। বৃন্দাবনের অনতিদূরে উচ্চশিখরযুক্ত নিবিড় নীল মেঘের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত আছে ও বহুযোজন বিস্তৃত ভাণ্ডির বট নামক শীতল ছায়াযুক্ত বটবৃক্ষ আছে; এবং নীল সলিলা যমুনা সেথায় প্রবাহিতা হইতেছেন। এ স্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনেই গমন বাঞ্ছনীয়। মহামতি গোপবর উপানন্দ এই কথা বলিলে সকলেই তাঁহার কথায় সম্মতি প্রদান করিয়া বৃন্দবন গমনের আয়োজন

করিতে লাগিলেন। সকলেই আপন আপন শকটগুলি সংযোজনা করিলেন। ঘোষ পল্লিতে একটা মহা কলরব উত্থিত হইল। গোপগণ স্ব স্ব শকটগুলি সজ্জিত করিয়া তদুপরে তৈজসপত্র ও দধিভাণ্ডাদি রাখিয়া গো বৎস গাভীগণকে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সুকুমারী গোপললনারা দুগ্ধ ও দধি কলস মস্তকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সুন্দর অঙ্গের লাবণ্য ললিত কান্তিতে বৃন্দাবনের পথটি শোভাময় হইয়া উঠিল। গোপাঙ্গনারা বিচিত্র বর্ণের বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া শ্বেত, পীত, নীল বিবিধ বর্ণের গাত্রাচ্ছাদন ওড়না পরিয়া মন্থরগমনে বৃন্দাবনের পথটি আলোকিত করিয়া চলিতে লাগিলেন।

গোপগণ গাভীবৎস বন্ধনরজ্জু আদি স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রজভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইল। তৎপরে গোপগোপিকাগণ বৃন্দাবন বনে প্রবেশ করিয়া সুন্দর সুরম্য সুখকর স্থান দেখিয়া নিজ নিজ বাস ভবন নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। গোপগণ স্ব স্ব শকটগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সকণ্টক বল্লি সকল রোপণ করিয়া দিলেন ও তন্মধ্যে সুন্দর সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। মন্থনদণ্ড, মন্থনভাণ্ড, দধিভাণ্ড, দুগ্ধভাণ্ডাদি যথাস্থানে রাখিলেন ও গোবৎস লইয়া রমণীয় বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে লাগিলেন। গোপ-ললনারাও মহা আনন্দে কুম্ভকক্ষে যমুনার জল আনয়নে গমন করিলেন। তাঁহারা গমন করিতে করিতে বৃন্দাবনের রমণীয় শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আনন্দ উৎফুল্ল নয়নে বৃন্দাবনের নানা

বন দেখিতে লাগিলেন। তথায় পক্ষীগণ বৃক্ষশাখায় সুমধুর স্বরে গান করিতেছে এবং সুখস্পর্শ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে ও পুষ্পিত কদম্ববৃক্ষে ময়ূরী সকল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। বৃক্ষ পাদপগণ ফল পুষ্পে অবনত হইয়া রহিয়াছে ও সুনীল সলিলা যমুনা তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রবাহিতা হইতেছে। বৃন্দাবনের রমণীয় বন ভূভাগ দেখিয়া গোপরমণীগণ হৃষ্ট অন্তঃকরণ হইলেন। গোপ ও গোপবালকেরা নিঃশঙ্কে কদম্ব-কেতক সুরভিত বৃন্দাবন অরণ্যে ধেনুচারণ করিতে করিতে সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন।

ধেনু বৎসগণ নব নব তৃণ ভক্ষণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চারিদিকে উল্লম্ফন দিয়া বেড়াইতে লাগিল। গাভীগণ প্রচুর তৃণ ভক্ষণে হৃষ্টপুষ্ট কলেবর হইয়া প্রচুর দুগ্ধবতী হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বৃন্দাবন নবীন শ্রী ধারণ করিল। তরুপাদপগণ ফল পুষ্পে অলঙ্কৃত হইল। প্রচুর বারিবর্ষণে ধরণী শস্যশালিনী হইলেন। যেস্থান অমিততেজা শ্রীভগবান্ হরির লীলাভূমি সেস্থান সর্ব্বলোকের পরম সুখকর ও সমৃদ্ধসম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি! প্রভুর গূঢ় লীলারস ভক্ত হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুক।

কালীয়দমন।

একদিন ব্রজবালকগণসহ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন অরণ্যে গোচারণ করিতেছিলেন। নীলোৎপলদল শ্যামলকান্তি, শিখীপুচ্ছ চূড়াধারী বনমালী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণে বেষ্টিত হইয়া গীতবাদ্য কৌতুক সহকারে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া গোচারণ করিতে লাগিলেন। সুন্দর শ্যামল বনভূমি দেখিয়া তাঁহাদের মন অতিশয় প্রফুল্লিত হইল।

ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একটী বহুশাখাযুক্ত মহা বৃক্ষ অবলোকন করিলেন। ঐ মহীরুহ বহুযোজন বিস্তীর্ণ। শাখা প্রশাখার দ্বারা দশদিক আচ্ছন্ন, নানাজাতীয় পক্ষীগণ তাহার উপরে সুস্বরে গান করিতেছে। এই ছায়া-শীতল বৃক্ষের নাম ভাণ্ডীর বট। তিনি এই রমণীয় বৃক্ষতলে গো ও গোপালগণের সহিত বসিয়া শ্রান্তি দুর করিলেন। ভগবান্ হরি গোপবালকগণের সহ ভাণ্ডির বটতলে সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোপ-বালকেরা কেহ তুম্বি বাজাইতে লাগিল, কেহ বীণাবাদন করিতে লাগিল, কেহ গীত গাহিতে লাগিল। কালিন্দীর বিস্তৃত জলরাশি দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে স্থির করিলেন, যাহাতে কালিন্দীর এই স্বচ্ছসলিল ব্রজবাসীদিগের উপভোগ্য হয় তাহাই করিতে হইবে। দুষ্টাত্মাদের দমনের জন্যই ভগবান্ দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন ; তাঁহার অবতার গ্রহণের নিগূঢ় কারণই এই।

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া ভগবান্ হরি হাস্ত করিতে করিতে কালিন্দীতটবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে আরূঢ় হইলেন এবং বদ্ধ-পরিকর হইয়া মহা আনন্দে কালিন্দীর গভীর সলিলে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার পতনে একটী ভীষণ শব্দ হইল এবং হ্রদের জলরাশি আন্দোলিত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের এই দুঃসাহসিক কার্য্য দেখিয়া রাখালবালকগণ হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল, কেহ বা উর্দ্ধশ্বাসে গোপবর নন্দরাজকে সংবাদ দিতে ছুটিল। এদিকে অমিতপ্রভাব ভগবানের অসীম শক্তি প্রভাবে কালিন্দীর জলরাশি বিক্ষোভিত হওয়ায় নীল কজ্জলের ন্যায় ভীষণ দর্শন কালীয়নাগ রোষাকুলিত নয়নে ভীষণ লোলজিহ্বা বিস্তারপুর্ব্বক কালান্তক যমের ন্যায় দেহ স্ফীত করিয়া ঐ হ্রদ আলোড়িত করিতে লাগিল। জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাহার মুখ হইতে হলাহল উদ্গত হইতে লাগিল। তাহার মুখবর্ষিত তীব্র বিষে কালিন্দীর জলরাশি আরও বিষদুষ্ট হইয়া উঠিল, এবং পুত্র পরিবার অমাত্য স্বজন সকলে মিলিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল; এবং ঐ মহাবল কালীয়নাগও শ্রীশ্রীভগবানকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। তাহাদের দংশনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিস্পন্দভাবে অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই নির্ব্বিকার অমিততেজা ভগবানের দেহে কোন বিকারই হইল না। এদিকে ব্রজবালকেরা নিরূপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নন্দরাজের নিকট গিয়া বলিলেন—“আজ তোমাদের জীবনসর্ব্বস্ব

কৃষ্ণ কালিন্দীর জলে মগ্ন হইয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত গোপগোপীগণ উন্মত্তের ন্যায় কালিন্দী তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নন্দরাজ ও নন্দগেহিনী যশোদা আসিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং কালিন্দী তটে সমস্ত গোপগোপীগণ একত্র হইয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রজ গোপ-গোপীকাদিগের আকুল ক্রন্দনে কালিন্দীতট পূর্ণ হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে কৃষ্ণহীন হইরা আর আমরা প্রাণ রাখিব না—এই কালিন্দীর জলে সকলে মিলিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব। ব্রজবাসীদিগের সকরুণ ক্রন্দনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করুণার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্পবন্ধন ছেদন করিয়া সেই ভীষণ কালীয় সর্পের মস্তকে অসীম শক্তিতে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং ঐ দুষ্টাত্মা কালীয় নাগের মস্তকে পাদদ্বয় রাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাগরাজ কালীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপীড়নে কাতর হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে সকাতরে বলিল, "হে বিশ্বনাথ! না জানিয়া আপনার পদে শত অপরাধ করিয়াছি, এক্ষণে পুত্র পরিবারসহ আপনার শরণাগত হইলাম, আমাদের জীবনভিক্ষা দিউন।" নাগরাজ কালীয়ের সকরুণ প্রার্থনায় করুণাবৎসল হরি তাহাকে বলিলেন, তুমি অবিলম্বে পুত্র পরিবার আত্মীয়স্বজন সহ এস্থান ত্যাগ করিয়া সাগরজলে গিয়া বাস কর। যদি পুনরায় এস্থলে আগমন কর, সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তোমার মস্তকে আমার এই পদচিহ্ন রহিল। আমার পদচিহ্ন দেখিলে

কেহ আর তোমায় স্পর্শ করিবে না। সর্পরাজ কালীয় তাঁহার আদেশে অবিলম্বে সেস্থান ত্যাগ করিল। কালীয়দমন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের সমক্ষেই কালীয় হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন। গোপগোপীগণ বিস্মিতভাবে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। নন্দরাজ ও যশোদা আগ্রহে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শিরচুম্বন করিলেন, অশ্রুজলে তাঁহাদের গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। সেইদিন হইতে কালিন্দী জল নির্ম্মল হইল। গোপগোপীগণ ভগবানের গুণগান করিতে করিতে তাঁহাকে লইয়া ব্রজে গমন করিলেন। দুষ্টের দমন করিয়া তিনি সংসার পালন করিতে লাগিলেন। ভগবানের এই অলৌকিক লীলা ভক্তের প্রাণে হর্ষ প্রদান করুক।

—০—

বৎসাসুর-বধ।

একদিবস রামকৃষ্ণ ব্রজবালকগণের সঙ্গে যমুনাতীরে গোচারণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক ভীমকায় অসুর বৎসরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সংহার বাসনায় তথায় উপস্থিত হইল। মায়ার অধীশ্বর ভগবান্ হরি তাহা জানিতে পারিয়া বলরামকে সেই ভীষণ অসুরকে দেখাইলেন, এবং স্বয়ং মৃদুপদ সঞ্চারে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া সবলে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। অসীম শক্তি ভগবানের নিকট ঐ দুষ্টাত্মা বৎসাসুর অতিশয় নিগৃহীত হইয়া কিছুক্ষণ পরেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার পতনে বিষম শব্দ উত্থিত হইল। দিক্‌সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহার সুবিশাল শরীর ধরাতলে পতিত হইল। সর্ব্বপ্রাণী হিংসক ঐ ভীষণ অসুরকে বিনাশ করিয়া ভগবান হরি জগতের মঙ্গলসাধন করিলেন। বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে ব্রজবালকেরা এই অসুরের শরীর দর্শন করিতে করিতে কৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ভগবান হরি এই বিশাল বিশ্বের একমাত্র বিধাতা। তিনিই ত্রিজগতের পালন কর্ত্তা। তিনিই সনাতন বিষ্ণুরূপে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। কেবল মায়াবশতঃ তিনি গোপাল রূপ ধারণ করিয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে ধেনুচারণ করিয়া বেড়াইতেন। একদা সমস্ত গোপালগণ একত্র হইয়া বৎসদিগকে জলপান করাইতে জলাশয়ে লইয়া গেল এবং স্ব স্ব বৎসদিগকে জলপান করাইয়া আপনারাও জলপান করিল। সহসা দেখিতে পাইল একটী

ভীষণাকার সুবৃহৎ পক্ষী সেইস্থানে বসিয়া আছে। বালকেরা তাহাকে দেখিয়াই ভয়ে কম্পান্বিত হইল, তাহাদের বদন ভয়ে শুষ্ক ও বিষাদ পূর্ণ হইল। ঐ দুষ্ট পক্ষী স্বয়ং বকাসুর। ঐ ভয়ানক অসুর বকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলাশয়ের নিকটে বসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। নন্দ নন্দন শ্রীহরিকে গ্রাস করায় সমস্ত বালকেরা ভয়ে অচেতন হইয়া পড়িল, কিন্তু বাসুদেব হরি বকাসুরের বদন মধ্যে প্রবেশ করিয়াও কিছুমাত্র ভীত ও বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রবল পরাক্রমে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ঐ দুষ্টাত্মা অসুরের মুখবিবর প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন। সেই গোপবালক শ্রীকৃষ্ণ জগতের নিয়ন্তা, বকাসুর তাহা না জানিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতাপে দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া বমন করিয়া ফেলিল, এবং পুনরায় ভগবান্ হরির প্রাণ সংহার কামনায় তাঁহার নিকট ধাবমান হইল। সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত ব্রজবালকগণের সমক্ষেই তাহার চঞ্চু ধারণ করিয়া তৃণের ন্যায় বিদীর্ণ করিলেন। দেবগণ বকাসুর বধে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইল, চতুর্দ্দিকে দিব্য শঙ্খ ধ্বনিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া গোপবালকগণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইলেন, এবং নিস্পন্দভাবে চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহাদের নয়নযুগলে আনন্দাশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে নিরাপদ দেখিয়া তাঁহারা সুস্থচিত্ত হইলেন ও সকলেই প্রীতিভরে শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন, এবং গাভীবৎস সহ স্বস্ব আবাসে আগমন করিয়া সমগ্র ব্রজবাসীদিগের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। গোপ ও গোপিকারা তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজবালকদিগের কুশল দেখিয়া সকলেই হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্নেহপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি এইরূপে দুষ্টাত্মা বকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া জগৎ রক্ষা করিলেন। তাঁহার এই অলৌকিক লীলা বিশ্বের হৃদয়ে প্রতিভাত হউক।

—o—

বর্ষা বর্ণন।

গ্রীষ্ম অবসান। বর্ষার মেঘমেদুরস্বরে ঘনকৃষ্ণ মেঘদল দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। ঘন ঘন গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে শিখিকুল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বর্ষাবাত আন্দোলিত তরঙ্গলহরী পূর্ণা যমুনাও তরঙ্গ চাঞ্চল্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বনজ পুষ্পের সুরভি দিক্ আমোদিত করিল। নদী সকল বেগবতী হইল। অনঙ্গমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রমণীয় বর্ষাঋতু সমাগত দেখিয়া বৃন্দাবনের রমণীয় বনপ্রদেশে ব্রজবালকগণের সহ গোচারণ করিতে লাগিলেন। কিশোর কান্তি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শ্বেতচন্দন অনুলিপ্ত হইয়া গলদেশে বনমালা ও মস্তকে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিয়া অতি মনোহর বেশ ধারণ করিলেন। কখন ব্রজবালকগণের সহ যমুনায় জলকেলী করিতেন, কখনও বা কদম্বতলে দণ্ডায়মান হইয়া মধুর মুরলী বাদন করিতেন, কখন বা নবনীরদ সমাচ্ছন্ন শ্যামল বনভূমে গোপিকাদিগের সহ ক্রীড়া করিতেন, কখন বা গোপীপ্রধানা বৃষভানুসুতা রাধিকার সহ রমণীয় কুঞ্জ কুটীরে ক্রীড়াপরায়ণ হইতেন।

মেঘমেদুরাম্বর বনভুবঃ।
শ্যামল স্তমাল দ্রুমৈ—
নক্ত ভীরুরয় ত্বমেব ত্বদীয়ং
রাধে গৃহং প্রাপয়॥

ইদং নন্দ নিদেশতাশ্চলিতায়া
প্রত্যাধ্ব কুঞ্জক্রম্।
রাধা মাধব যোজয়ন্তি
যমুনাকূলে রহ কেলয় ॥

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রকাশচ্ছলে এই বৃন্দাবন লীলা প্রকাশ করিলেন। তিনি যোগমায়ার অন্তরালে থাকিয়া গোপগোপীসহ সখা ও সখিভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দিবাকর নবনীরদ জালে আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রকৃতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। বর্ষা-বারিপ্লুত হইয়া নব নব তৃণ সকল উদ্গত হইতে লাগিল, বর্ষাবারি সিক্ত হইয়া বনে লতাপত্র সকল সরস ভাব ধারণ করিল। পুষ্পিত কদম্ব বৃক্ষে মত্ত কেকার রবে বৃন্দাবন যেন শোভাময় হইয়া উঠিল। নিরন্তর বৃষ্টিধারা পাতে ধরণী নবসিক্তা হইয়া নূতন শ্রীধারণ করিলেন। সরস বরষা-ঋতুর আগমনে নদী সকল বেগবতী হইয়া বর্দ্ধিতায়ন হইয়া উঠিল। আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকায় গোবর্দ্ধন গিরির রমণীয় কান্তি আরও দ্বিগুণিত হইল। শৈলশিখর, সমস্ত বনভূমি ও সমস্ত দ্রুমশীর্ষ নিবিড় মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া শ্যামচ্ছায়া ধারণ করিল। ব্রজগোপিকাগণ কদম্ব বৃক্ষে হিন্দোলা স্থাপন করিয়া হিন্দোলোৎসব করিতে লাগিলেন; এবং হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির এই বর্ষাবিহার ভক্তের প্রাণ পুলকিত করুক।

——০——

ঝুলন পূর্ণিমা।

শ্রাবণের পৌর্ণমাসী রজনী। রজনী শুভ্রকৌমুদীময়ী, ঈষৎ ম্লান। ক্ষণে ক্ষণে খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রমাকে আচ্ছাদন করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে রিমিঝিমি শব্দে বারিপাত হইতেছে। বৃষ্টির মধুর কোমল নিস্বনে ঝিম্ ঝিম্ শব্দ হইতেছে ও মধ্যে মধ্যে গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। সন্মুখে মধুর কল্লোলে যমুনা উথলিয়া উঠিতেছে। নিকুঞ্জোদ্যানে বর্ষাস্নাত যাতি, যুথী প্রভৃতি পুষ্প ফুটিয়া সৌরভে দিক আমোদিত করিয়াছে। মেঘ দরশনে ময়ুরীরা নৃত্য করিতেছে এবং পিকরাজ কুহুস্বরে সুধাধারা ঢালিয়া ব্রজগোপিকাগণের প্রেমোচ্ছ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। রজনী শুভ্রকৌমুদী ফুল্ল, গোপরমণীরা আজ আনন্দসাগরে মগ্ন। আনন্দময়ের আনন্দকণা প্রাপ্ত হইয়া চেতন অচেতন জড় ও জীব সকলেই প্রেমোন্মত্ত। ভ্রমর ভ্রমরীর মধুর গুঞ্জনে বাতান্দোলিত রমণীয় বেতসলতাকুঞ্জ মুখরিত, পুষ্পিত, কদম্বকেতকের শোভায় স্থানটি অতি রমণীয় হইয়াছে এবং এই কেলিকদম্ববৃক্ষে লতাপত্র পুষ্পগুচ্ছ পরিশোভিত সুন্দর হিন্দোলায় বিপিনবিহারী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বামভাগে চম্পকবর্ণা লাবণ্যবতী লোকললামভূতা শ্রীমতী সহ সুখে উপবিষ্ট আছেন। সুন্দরী তন্বী ব্রজগোপিকাগণ প্রেমপুলকিত হৃদয়ে বিকসিত মালতী মালায় শ্যামসুন্দরকে সাজাইতেছেন এবং আনন্দ সহকারে হরিগুণ গান ও বরষা বর্ণনা করিতেছেন। নবীনকিশোর গোপরমণীদিগের সহ

হিন্দোল উৎসব করিতেছেন। শ্রাবণের ঘন ঘন মেঘগর্জ্জনে মন্দ মন্দ পবনের আন্দোলনে, কুসুমের সৌরভে, সর্ব্বজীবের মনোহরণ করিতেছে। ব্রজগোপিকাগণ হিন্দোলায় দোল দিতেছেন। পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনে শ্রীমতীর নীলাম্বরের সহ মিলিয়া কি অপরূপ শোভাই হইয়াছে! ভক্তের হৃদয় আজ আত্মহারা, তাঁহারা অনিমেষ নয়নে এই হিন্দোল লীলা দেখিতেছেন। যেন "নীলনলিনীমিব পীতপরাগ পটলভর বলয়িতমূলম্"।

শ্যামসুন্দরের গলদেশের মালতীমালা মন্দ মন্দ দুলিতেছে। মালতীমালাও যেন কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সুললিত ছন্দে তাঁহার চরণ চুম্বন করিতেছে। তাঁহার মস্তকের বিনোদশিখীপুচ্ছ ছড়াটিও ঈষদ্ ঈষদ্ কম্পিত হইতেছে। শ্যামসুন্দরের মোহন চূড়া বাম দিকেই হেলিতেছে বুঝি চূড়ার লক্ষ্যও রাই চরণের দিকে। আর মণিকুণ্ডল মণ্ডিত সেই গণ্ডযুগের কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে! হিন্দোলার আন্দোলনে শ্রীমতীর অলঙ্কার শিঞ্জিত মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। আর কোটীচন্দ্র বিনিন্দিত রাধাশ্যামের অপরূপ রূপমাধুরীতে দশদিক্ আলোকিত হইয়াছে। ব্রজরমণীগণ তন্ময় চিত্তে সে রূপসুধা পান করিতেছেন। শ্যামরূপ নব জলধরের পার্শ্বে স্থির সৌদামিনী সদৃশা শ্রীমতী শোভমানা। উভয় চরণে মধুর নূপুর রুনু রুনু বাজিতেছে। শ্যামসুন্দরের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভিত প্রফুল্ল পদ নখরের প্রভায় চন্দ্র কিরণ ম্লান হইয়াছে। ব্রজধামে আজ মধুর প্রেমের ঢেউ বহিতেছে। আজ বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই হরিপ্রেমে মত্ত।

ব্রজগোপিকাগণ হাস্যোৎফুল্ল নয়নে হিন্দোলায় দোল দিতেছেন। কজ্জলনিবিড় আয়তনয়নে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। প্রেমাতিশয্যে গোপিকাদিগের কটীবন্ধন শ্লথ হইয়াছে, বেণীবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন ও বক্ষবাস স্রস্ত হইয়া গিয়াছে। হরি প্রেমবিহ্বলা প্রেমবিমূঢ়া ব্রজগোপিকাগণ কম্পিত করে ভক্তিভরে ভগবৎ চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিতেছেন। শ্রীরাধামাধবের মধুর হিন্দোল লীলা ভগবদ্ভক্তগণের অন্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করুক।

—o—

বস্ত্রহরণ।

দেখিতে দেখিতে হেমন্ত কাল সমুপস্থিত হইল। ব্রজবাসিনী সমস্ত রমণীরা কাত্যায়নী ব্রত করিতে লাগিলেন। সকলেই একাহারী ও হবিষ্যান্ন আহার করিয়া একান্ত নিষ্ঠাভক্তি সহকারে কাত্যায়নী পূজা ব্রতে দীক্ষিতা হইলেন। তাঁহারা প্রত্যহ অরুণোদয়ে যমুনার নির্ম্মল সলিলে স্নান করিয়া বালুকার প্রতিমা গঠন করিয়া যথাবিধি গন্ধমাল্য ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দিয়া ভক্তিভরে ভগবতী কাত্যায়নীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার প্রার্থনা করিয়া বলিতেন যে, "হে মহাশক্তিশালিনী মহামায়ে, আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ কর। আমরা যেন তোমার প্রসাদে নন্দনন্দন কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হই"। গোপিনীদিগের মনপ্রাণ এক কালেই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল—তাঁহারা কৃষ্ণময়ই জগৎ সংসার দেখিতেছিলেন। এজন্য তাঁহাদের লজ্জা ভয়ও বিদুরিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবতী ভদ্রকালীকে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পতি হউন ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। গোপবালাগণ প্রত্যহ উষাকালে শয্যাত্যাগ করিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে কালিন্দীর নির্ম্মল জলে স্নান করিতে যাইতেন, ইহার মধ্যে কোন গোপনীয় ভাব ছিল না। তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবেই কৃষ্ণার্চ্চন করিতেন। গোপবালাদিগের দেহ স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু মন সকলেরি এক কৃষ্ণানুরাগিনী ছিল। তাঁহাদের সে

পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল মনে কৃষ্ণচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার স্থান ছিল না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি যোগেশ্বর ও যোগীদিগের ঈশ্বর, ব্রজ-বালাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্রজকুমারীদিগের সন্নিকটে গমন করিলেন। কুমারীগণ তীরে বস্ত্র রাখিয়া কালিন্দী জলে স্নানার্থে যেমন অবতরণ করিলেন, ভগবান্ হরি ব্রজকুমারীদিগের বস্ত্রগুলি লইয়া কদম্ব বৃক্ষে আরূঢ় হইলেন। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ যোগেশ্বর। তাই ব্রজগোপবালাদিগের সকলেরি অভিলাষ পূর্ণ করিতে তিনি সক্ষম। তিনি এক এক করিয়া গোপিকাদিগের সহ মিলিত হয়েন নাই। শ্রীরাসমণ্ডলে একত্রে সকল গোপীকার সহই মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি মায়ার জগতে এ লীলার সাধন করেন নাই। মহামায়ার জগতেই এ রাসলীলা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ যোগেশ্বর রূপেই গোপিকাদিগের সহ মিলিত হইলেন। সাংসারিক ভাবে মিলিত হয়েন নাই। তিনি বস্ত্রগুলি লইয়া বলিলেন;——

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।
সত্য ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদদ্যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ॥

হে অবলাগণ তোমরা এস্থানে আসিয়া স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণ কর। তোমরা ব্রত-শ্রান্তা, তোমাদের সহ আমি পরিহাস করিতেছি না, সত্য সত্যই বলিতেছি। সত্য সত্যই ইহা পরিহাসের বিষয় নহে। ইহা গুরুতর কথা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তাত্মিকা গোপীগণকে পরীক্ষা করিবার জন্যই এই বস্ত্রহরণ লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্ব হইলেন, যদি গোপীকারা তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিল, তবে দেখিবেন গোপীকাদিগের ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হইয়ছে কি না, তাঁহারা মায়ার সীমা অতিক্রম করিলেন কি না, তাঁহারা ভেদের ধর্ম্ম ভুলিয়াছেন কি না। গোপীকাদিগের চিত্ত নির্ব্বিকার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে কি না, ইহাই পরীক্ষার জন্য ভগবান্ তাঁহাদের বস্ত্রগুলি অপহরণ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে যমুনার শীতল জলে আকণ্ঠ-মগ্না শীতার্ত্ত গোপীকাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে ব্রজবল্লভ আমরা জানি তুমি গোপরাজ নন্দ নন্দন। তুমি আমাদের একান্ত প্রীতিপাত্র। সমগ্র ব্রজভূমি তোমার প্রশংসাবাদ করিয়া থাকে। আমাদের বস্ত্রগুলি দান করিয়া লজ্জা রক্ষা কর, আমরা শীতার্ত্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়াছি। ভগবান্ হরিকে এই বলিয়া গোপীকারা বারম্বার বিনয় করিতে লাগিলে, এবং গোপী-গণ কৃত্রিম কোপসহকারে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিলে তিনি মধুর হাস্তে বলিলেন, হে শুচিস্মিতাগণ যদি আমার দাসী হইতে তোমাদের ইচ্ছা থাকে আমার বাক্য অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রতিপালন কর। সকলে আসিয়া স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর। সরল হৃদয়া শুদ্ধমতি গোপবালারা শীতে একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সকলেই জল হইতে উঠিয়া

স্ব স্ব বসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের হৃদয় তখন বিকার শূন্য হইয়াছিল। ভগবৎ পাদপদ্মে একান্ত দৃঢ় ভক্তি হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছিল এবং ভেদের ধর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয় হইতে তৎকালে দূর হইয়াছিল। অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি বিকার ছিল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাদিগের ভাব দৃঢ়তায় মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন, এবং সুমধুর বাক্যে বলিলেন, "তোমরা বিবস্ত্রা অবগাহন করিয়া দেবগণের অবহেলা প্রযুক্ত অপরাধিনী হইয়াছ, এক্ষণে অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া সকলেই প্রণাম কর।" সরলা মুগ্ধা গোপবালাগণ ভাবিলেন পাছে আমাদের এই অপরাধে ব্রত ভঙ্গ হয় এই জন্য ব্রতের পূর্ণতা সাধন মানসে ভগবান্ হরিকে সকলেই ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। সেই কামবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাদিগের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে সাধ্বীগণ, যদি তোমরা আপন মনের ইচ্ছা আমাকে জানাইতে সঙ্কুচিতা তথাপি আমি তোমাদের মনের ইচ্ছা অবগত হইয়াছি। আমি তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিব। আমার প্রতি তোমাদের দৃঢ় অনুরাগ অকৃত্রিম প্রীতিতে তোমরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, এক্ষণে তোমরা ব্রজে গমন কর। আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ভগবতী কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছ, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের কামনা পূর্ণ করিব। আগামী শারদীয়া যামিনীতে তোমাদের সহ মিলিত হইব। বাসুদেব হরি এই কথা বলিলে গোপবালারা প্রফুল্লিতা হইলেন। তথাপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহাদের বদন বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। গমন

কালে শ্রীহরির চরণারবিন্দ মাত্র চিন্তা করিতে করিতেই গোপীকা-গণ গমন করিলেন, তাঁহারা গমন করিলে দেবকীনন্দন ব্রজ-বালকগণের সহ গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে অনেক দূরে গমন করিলেন। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ণ সূর্য্যকিরণে বনস্থল দগ্ধ করিতে লাগিল, কেবল ছায়া শীতল পাদপ সকল পথিককুলের একমাত্র আশ্রয় স্থল দেখিয়া তিনি সখাগণকে বলিতে লাগিলেন, হে সখাগণ! এই যে বিশাল পাদপগণ অতি সৌভাগ্যবান। জগতের উপকারের জন্যই ইহাদের জীবন। ইহারা শীত বাত ঝঞ্ঝা উপভোগ করিয়া নিরাশ্রয় পথিককুলকে শীত বাত আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। কোন প্রাণীই ইহাদের নিকট ভগ্নমনোরথ হয় না। ইহারা যথাসাধ্য সকল জীবের উপকার সাধন করিয়া থাকে। ইহারা পত্র পুষ্প, পল্লব অঙ্কুর, ফল মূল, রস, কাষ্ঠ ও ছায়া, দিয়া সর্ব্ব জীবের হিতসাধনে রত আছে। জীবের কল্যাণ সাধনের জন্যই ইহাদের জন্ম। অমিতপ্রভাব ভগবান্ হরি এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে সখাগণ সঙ্গে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপালগণ গাভীদিগকে সুশীতল যমুনার বারি পান করাইয়া আপনারাও বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা ভক্ত হৃদয়ে মাধুর্য্য বিতরণ করুক।

—০—

ব্রজবালকদিগকে অন্ন দান।

একদা বহুদূর ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া ব্রজবালকগণ অতিশয় ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন। তাহারা অতিশয় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে বলিল, সখে চিরদিনই তুমি আমাদের সর্ব্বাপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আহার দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর। ভগবান্ হরি ব্রজবালকদিগের ক্ষুধা-কাতর-বদন দর্শনে অতিশয় করুণাপর হইলেন এবং স্নেহমধুর বাক্যে তাহাদের বলিলেন, সখাগণ! তোমরা এই স্থানের অতি সন্নিকটে যে স্থানে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা আঙ্গিরস যজ্ঞ করিতেছেন তথায় গমন কর। সে স্থানে প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত আছে। শীঘ্রগতি তথায় গিয়া আমার নাম করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনয়ন কর। ব্রজবালকগণ ভগবানের আজ্ঞানুযায়ী হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞস্থলে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবাহক, তাঁহার আদেশেই এস্থলে আসিয়াছি, রামকৃষ্ণ এই যজ্ঞের অনতিদূরে গোচারণ করিতেছেন তাঁহারা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন তজ্জন্য আপনাদের নিকট অন্ন প্রার্থনায় আমাদের প্রেরণ করিয়াছেন। আপনারা ধার্ম্মিক ও দানশীল, আমাদের অন্ন দিয়া পরিতৃপ্ত করুন। ব্রাহ্মণগণ গোপালক-দিগের এই কথা শুনিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের কোন প্রত্যুত্তর দানও করিলেন না। নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণগণ আপন যজ্ঞ কর্ম্মেই তৎপর রহিলেন, কিন্তু সেই কর্ম্মময় ভগবানের স্বরূপ

জানিতে না পারায় গোপালদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা গোপালগণ হতাশ হইয়া যজ্ঞস্থল হইতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন করিয়া সমস্ত কথা বলিল।

ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞতা ভাবিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন এবং গোপালদিগকে বলিলেন, তোমরা পুনরায় বিপ্র-পত্নীগণের নিকট গিয়া অন্ন প্রার্থনা কর। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ জানিতেন যে, ব্রাহ্মণপত্নীগণ একান্তই তাঁহাতে অনুরক্তা, সেই কারণেই গোপালদিগকে পুনরায় তথায় প্রেরণ করিলেন।

গোপালগণ পুনরায় শ্রীহরির বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া বিপ্র-পত্নীদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া বলিল, হে দ্বিজপত্নীগণ! আমাদের নিবেদন শুনুন। এই যজ্ঞভূমির নিকটে রামকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন তিনি ও তাঁহার গোপালগণ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, আপনারা কিছু অন্ন প্রদান করুন।

গোপালকদিগের এই বিনয় নম্র সুন্দর আকারে ও করুণ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণপত্নীগণ ব্যস্ত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরিকে তাঁহারা মনে মনে অতিশয় প্রীতি করিতেন এবং তাঁহার দর্শন লালসায় সতত উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। গোপালদিগের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে আছেন শুনিয়াই তাঁহারা ব্যস্তভাবে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চারি প্রকার ভোজ্যপূর্ণ বহু পাত্র লইয়া প্রেমা-কুলিত হৃদয়ে ত্বরাপদে তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদের ভগবৎ প্রেমানুরাগ উৎসুক বদনমণ্ডল অতি মনোরম শোভা ধারণ করিল। তাঁহাদের চিরদিন যে শ্রীকৃষ্ণ

দর্শন কামনা ছিল অদ্য তাহা পূর্ণ হইল। তাঁহারা কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন নবনীরদকান্তি শ্যামসুন্দর পরিধানে পীতাম্বর গলে বনমালা দিয়া বলরামের সহ অশোকপল্লব মণ্ডিত উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে শিখিচূড়া কর্ণদ্বয়ে উৎপল ও ললাটে অলকাবলী এবং সর্ব্বাঙ্গ আভরণে ভূষিত মধুর নটবর বেশ দেখিয়া বিপ্রপত্নীগণ বিমোহিত হইলেন। তাঁহারা যদিও প্রত্যক্ষ ভগবান্ শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিতে পারিলেন না, কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে কৃতার্থ হইয়া নয়ন দ্বারা আপনাদের চিত্ত কৃষ্ণতে আবিষ্ট করিয়া তন্ময় হইয়া রহিলেন।

ভগবান্ হরিও বিপ্রপত্নীদিগকে আসিতে দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, এস এস সৌভাগ্যবতীগণ! তোমাদের মঙ্গল ত, তোমরা যে স্বামী পুত্রের কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া আমাকে সন্দর্শন করিতে আসিয়াছ, তোমাদের কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে বল। হে সুন্দরীগণ! সকল জীবের আত্মা স্বরূপ আমি এবং আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়। আত্মার সম্বন্ধেই প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ পুত্রকলত্র ও ধন আদি প্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা অপেক্ষা প্রিয় জগতে আর কিছুই নাই। তোমরা আমার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলে এক্ষণে যজ্ঞস্থলে গমন কর। তোমাদের পতিগণও তোমাদের সহ আরব্ধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করুন। বিপ্রপত্নীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কাতর হৃদয়ে বলিলেন, প্রভো! আপনার শ্রীচরণে আমরা কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদের এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতেছেন? আমরা সমস্ত স্বামী

পুত্র ত্যাগ করিয়া আপনার চরণকমল সেবার জন্য এ স্থানে আসিয়াছি, আপনি আমাদিগকে পাদমূলে স্থান দান করিয়া কৃতার্থা করুন। আমরা নিতান্তই আপনাগত প্রাণ। এ জন্য কাহারও অনুরোধ না শুনিয়া আপনার শ্রীচরণ সেবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনি প্রত্যাখ্যান করিলে আমাদের কি গতি হইবে? আমাদের পিতা পুত্র বন্ধু আত্মীয়েরাও আর আমাদের গ্রহণ করিবেন না। হে প্রভু! আপনিই আমাদের একান্ত গতি, আমরা আপনার শ্রীচরণে পতিত হইলাম, আপনি আমাদের দাসী করুন। ব্রাহ্মণপত্নীগণের প্রেম ভক্তি দর্শনে তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন, হে অবলাগণ! তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর তোমাদের পিতা পুত্র স্বামী কেহই তোমাদের দোষারোপ করিতে পারিবেন না।

ঐ দেখ দেবতারাও গৃহ গমনে তোমাদের অনুমতি দিতেছেন, এই বলিয়া প্রত্যক্ষ দেবতাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, হে সুন্দরীগণ তোমরা মনে জানিয়াছ যে অঙ্গসঙ্গই মানুষের সুখকর ও অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ। তোমরা নিতান্ত সরলস্বভাবমুগ্ধা, ভালমন্দ কিছুই জান না। কিন্তু এই অঙ্গসঙ্গরূপ দুরাশা ত্যাগ করিয়া আমাতে চিত্ত নিবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে থাক। আমার গুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তনে আমার প্রতি যেরূপ অনুরাগ হইবে আমার সন্নিকটে থাকিলে তাদৃশ কখনই হইবে না। অতএব আমি বলিতেছি, তোমরা গৃহে গিয়া আমার নাম কীর্ত্তন কর। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা দ্বিজ রমণীগণ শ্রীহরির অমৃতপূরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই

স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাদের পতিপুত্রগণও ভগবৎ কৃপায় তাঁহাদের কোন দোষ দর্শন করিলেন না। দ্বিজ কামিনীগণ গৃহে প্রত্যাগতা হইলে নন্দনন্দন ভগবান্ হরি ঐ সুমধুর অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষুধার্ত্ত গোপালদিগকে ভোজন করাইলেন এবং আপনিও ভোজন করিলেন, এবং লীলাময় হরি লীলা প্রকাশছলে মানব শরীর ধারণ করিয়া গোপগোপীকাদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত লৌকিক ব্যবহারের অনুকরণে সকলের সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন। অজ্ঞানান্ধ ব্রাহ্মণগণ যখন জানিলেন যে রামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভগবান্, পূর্ণাবতার, তখন তাঁহাদের মনে নিতান্ত ক্ষোভের উদয় হইল। পত্নীগণের ভগবদ্ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহারা আপনাদের ভগবদ্ভক্তি হীন মনে করিয়া নিতান্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, ও মনে আপনাদের ধিক্কার দিয়া বলিলেন, আমাদের জন্মকে ধিক্ এবং আমাদের কর্ম্মকে ধিক্। সেই পরম পুরুষ হরি আমাদের সাক্ষাৎ হইলেও আমরা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইলাম না। আমাদের ব্রহ্মচর্য্যকে ধিক্। আমরা সামান্য কারণে ভগবানে বিমুখ হইয়া আপনাদের নিরয়গামী করিলাম। হায়! আমরা অতি হতভাগ্য, ভগবদ্ভক্তিহীন নরাধম, তাই নিকটে পাইয়াও প্রভুর দর্শনলাভ করিতে পাইলাম না। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ বিলাপ পরিতাপ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবানের লীলা অভিনয় ভক্তপ্রাণে প্রেমানন্দ প্রদান করুক।

——o——

শরৎ বর্ণন।

বর্ষা অতীত হইল। সুখদ শরৎ ঋতু উপস্থিত হইল। শরৎ-কাল সমাগমে বৃন্দাবনের নদ নদী তড়াগাদির জল নির্ম্মল ভাব ধারণ করিল; পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর শোভা বিকাশ করিল এবং হংস, চক্রবাক-আদি পক্ষিগণ প্রফুল্ল মনে জলকেলি করিতে লাগিল। সেফালিকাপুষ্পের সৌরভে দিক্ সুরভিত হইয়া উঠিল। স্বচ্ছ সুনির্ম্মল আকাশে নিশানাথ চন্দ্র তারকা-মণ্ডল মধ্যে হাস্য করিতে লাগিলেন। গন্ধবহ বিবিধ সৌরভ ভার বহন করিয়া মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। এই চন্দ্রমাশালিনী মধুর রজনীতে ভগবান্ বাসুদেব গোপালগণে বেষ্টিত হইয়া বনবিহার-বাসনায় বংশীবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। মুরলীধরের সেই মোহন বেণুর স্বরবে জড়-জগৎ ও জীব-জগৎ প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। পশুপক্ষিগণ প্রেমানন্দে মত্ত হইল, স্থাবর-জঙ্গম বেণুগানে স্তব্ধ হইল। বৃন্দারণ্যের তরু লতাও প্রেম-ফুল্ল ভাব ধারণ করিল; মুরলীর মধুর গীতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ স্ব স্ব গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন বিপিনে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-কমল দর্শনের অভিলাষিণী হইয়া উঠিলেন। মুরলীর মধুর ধ্বনিতে তাঁহাদের চিত্ত এককালে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল। ব্রজাঙ্গনাগণ বেণুর স্বরবে একান্ত বিবশা হইয়া উঠিলেন। অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্ব স্ব সখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গুণগান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্রজ গোপিকারা সকলেই

কৃষ্ণ-গতপ্রাণা ছিলেন; কৃষ্ণই তাঁহাদের সখা, স্বামী, পতি, পুত্র। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শারদীয়া চন্দ্রমাশালিনী মধুর যামিনী দেখিয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সহ মিলিত হইতে ইচ্ছুক হইলেন।

গোপাঙ্গনাদিগের মনে হইল তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ নটবর বেশ ধারণ করিয়া ভুবনমোহনরূপে স্বীয় পদকমল লাঞ্ছিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। সেই পীতাম্বরধারী গলে বৈজয়ন্তী মালা, শিরে শিখীপুচ্ছচূড়া ধারণ করিয়া, যেন তাঁহাদেরই নিকটে সমাগত হইয়াছেন। আর তাঁহার গলদেশের সেই মন্দার-মালা যেন ঈষদ্ ঈষদ্ আন্দোলিত হইয়া স্বর্গীয় সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন অধরসুধা দ্বারা সেই মোহন বেণুগান করিতেছেন। আর তাঁহারা তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার গুণ গান করিতেছেন। গোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীরবে প্রেমাকুলিত হইয়া মনে মনে যেন তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি তাঁহাদের যে অচলা ভক্তি, প্রীতি, অনুরাগ ছিল, শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর বেণুগানে তাহা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তন্ময় হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, আমাদের সেই প্রিয়দর্শন হরিই একমাত্র চক্ষুর সার্থকতা। যাহারা সেই প্রিয়দরশনে বঞ্চিত তাহাদের চক্ষু ধারণের ফল কি? তাঁহার সেই সুস্নিগ্ধ দৃষ্টির কি মোহিনী শক্তি যে দর্শনমাত্রেই হৃদয় চিরদিনের মত আকৃষ্ট হয়! কোন ব্রজাঙ্গনা বলিলেন, সখি! পৃথিবীতে

গোপগণই অসীম পুণ্যবান, কেননা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিয়ত দর্শন করিতেছেন। ব্রজবল্লভ হরি নিয়তই তাঁহাদের সহ বিরাজমান রহিয়াছেন। কোন রমণী বলিলেন, সখি! এই বেণু না জানি কি পুণ্যই করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিয়া বেণু জন্ম সার্থক করিয়াছে।

এই মোহন বেণু আমাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী, কেননা শ্রীকৃষ্ণের এই মোহন বংশীর রবে স্থাবর জঙ্গম দেখ নিস্পন্দ প্রায় হইয়াছে। তরুলতাকুল বেণুগানে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। ভগবান্ দেবকীনন্দনের পবিত্র চরণ-কমলের অধিষ্ঠানে এই বৃন্দাবন স্বর্গ অপেক্ষা সুখকর হইয়াছে। ভগবান্ হরি নব জলধর শ্যাম; তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া ময়ূরীরা মেঘ গর্জ্জন ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে ও জগতের সমস্ত জীব নিস্পন্দ হইয়া সেই মোহন বেণুর সুরবে আত্মহারা হইয়া আছে; আর এই হরিণীগণ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার গান শ্রবণ করিতেছে। সখি! সেই প্রাণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-কান্তি দর্শনে ও মনোহর বেণুগান শ্রবণে তাঁহার মাধুর্য্যময় ভাবাবেশে আমাদের চিত্ত একেবারেই অধীর হইয়াছে। এবং গাভী বৎস সকলও চিত্তবিমোহন বেণু-গান একতানে শ্রবণ করিতেছে। বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে এ মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র দুগ্ধ মুখে করিয়াই নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিয়াছে। ইহাদের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রুধারা পড়িতেছে। আর বৃন্দাবনের তরুশাখায় বসিয়া বিহঙ্গমকুল

একতান চিত্তে সেই মধুর বেণু রব শুনিতে শুনিতে নিমীলিত লোচনে বসিয়া আছে, আনন্দে ইহাদের অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। পক্ষীরা স্ব স্ব কলগানে নিবৃত্ত হইয়া যেন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে। সখি! চক্ষু-কর্ণ-বিশিষ্ট জীব ত এইরূপ হইতেই পারে। কিন্তু দেখ অচেতনগণও সেই প্রেমময় হরির মাধুর্য্য রসের আস্বাদ ভোগ করিতেছে। দেখ কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী তরঙ্গ উচ্ছ্বাসপূর্ণা যমুনাও প্রেমাচ্ছন্না হইয়া ছুটিতেছে। উহার নদী-জন্ম সার্থক বলিতে হইবে। আমরা যদি নদী জন্মগ্রহণ করিতাম তবে, বোধ হয় ইহাপেক্ষা সুখী হইতাম। সখি! জলধর যেমন ধারা বর্ষণে পৃথিবীর সন্তাপ নাশ করিয়া থাকেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার স্নিগ্ধ ব্যবহারে সর্ব্বজীবের সন্তাপ নাশ করিতেছেন। মন্দ মন্দ পবন তাঁহাকে বীজন করিতেছে ও কুসুমকুল প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। সখি! এই গিরি গোবর্দ্ধন ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেননা বনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে ইনি আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন, এবং আনন্দের প্রতিদানচ্ছলে নবদুর্ব্বাদল তৃণ কন্দ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। এবং গোপ গোপালগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। বৃন্দাবন বিহারী হরির গুণগান গোপকামিনীরা এইরূপে সকলেই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভগবানের এই মধুর বংশীগান ভক্ত-হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করুক।

———০———

ব্রহ্মার গো-বৎস হরণ।

ভগবান্ কমললোচন হরি একদা সরোবর পুলিনদেশে সখা-গণকে বলিলেন; হে সখাগণ! দেখ এই সরোবর-পুলিন কেমন সুন্দর স্থান, এই স্থান তোমাদের ক্রীড়া করিবার পক্ষে অতি উপ-যুক্ত। এ স্থানের বালুকাগুলি কেমন চিক্কণ ও কেমন নির্ম্মল! শীতল পবন এথায় মন্দ মন্দ বহিতেছে; এই সরোবরের জলে কেমন পদ্ম কোকনদগুলি বিকসিত হইয়াছে। ইহাদের মনোহর গন্ধে দশদিক পূর্ণিত রহিয়াছে। মধুমত্ত ভ্রমর সকল তাহার চারিদিকে গুঞ্জন করিতেছে। আহা এই সরসী তট কি রমণীয় স্থান! এস আমরা সকলে একত্র হইয়া এই পুলিন তটে ভোজন করি। বেলা অবসান হইয়াছে, সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; এস সকলে মিলিয়া আহার করি। গাভী ও বৎসগণ জলপান করিয়া এ স্থানে বিচরণ করুক!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাক্য শুনিয়া সমস্ত ব্রজবালকগণ সম্মত হইল। তাহারা গো-বৎসদিগকে জল পান করাইয়া হরিৎ তৃণময় ক্ষেত্রে তাহাদের চারণার্থে দিয়া আপনারা শ্রীকৃষ্ণের সহ আহারে বসিল। পীতাম্বরধারী বনমালা-ভূষিত হরি তাহাদের মধ্যস্থলে শোভিত হইয়া বসিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালক-দিগের সকলেরি প্রীতিপাত্র ছিলেন। তাহারা অসংখ্য-পংক্তি-বিভক্ত কমলদলের ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আনন্দ, কৌতুক, হাস্য পরিহাসের সহ ভোজন করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

মায়ারূপে স্বয়ং বালকভাবে ঐ সকল ব্রজ বালকদিগের সহিত সখাভাবে সহাস্য বদনে আহার করিতে লাগিলেন। গোপালগণ আনন্দ-মনে আহারে মগ্ন রহিল।

সহসা তাহাদের বৎসগণ তৃণালোভে বিচরণ করিতে করিতে বহুদূরে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া গোপালগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ভোজন ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু করুণাময় হরি তাহাদের প্রফুল্লমুখে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—সখাগণ, তোমরা নির্ভয়ে সুখে আহার কর। আমি তোমাদের বৎসদিগকে অন্বেষণ করিয়া এখনি আনিয়া দিতেছি—বলিয়া আহার করিতে করিতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আহার স্থান হইতে উঠিয়া বৎসগণের অনুসন্ধানার্থে গমন করিলেন। এবং নদ নদী গিরি বন সমস্ত অন্বেষণ করিয়া কোথাও বৎসদিগকে দেখিতে পাইলেন না।

এ দিকে ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা শ্রীহরির মহিমা দর্শনে কৌতুহলী হইয়া বৎসদিগকে হরণ করিয়া ভোজন স্থান হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়া লুকায়িত রাখিয়া স্বয়ং সে স্থান হইতে অন্তহিত হইলেন। কমললোচন মধুসূদন বৎসগণের অন্বেষণ করিয়া তাহাদের না দেখিতে পাইয়া পুনরায় ঐ পুলিনদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আসিয়া দেখেন রাখালগণ কেহই তথায় নাই।

পরে এ বন প্রদেশ সমস্ত বিচরণ করিয়া বৎস ও বৎসপাল-দিগকে প্রাপ্ত না হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—সর্ব্বলোক

অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের কোন বিষয়ই অবিদিত থাকিল না। কমল-যোনি ব্রহ্মাই এই বৎসগণ ও বৎসপালদিগকে অপহরণ করিয়াছেন—তিনি তাঁহা অবগত হইলেন। তখন বিশ্বেশ্বর হরি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মায়াবলে তৎক্ষণাৎ আপনাকেই বৎস ও বৎসপালরূপে সৃজন করিলেন। অসীম মহিমাময় হরির করুণাও অসীম।

তিনি বৎসগণের ন্যায় অবিকল রূপ ধারণ করিলেন। তাহাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদ শৃঙ্গধারণ করিলেন। এবং বৎসপালগণের অনুরূপ বসন ভূষণ ধারণ করিয়া আপনি বৎসপাল রূপে আত্মা-রূপী বৎসগণকে লইয়া ব্রজভূমে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ হরি নিজ ঐশ্বরিক মায়ায় বৎস ও গোপালক রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহা-দের লইয়া নিজ নিজ গোষ্ঠ স্থাপন করিলেন। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের অসীম মায়া প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া গাভীগণ বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রই সেই মায়াময় বৎস সকলকে স্ব স্ব তনয়জ্ঞানে তাহাদের অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল ও পরম প্রীতিভরে বৎসদিগকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিল। এবং সায়ংকাল সমাগত দেখিয়া শ্রীহরি স্বয়ং গোপালক বেশে স্ব স্ব গৃহে স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। গোপালকদিগের জননীরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া সকলেই স্ব স্ব সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া অঙ্গাদি মার্জ্জনা করিয়া আহার প্রদান করিলেন।

দেবাদিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে সংবৎসরকাল স্বয়ং বৎস ও বৎসপালক রূপে আপনাকে পরিচালন করিয়া বনে বনে

ভ্রমণ করতঃ গো-চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এ রহস্য কেহই অবগত হইলেন না।

যখন বৎসর পূর্ণ হইতে আর ৪।৫ দিন মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তিনি বৎস চারণ করিতে করিতে একদিন নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এ অরণ্যের কিছু দূরে গিরিবর গোবর্দ্ধন অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ গোবর্দ্ধন গিরিশিখরে কয়েকটী গাভী বিচরণ করিতেছিল, সহসা মহামতি বলরাম যে সকল বৎস চারণ করিতেছিলেন তাহাদের দেখিয়া গাভীগণ অতিশয় স্নেহপরবশ হইয়া নিতান্ত অসংযত হইয়া তাহাদের পালকদিগের শাসন উপেক্ষা করিয়া অতি বেগে ধাবমান হইয়া এ সকল বৎসগণের সহ মিলিত হইল। এবং স্নেহভরে ঐ সকল বৎসগণের অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। গোপগণ ঐ সকল গাভীদিগের কোনরূপেই তাড়না করিয়া শত চেষ্টাতে রাখিতে পারিল না। অগত্যা গাভীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া আসিয়া বৎসগণের সহ স্ব স্ব সন্তানদিগকে দেখিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইলে সন্তান বাৎসল্যে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল এবং প্রীতিভরে সন্তানদিগের মুখচুম্বন করিল, স্নেহাতিশয্যে তাহাদের নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বলদেব গোপ সকলের স্ব স্ব সন্তানদিগের প্রতি এরূপ বাৎসল্য ভাবের অধিক্য দেখিয়া মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য, পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যেরূপ স্নেহ বাৎসল্য দেখিয়াছিলাম, আজ আপন আপন সন্তানদিগের

প্রতিও তদ্রূপ স্নেহভাব দেখিতেছি। কেবল তাহারাই বা কেন, আমারও ঐ সকল শিশুদিগের প্রতি এরূপ প্রীতিভাব হইতেছে কেন ? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মহামতি বলদেব জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন, বৎসগণ ও বৎসপাল সকলি শ্রীকৃষ্ণময়, তাঁহা হইতে অভিন্ন কেহই নহে। তখন বলদেব বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ পূর্ব্বে এই বৎসপালগণ দেব অংশ ও বৎসগণ ঋষি অংশ বলিয়াই জানিতাম ; এখনত তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না, কেবল সমস্ত বৎস ও বৎসপালমধ্যে তোমাকেই দেখিতেছি, ইহার কারণ কি বল। বলরামের বাক্য শুনিয়া পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন।

মায়াবলে ভগবান্ হরি বৎস ও বৎসপাল হইয়া এইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বৎসর পূর্ণ হইলে পর ব্রহ্মা সে স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে পূর্ণাবতার ভগবান্ হরি ঐরূপ বৎস ও বৎসপালাদিগের লইয়া পূর্ব্বমত গোচারণ করিতেছেন। তখন ভগবান্ পদ্মযোনি বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! বৃন্দাবনে যত বৎস ও গোপাল ছিল, সকলে ত আমার প্রভাবে মায়া-শয্যায় শায়িত আছে। আমার মায়ায় মোহিত সে সমস্ত বৎস ও বৎসপাল হইতে ইহারা ত অণুমাত্র ভিন্ন নহে। ইহারা কিরূপেই বা উৎপন্ন হইল, বৎসপাল কিরূপেই বা ভগবান্ শ্রীহরির সহ ক্রীড়া করিতেছে।" ঐ সমস্ত বৎস ও বৎসপালদিগের আকৃতি প্রকৃতি সমুদায় সেই সকল বৎস ও বৎসপালদিগের সহ

অভিন্ন ছিল, এ হেতু ব্রহ্মা দেখিয়া কোনগুলি সত্য কোনগুলি অসত্য—তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সেই বিশ্বমায়াধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মায়া মোহিত করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং মায়া মোহিত হইলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মায়ার নিদান হইয়াও ভগবান্ হরির মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এ সময় ব্রহ্মা দেখিলেন সমস্ত বৎস ও বৎসপালগণ যেন নবঘনশ্যাম চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। সকলেই অঙ্গে পীত কৌষেয় বসন, গলে বনমালা, হস্তে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিয়া, ঈষৎহাস্যে ত্রিভুবন মোহিত করিতেছে। তাহাদের হস্তে অঙ্গদ বলয়, চরণে নূপুর রুণুরুণু ধ্বনি করিতেছে। এবং শুদ্ধ পবিত্রদেহ ভক্তগণকর্ত্তৃক যেন সর্ব্বাঙ্গ সচন্দন তুলসীদামে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তিমান ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদি তাঁহাদের স্তব করিতেছেন এবং অনিমাদি ঐশ্বর্য্য ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব মায়া বিদ্যাদি বেষ্টিত হইয়া তাঁহারা পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন।

ভগবানের এই অলৌকিক জ্যোতির্ম্ময় বিশ্ব-সংসার-প্রকাশক স্বরূপ দর্শন করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজ বাহন হংস হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। যিনি বাক্য মনের অগোচর, যিনি শুদ্ধস্বত্ব, নির্ম্মল জ্ঞান স্বরূপ, যিনি জন্ম-রহিত স্বপ্রকাশ ও যাঁহার মহিমা অপরিহার্য্য, তাঁহার মায়ায় ব্রহ্মাও মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। সেই পরম তেজোময় অন্তর্য্যামী ভগবান্

ব্রহ্মার ঈদৃশ অবস্থা জানিতে পারিয়া নিজ মায়া সম্বরণ করিলেন। মায়া অপসারিত হইলে ব্রহ্মাও মৃত ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া আপনাকে ও জগতকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখে রমণীয় বৃন্দাবনও দেখিতে পাইলেন ও ফল পুষ্প পূর্ণ, শ্যামল তৃণচ্ছায়া-মণ্ডিত বৃন্দাবনের সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া মস্তক চতুষ্টয়ের চারিটী মুকুট অবনত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তি-বিনম্র মূর্ত্তি এবং গদগদকণ্ঠে করুণ স্তব শুনিয়া দেবতারাও বিহ্বল হইলেন।

——০——

গিরিযজ্ঞ।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ব্রজে ইন্দ্রপূজার আয়োজন হইতে লাগিল। বৃদ্ধ গোপগণ সকলেই একত্র হইয়া মহা আড়ম্বরের সহিত ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই যজ্ঞের জন্য ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ফল, মূল, স্তূপাকারে আনয়ন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তিনি বালকভাবেই বৃদ্ধ গোপদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, তোমরা আজ কাহার পূজার জন্য এত দ্রব্য সম্ভার লইয়া যাইতেছ? কোন্ মহোৎসবের জন্য এত আয়োজন করিতেছ, আমায় বল। গোপগণ বলিলেন, বৎস! দেবরাজ ইন্দ্রই আমাদের অভীষ্ট দেবতা, মেঘগণই তাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি। এই মেঘগণই সকল প্রাণীর জীবন স্বরূপ, কেননা আমরা পর্জ্জন্য দেব হইতেই বারি প্রাপ্ত হই, বারি হইতেই আমাদের জীবন ধারণ হয়, সমস্ত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সেই দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচর মেঘদিগের পূজা আয়োজন করিতেছি।

গোপদিগের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ হরি ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, তোমরা নিতান্ত ভ্রান্ত; জীবমাত্রেই কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মের দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মই জীবের সুখ দুঃখের একমাত্র হেতু। যদি সংসারে কর্ম্ম দ্বারাই জীব সকল বিষয়ে ফললাভ করিয়া থাকে তবে সেই কর্ম্মাধীন প্রাণীদিগের আর ইন্দ্রপূজার প্রয়োজন কি? এ কর্ম্মফলই প্রাক্তন সংস্কার

দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়া জীবের ভোগ্য হইয়া থাকে ; কর্ম্মফলের গতি রোধ করিতে ইন্দ্রাদি দেবতারও সাধ্য নাই। প্রাণীগণের উচ্চ নীচ দেহ কর্ম্মদ্বারাই গঠিত হয়, এবং কর্ম্ম বলেই তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই হেতু কর্ম্মই ভগবানের স্বরূপ এবং কর্ম্মই অর্চ্চনীয়। এই সংসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুসারে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা গোপজাতি ; আমাদের যজ্ঞাদির কোন আবশ্যকতা নাই। গোচারণই আমাদের ধর্ম্ম ; আমরা কি নিমিত্ত স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব ? এই পর্জ্জন্যরূপী ইন্দ্রই আমাদের বারি বর্ষণ করেন,—তাহা নহে। সেই ত্রিগুণময় ভগবানের স্বত্ব রজ তমগুণে পালিত হইয়া মেঘ সকল বারি বর্ষণ করে।

আমরা বনবাসী। নিরন্তর অরণ্যে ও পর্ব্বতে আমরা বাস করি। এই বন শৈলাদিই আমাদের পূজার উপযুক্ত। আপনারা ইন্দ্রযজ্ঞে নিরস্ত হইয়া গো ব্রাহ্মণ ও গিরি যজ্ঞের আয়োজন করুন। ইন্দ্র যজ্ঞের জন্য যে সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে গিরি যজ্ঞ সম্পন্ন হউক। পাচকদিগকে অনুমতি প্রদান করুন যে বিবিধ পায়স পিষ্টক ও সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করুক। এবং ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞ হোম করিতে বলুন এবং গো সকলকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া পর্ব্বতের পুজোপহার প্রদান করুন। আপনারাও সকলে স্নানাদি করিয়া উত্তম পবিত্র বেশ ভূষা অলঙ্কার ধারণ করিয়া গো ব্রাহ্মণ গিরি প্রদক্ষিণ করুন। এই

যজ্ঞ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। গো ব্রাহ্মণদিগের প্রিয় এই প্রকার যজ্ঞ করিলে আমিও সন্তুষ্ট হইব।

কালরূপী ভগবান্ হরি দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ অভিপ্রায়ে গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। সরল হৃদয় বিশুদ্ধ মতি গোপসকল শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাক্যে প্রীত হইয়া গিরিযজ্ঞের আয়োজনে তৎপর হইলেন। তাঁহারা গোবর্দ্ধন পূজার জন্য রাশি রাশি পিষ্টক, অন্ন, মোদক, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি আনয়ন করিতে লাগিলেন ও প্রভৃত ফল পুষ্প পূজার দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। গোপবালকগণ গিরিযজ্ঞ দর্শন মানসে সকলে সুবেশ অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব ধেনুপালগুলিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া রৌপ্যময় কিঙ্কিনী দ্বারা তাহাদের গলদেশ সুশোভিত করিয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ধেনু বৎসগণ সহ রাখালগণ গিরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। গোপ রমণীগণ উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া আনন্দ উৎফুল্ল হৃদয়ে গিরিযজ্ঞ দর্শনে সমুৎসুক হইয়া সকলেই সেইস্থানে সমাগত হইলেন। বয়োবৃদ্ধ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উত্তমোত্তম গব্যসামগ্রী ঘৃত দুগ্ধ দধি নবনীত আদি স্তূপাকারে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ গিরিযজ্ঞে আহুত হইলেন এবং তাঁহারা যথাবিধি অগ্নিকে বরণ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্ত শক্তি ভগবান্ হরি তখন ছলনা পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান গিরিরূপ ধারণ করতঃ স্বয়ং ঘৃত দুগ্ধ দধি নবনীত প্রভৃতি যাবতীয় ভোজ্যদ্রব্য নিমেষের মধ্যে সমস্ত উদরসাৎ করিতে লাগিলেন! গোপগোপীগণ যতই উৎকৃষ্ট

খাদ্য গিরিরাজকে উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুদ্ররূপে সমস্তই আহার করিতে লাগিলেন। গোপগোপীগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হৃদয়ে মূর্ত্তিমান গিরিরাজকে আহার করিতে দেখিয়া অতি-শয় আশ্চর্য্য ও কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ করতালে মধুর বাদ্য বাজিতে লাগিল, ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করতঃ যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন। গোপগোপীগণ গিরিবরকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন ও সকলেই ভক্তি সহকারে গিরিরাজকে বারম্বার প্রণাম করিলেন। নন্দনন্দন হরি গিরিযজ্ঞ সমাপনান্তে নন্দরাজ ও সমস্ত গোপগণকে আহ্বান করতঃ বলিলেন যে দেখ এই গিরি মূর্ত্তিমান উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে তোমরা সকলে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন ব্রজরাজ নন্দ ও সমস্ত গোপ-গোপীগণ যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে গিরিবর আমাদের এই বর প্রদান করুন যেন হরিপদে আমাদের অচলা ভক্তি হয়।" গিরিরূপ ধারী হরি তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। লীলাময় শ্যামসুন্দর তখন যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি সমস্ত গোপগোপী ও রাখালগণকে বিতরণ করিলেন ও সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত দেখিয়া সকলকে গৃহ প্রতিগমনে অনুমতি দান করিলেন এবং স্বয়ং মহানন্দে রাখালগণ সহ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। গোপগোপীকুল শ্রীহরির এই অলৌকিক গিরিযজ্ঞ দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এ দিকে দেবরাজ ইন্দ্র গোপগণের নিকট বাৎসরিক পূজা উপহার না পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রোধপরবশ

হইয়া গোপগণকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ও ভয়ঙ্কর মেঘগণকে আহ্বান করতঃ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অকস্মাৎ প্রবল বারিধারায় গোপগণের গৃহসকল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত জগৎ-সংসার ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। প্রবল ঝটিকা ও মেঘগর্জ্জনে মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল। মেঘসকল গম্ভীর গর্জ্জনে এবং ভীষণ অশনিপাতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলিল। অবিশ্রান্ত বারিধারাপাতে বৃন্দাবন জলমগ্ন প্রায় হইল। মধ্যে মধ্যে চপলার তীব্রছটায় জীবজন্তু ভয়াকুল হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। ভীষণ ঝটিকায় ও প্রলয় বারিধারাপাতে গোপগণ গৃহশূন্য হইয়া গাভী বৎস ও পুত্র পরিজন সহ বিপন্ন হইয়া রোদন করিতে করিতে ব্রজরাজ নন্দের দ্বারে আসিয়া স্ব স্ব দুরাবস্থার বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বোধ হইল তৎকালে জগৎ-সংসার যেন প্রলয়ের মূর্ত্তিধারণ করিয়া সৃষ্টি সংহারে উদ্যত হইয়াছে। নন্দরাজ ভীতবিহ্বলহৃদয়ে গোপগণকে বলিলেন হায় আমরা ইন্দ্ররাজের পূজা না করাতেই এই ঘোরতর অনর্থ উপস্থিত হইল। দেবরাজ বোধ হয় কুপিত হইয়াই এই মহানর্থ সৃষ্টি করিতেছেন। আমরা বালকের বাক্যে তাঁহার অবমাননা করিয়াই এত দুর্গতি ভোগ করিতেছি। এক্ষণে সকলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট চল, বলিয়া শীত বাতে কম্পান্বিত কলেবরে গোপগোপীগণ ভয়বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। যশোদানন্দন হরি তাঁহাদের মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা ভীত হইও না। স্ব স্ব গাভী বৎস ও আত্মীয় পরিজন

সহ ত্বরায় সকলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে চল; আমি তোমাদের বৃষ্টি বায়ু হইতে নিশ্চয় রক্ষা করিব। অমিত বিক্রম ভগবান্ হরি ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ অভিপ্রায়ে সমস্ত গোপগোপী, গাভীবৎসগণকে লইয়া গোবর্দ্ধন গিরির নিকটস্থ হইলেন। ভয়ার্ত্তহারি মধুসূদন বামকরের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরিকে উত্তোলন করিয়া অনায়াসে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া রহিলেন ও গোপগণকে সহাস্য বদনে বলিলেন তোমরা নিশ্চস্ত মনে নির্ভয়ে পর্ব্বত গুহায় অবস্থান কর। শ্রীকৃষ্ণের মধুর আশ্বাস বাক্যে সকলে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তথায় আশ্রয় লইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সপ্ত দিবারাত্রি মুষলধারায় বারিবর্ষণ করিয়াও যখন গোপকুলের কোন অনিষ্টাচরণে সমর্থ হইলেন না, তখন ভয়ত্রাসিত হৃদয়ে মনে মনে চিন্তান্বিত হইলেন এবং যোগ বলে ধ্যান করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সভয়ে কম্পিত হৃদয়ে চতুর্দ্দিকেই শ্রীকৃষ্ণময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই নবনীরদশ্যাম কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ মনে মনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সুরপতি বাসব করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—হে রমাপতি, আমি অজ্ঞতা বশতঃ তোমায় এত কষ্ট দিয়াছি, তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বর ও ত্রিলোকের পালনকর্ত্তা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ, তোমা হইতেই দেব দানব যক্ষ রক্ষ মানব কীটাদি সমস্তই উৎপত্তি হইয়া থাকে, তুমিই যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া অবনীর ভার হরণ করিয়া থাক, তোমার স্বরূপনির্ণয় করিতে দেবতারাও পারেন না। তোমার অসীম মহিমা পঞ্চানন স্বয়ং পঞ্চবদনে গান করিয়া

থাকেন। হে ভূভারহরণকারি হে নন্দনন্দন, এক্ষণে আমার প্রতি করুনানয়নে দৃষ্টি কর। তোমার মহিমা বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাও বলিতে পারেন না, আমি হীনমতি কি বলিয়া তোমার অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিব? হে জনার্দ্দন, এক্ষণে তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দেবরাজের এতাদৃশ স্তুতি বাক্যে ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিদশালয় গমনে অনুমতি দিলেন। সহস্র-লোচন দেবরাজ বাসব তখন মস্তক দ্বারা বারংবার শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রনতি পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। দিবাকরদেবও প্রখরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে ব্রজভূমে পুনরায় দর্শন দিলেন। ঝটিকা, অন্ধকার বিদুরিত হইয়া ব্রজভূমী নবীন শ্রী ধারণ করিল। ভগবান্ হরির অলৌকিক কার্য্যে ব্রজবাসীগণ বিস্ময় বিহ্বল হইলেন। ব্রজরাজ নন্দ ও নন্দগেহিনী যশোমতি পুত্রবাৎসল্যে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। বয়োবৃদ্ধ গোপগোপীগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। যশোদা ও রোহিনী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। ব্রজগোপিকারা শ্রীহরির অশেষ স্তুতিবাদ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের নন্দনন্দন হইতেই এই বিষম বিপদ হইতে প্রাণ রক্ষা হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে ভক্তগণের জীবন রক্ষার্থে স্বীয় কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা সপ্ত দিবারাত্রি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসী দিগের ভয় হরণ করিয়া ছিলেন। তদবধি তাঁহার গিরিধারী নাম জগতে ঘোষিত হইল। শ্রীহরির এই অলৌকিক লীলা ভক্ত প্রাণে আনন্দবর্ষণ করুক।

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।

দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিদশালয়ে গমন করিয়া গোবর্দ্ধনধারণকারি শ্রীহরির অলৌকিক কর্ম্ম সকল মনে মনে চিন্তাকরতঃ স্বর্গের সুরভি ধেনুকে সঙ্গে লইয়া সলজ্জ হৃদয়ে পুনরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করতঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পূর্ব্বক মস্তকের কিরীট দ্বারা তাঁহার চরণতলে লুন্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে প্রভো, আমার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি পরমাত্মা পরমপুরুষ ও পরমকারণস্বরূপ এবং সকলের পতি সর্ব্বেশ্বর, আপনি মায়াময়, দুষ্ট দমনের হেতুই আপনার অবতারত্ব স্বীকার, আপনিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশ করিয়া থাকেন। হে জগৎ সাক্ষী ও জগদ্গুরু, আমি বারম্বার আপনার চরণে প্রণাম করি, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। হে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, ভক্তের সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই আপনি আমার দর্পচূর্ণ করিয়াছেন। আমি আপনার দত্ত ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া দুর্ম্মতি বশতঃই আপনার অবমাননা করিয়াছি, হে কৃষ্ণ! হে ত্রিভুবননাথ, আপনার চরণকমল বিনা আমার আর গতি নাই। আমি মূঢ়, ভ্রান্ত, ভ্রান্তিবশতঃই দুষ্কৃতির বশীভূত হইয়া আপনার অসম্মান করিয়াছি, এক্ষণে হে কৃপাময় আর যেন কদাচ আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত না হই। হে জগন্নাথ, আমি মোহবশতঃই আপনার ব্রজভূমী নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমি অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া এই গোপ-

গোপীগণকে পীড়া দিয়াছি। হে বিশ্বপিতা! আপনি বিশ্বের বীজ স্বরূপ ও বিশ্বের জনক, আমার শত সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দেবেন্দ্র বাসবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, হে পুরন্দর, তুমি দুঃখিত হইও না, যে কারণে আমি তোমার যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছি তাহা শুন। ধনমদে ও অহঙ্কারে যে ব্যক্তি মত্ত হইয়া আমায় বিস্মৃত হইয়া যায়,আমি তাহার দর্পচূর্ণ করিয়া থাকি। যে সকল ব্যক্তি বিষয়মদে মত্ত হইয়া আমায় অবমাননা করে, নিশ্চয়ই আমি তাহাদের প্রতিফল দিয়া থাকি। হে সহস্রাক্ষ, যে কার্য্য দ্বারা ইহকালে এবং পরলোকে শুভফল লাভ হয়, অতঃপর তুমি সেই মত কার্য্য করিবে; এবং আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া স্বরাজ্য সুখে সমাহিতচিত্তে প্রতিপালন করিবে। এক্ষণে সানন্দমনে স্বস্থানে গমন কর। দেবরাজকে এইরূপ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ ইন্দ্রের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সুরভী আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিল এবং স্বীয় দুগ্ধধারা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন। দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বগণ সকলে একত্র হইয়া সুর মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে ও সপ্ত সাগরবারির সহ সুরভী দুগ্ধধারা মিলিত করিয়া সুরগণ ও ঋষিগণ একত্র হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির মস্তকে ঐ জলধারা দিয়া তাঁহার অভিষেক করিলেন। এবং কুবের বরুনাদি অষ্টদিকপাল আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকেও আনন্দ মহোৎসব করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার নাম শ্রীগোবিন্দ বলিয়া উক্ত হইল। নারদাদি দেবগণ

আসিয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন, সুরলোক হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সুরভী ধেনুর ক্ষীরধারায় ধরণী মধুর রসযুক্ত হইয়া নানা রসযুক্ত ফলমূল প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং দেবরাজ ইন্দ্র সুরভী সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণে বারম্বার প্রণত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। নন্দালয়েও সেই দিবস নৃত্যগীতবাদ্যে গৃহ উৎসবময় হইল। ব্রজগোপীকাগণ সকলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উত্তম গন্ধ মাল্য তাম্বুল দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত বৃন্দাবনধাম ও ব্রজবাসীজন সে দিন আনন্দমহোৎসবে রত হইলেন। নন্দরাজ ও নন্দরাণী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ কামনায় বহুধন রত্ন গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে ত্রিলোকের সমস্ত জীব আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল। শ্রীহরির অপূর্ব্বলীলা ভক্তপ্রাণে ভক্তিরস প্রদান করুক।

——o——

শ্রীরাসলীলা।

শারদীয়া শুভ্র কৌমদীফুল্ল রজনী সমাগত দেখিয়া বিপিন বিহারী নটবর শ্যামসুন্দর গোপিকাগণের সহ রাসলীলা করিতে সমুৎসুক হইলেন। শরৎ পূর্ণিমার ফুটন্ত জ্যোৎস্নার সুমন্দ দক্ষিণানিলে ধরণী হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল মল্লিকা ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া শ্রীহরির রাতুলচরণে উপহার দিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম জড়জীব প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ে প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই মধুর মাধবী রজনীতে ভুবনমোহন নবজলধর শ্যাম তাঁহাতে একান্ত আসক্তা ও ভক্তিমতী গোপিকাকুলের অভিলাষ পূরণ মানসে বাঁশরী সঙ্কেতে তাহাদের আহ্বান করিলেন। গোপিকাগণ চিরদিনই তাঁহার অনুরাগিণী। ভক্তাধীন ভগবান তাই ভক্তবাঞ্ছা পূরণে ইচ্ছা করিলেন। বহুজন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফলে তাঁহারা বৃন্দাবনের গোপকন্যা হইয়া গোপীদেহলাভ করিয়াছিলেন। যোগমায়া সহচর মানব আকৃতি ধারণ করিয়া রাসলীলা অভিনয়ে বাঞ্ছা হইল। প্রেম পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া কৌমুদী বসনে মনোহারিণী হইয়া প্রেমময় শ্রীহরির রাতুল চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তখন সময় বুঝিয়া মোহনমুরলী ধারণ করত সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন। মুরলীর মধুর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। চরাচর জড়জীব নিস্পন্দ হইল। সে মোহন বেণুরবে স্বর্গমর্ত্ত্য ভাসিয়া গেল। গোপরমণীগণ সেই বেণু গানে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী

হইলেন। তাঁহারা গৃহ ভুলিলেন, সংসার ভুলিলেন, পতিপুত্রও ভুলিলেন। কোন গোপরমণী পুত্রকে স্তন্যপান করাইতে-ছিলেন;—তিনি বাঁশরীর আহ্বান শুনিবামাত্র শিশুকে শয্যায় শয়ন করাইয়া কৃষ্ণাভিসারিণী হইলেন, কোন গোপিকা পতি পুত্রকে পরিবেশন করিতেছিলেন, বাঁশরীর মদিরাময় গীতে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ অনুসরণে ধাবমানা হইলেন। কোন গোপী চুল্লিতে দুগ্ধ কটাহ চড়াইয়াছিলেন চুল্লিস্থিত দুগ্ধ ঐ ভাবেই রাখিয়া কৃষ্ণ পথানুসারিণী হইলেন। কোন গোপকামিনী গোদোহন করিতে-ছিলেন, গোদোহন কার্য্য ত্যাগ করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে স্খলিতপদে ত্বরাগমনা হইলেন, কোন গোপবালা নেত্রে অঞ্জন করিতেছিলেন, একনেত্রে অঞ্জন পরিয়াই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া দ্রুতগতি গমন করিতে লাগিলেন। কোন ব্রজবালা কবরীবন্ধন করিতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য রস মনে মনে আস্বাদন করিতে করিতে বেণীবন্ধন না করিয়াই দ্রুতগমনা হইলেন। তাঁহাদের পিতা ভ্রাতা ও পতিগণ নিবারণ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মদনমোহন গোবিন্দের দর্শনে সকলেই চঞ্চল চরণে গমন করি-লেন। গোবিন্দ যাঁহাদের হৃদয় অপহরণ করিয়াছেন তাহারা কি আর এ সংসারের বাক্যে কর্ণপাত করে? গোবিন্দ যাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা কি আর এ জগতের সুখবাঞ্ছা করেন। তাঁহাদের মন কি আর অনিত্য সুখের অভিলাষী হয়। এই শরৎজ্যোৎস্না ফুল্ল রজনীতে প্রেমময় হরির বাঁশরীর গানে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই বিমুক্ত কেশে আলুথালু বেশে স্খলিতপদে

লুণ্ঠিত অঞ্চলে সেই নিভৃত যমুনাপুলিনে আসিয়া উপনীত হইলেন। যে নিভৃত বনে ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর বেণুগানে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন, গোপবালাগণ সহর্ষমনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর যেসকল বিরহ বিধুরা অন্তঃপুরবিহারিণী গোপ রমণীগণ গমনে অসমর্থা হইলেন, তাঁহারা গৃহে বসিয়াই নীমিলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে লাগিলেন, দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতাটুকু অপগত হইয়া গেল। তাঁহারা ধ্যান দ্বারা মনে মনে শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করতঃ হৃদয় সুশীতল করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চিত্ত বন্ধন শ্লথ হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম-মন্দাকিনী শতধারায় ছুটিতে লাগিল। তাঁহারা সেই সর্ব্বহৃদয় অবস্থানকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন হরিকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শিশুপালাদি পাষণ্ডগণ যে হরিকে বৈরিভাবে চিন্তা করিয়াই এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আর কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী গোপীকারা যে সর্ব্বত্যাগিণী হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি। গোপীকাগণ জন্ম জন্মান্তরে সহস্র সহস্র উৎকট তপস্যাচরণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে আসিয়াই গোপী দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নতুবা সেই অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ নিরাকার শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করা কাহার সাধ্য। তিনি যদি স্বয়ং দয়াকরিয়া ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত না হয়েন তবে তাঁহাকে ধরিতে পারে কে? শান্তভাবে বা দাস্যভাবে বা সৌখ্যভাবে বা বাৎসল্য ভাবে, যে ভাবেই হউক, তন্ময় হইতে না পারিলে তাঁহার চরণ লাভ সুদুর্লভ। তিনি অন্তর্য্যামী ও

ভাবগ্রাহী ভাবেই বদ্ধ হয়েন। ব্রজরমনীগণ সকলেই তাঁহার দাস্যভাবের সেবাভিলাষিণী। তিনি তাহা জানিয়াই ভক্ত্যাত্মিকা গোপীগণের অভিলাষ পূরণে মানস করিলেন। ব্রজগোপীকাদিগের এই রাত্রকালে বিজনভূমে আগত দেখিয়া সেই চতুর চুড়ামণি ছলনাপূর্ব্বক সহাস্য বদনে বলিলেন, হে ব্রজসুন্দরীগণ, তোমাদের মঙ্গল ত, তোমাদের এই রাত্রিকালে আগমনের কারণ কি বল, ব্রজভূমির কুশল ত? এই ঘোর রজনীতে হিংস্রজন্তু শ্বাপদকুল বিচরণ করিতেছে, কোন দুঃসাহসে তোমরা রমণী হইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া, পিতা পতিপুত্রগণ ত্যাগ করিয়া, এস্থানে আগমন করিলে বল দেখি? আর আমিইবা তোমাদের কি প্রিয় সাধন করিব তাহাও বল। যদি আমার দর্শনলাভের জন্য আসিয়া থাক তাহা তত দোষাবহ নয়; কেননা সমস্ত চরাচর জীবজন্তু সকলেই আমাকে প্রীতি করিয়া থাকে, এক্ষণে আমার দর্শন লাভ ত হইল, এইবার গৃহে গমন কর। তোমাদের জন্য তোমাদের আত্মীয়-স্বজন চিন্তাকুলিত হইয়া তোমাদের অন্বেষণ করিবেন, হে ব্রজসুন্দরীগণ, এই ফুল্ল জোৎস্নাস্নাত কুসুমিত কানন ও যমুনাতট দর্শন করিলে, এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া স্ব স্ব পতিসেবায় নিরতা হও, কেননা কুলরমণীগণের পতিসেবাই একমাত্র ধর্ম্ম। রমণীগণ পতিসেবা ত্যাগ করিলে সকল ধর্ম্মই বিনষ্ট হয়, আর যদি তোমরা আমার সেবাভিলাষিণী হইয়া থাক, তবে গৃহে গিয়া অবিচ্ছন্ন আমার ধ্যান কর,গৃহেতে থাকিয়াই আমায় লাভ করিবে। তোমরা ত জান আমি সর্ব্বব্যাপ্ত। শ্যামসুন্দরের নিকট এই

নিষ্ঠুর প্রেমশূন্য বাক্য শুনিয়াই গোপবালাগণ ভগ্নহৃদয়ে নিরাশ-চিত্তে ম্লানমুখে বদন অবনত করিলেন। এবং সজললোচনে চরণের অঙ্গুলি নখরের দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। তাঁহা-দের অশ্রুজলে বক্ষের কুঙ্কুমরাগ ধৌত হইয়া গেল। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, হায় যাঁহার জন্য পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া গুরুজনের বাধা না মানিয়া, এই গভীর রজনীতে এই বিজন বনে আগমন করিলাম, তাঁহার কি আমাদের সহ এই নিষ্ঠুর পরিহাস! তখন কোন এক ব্রজগোপীকা কৃতাঞ্জলি পুটে কাতরবচনে বলিলেন, হে করুণাময় কৃপাসিন্ধো, তোমার এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা তোমার চরণের দাসী, আমরা তোমার চরণকমল সেবা করিবার অভিলাষেই সংসার, পতিপুত্র, গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আগমন করিলাম। তুমি কি আমাদের সহ এই নিষ্ঠুর পরিহাস বাক্য বলিতেছ! হে দয়াময়, গৃহধর্ম্ম ও পতিপুত্রের সেবা রমণীর ধর্ম্ম বলিতেছ সত্য, কিন্তু হে কৃষ্ণ, পতিপুত্র জগৎ সংসাররূপে তুমিই যে সর্ব্বজীবে অবস্থান করিতেছ, তোমার সেবায় কি পতি-পুত্রের সেবা হইবে না? এ ধর্ম্ম-রহস্য বুঝিতে আমাদের শক্তি নাই। আমরা গোপরমণী, বিদ্যাবুদ্ধিহীনা, আমাদের দয়া করিয়া তোমার ঐ রাতুল কমল চরণে আশ্রয় দাও। তোমার ঐ দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত চরণ কমল সেবা করিয়া যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণও বিশ্বপ্রেম লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। হে প্রেমময় কমলনয়ন, আমাদের আর এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া হৃদয়ের আশালতা ছিন্ন

করিও না। গৃহসেবা ও পতিসেবা আমাদের প্রীতিকর নহে। একমাত্র তুমি আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব, তোমার সেবাই আমাদের পরম সুখকর। গৃহসেবা জীবের নানা দুঃখের অশান্তিরই হেতু হইয়া থাকে। তোমার সেবাই শান্তির পরম্ ধাম। আমরা সেই শান্তিলাভ করিতেই দেহতরণী ভাসাইয়া মনের মলিনতা দুর করিব। হে মাধব! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। যদি আমাদের প্রতি এত কৃপণতা করিবে, তবে এ গভীর রজনীতে আমাদেব মন-প্রাণ হরণ করিয়া বেনুগানে আমাদের আহ্বান করিলে কেন? তুমি আমাদের গৃহে ফিরিতে বলিতেছ বটে কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদের চরণের আর গতিশক্তি নাই, হস্ত পদাদি স্ব স্ব কর্ম্মে অশক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা কাতর বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি।আমাদিগকে পাদমূলে স্থান দাও। হে মাধব! তোমার ঐ কমলা সেবিত পদ কমল তুলসী সেবা করিতে সততই অভিলাষিণী। আমরা ব্রজবাসিনী অবলা, আমাদের তোমার ঐ রক্ত-কোকনদ সম অভয়পদমূলে স্থান দাও। আমরা তোমার দাসী হইয়া জীবন সার্থক করি। হে নাথ! তোমার ঐ অলকাবৃত সুন্দর চন্দ্রবদনের মনোহর হাস্য দর্শন করিয়া আমাদের হৃদয়ে তীব্র মদন সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার সুচারু বঙ্কিম নয়নের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আমাদের চিত্ত উদাস হইয়াছে। হে মাধব! তোমার মোহনমুরলীর গানে মনুষ্যের কথা কি স্থাবর জঙ্গম জড় জীব সকলেই প্রেমে ভাসিয়া যায়। তরুলতা, কীট-পতঙ্গাদিও বিহ্বল হয়, আমরা রমণী হইয়া কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ

করিব বল? হে ভবভয়হারী, তোমার ঐ ভবভয় নিবারণ চরণের জন্য ব্রহ্মাণ্ড পাগল। হে শ্যামসুন্দর, আমাদের এই বিরহতপ্ত হৃদয়ে তোমার শ্রীকরকমল দান করিয়া আমাদের কামভয় দূর করিয়া দাও। প্রেমময়ী ব্রজগোপকামিনীগণের এই প্রেম মধুর-বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগেশ্বর হরি ঈষদ্ হাস্য করতঃ গোপবালাগণের মধ্যে তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় তাহাদের মনরঞ্জনার্থে রাসক্রীড়ায় রত হইলেন। গোপিকাগণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন। কোন গোপী তাঁহার বস্ত্র ধারণ করতঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কোন গোপিকা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্যপরায়ণা হইলেন, কোন গোপী তাঁহার বাহু বেষ্টন পূর্ব্বক আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার গুণগান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কোন গোপিকা লজ্জাভয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রেমোন্মত্তা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কোন গোপী মৃদঙ্গ মুরজমন্দিরা সহ লীলারঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া গান করিতে লাগিলেন। যেমন কমলিনীকুল দিবাকর দর্শনে প্রফুল্লিত হইয়া থাকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে—আনন্দময়ের আনন্দ-কণা লাভ করিয়া গোপীরা হর্ষ বিকসিত বদনে, প্রেমোৎফুল্লনয়নে রাসলীলায় মগ্ন হইলেন। নৃত্যকালীন তাঁহাদের চরণভূষণ নূপুরের রুণু রুণু শব্দে রাসমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। নৃত্য করিতে করিতে নৃত্যপরায়ণা কোন গোপিকার বেণী বন্ধন খুলিয়া পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রেমাবেশে কোন গোপিকার কবরীর কুসুমহার কবরী চ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িল। নৃত্য করিতে করিতে কোন

ভামিনীর ওড়নাঞ্চল ভূমে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমময়ী কোন গোপিকার নৃত্যরসে নীবিবন্ধন শ্লথ হইয়া গেল। কোন ভামিনীর বক্ষবাস স্রস্ত হইয়া গেল। যোগমায়া সহচরী ভক্তিমতী গোপিকাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অপূর্ব্ব বৈজয়ন্তীমালা গলে ধারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নটবর বেশে যমুনা পুলিনে কৌমুদী-ফুল্ল-জ্যোৎস্না রজনীতে রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাস-মণ্ডল মধ্যে আপনাকে বহু মুর্ত্তিতে বিভক্ত করিয়া, এক একটি গোপিকা সহ এক একটি শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরির অপূর্ব্ব রাসলীলা দর্শনের অভিপ্রায়ে স্বর্গ হইতে দেবতারা নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করিয়া শূন্য পথে সমাগত হইলেন। শ্যামসুন্দরের এই অপূর্ব্ব রাসলীলা দর্শনে আনন্দে যমুনা উজানবাহিনী হইলেন; এবং তরু লতা ফল পুষ্প বর্ষণচ্ছলে দোলায়িত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কোন কোন গোপিকা ভগবান্ শ্রীহরির অঙ্গস্পর্শে আপনাদের সৌভাগ্য-শালিনী মনে করিয়া তাঁহার স্কন্ধারোহণে উদ্যতা হইলে দর্পহারী হরি গোপিকাগণের সৌভাগ্যগর্ব্ব চূর্ণ অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সহসা রাসমণ্ডল হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের অদর্শন দেখিয়া গোপ-রমণীগণ বিরহকাতর হৃদয়ে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যেমন করিণীকুল যুথপতি গজরাজের অন্বেষণে ব্যাকুলভাবে ভ্রমণ করে, গোপীকাকুলও শ্রীনন্দনন্দনের অন্বেষণে সেইরূপ ব্যাকুলা হইয়া বনে বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রেমফুল্লবদন, সেই

অনুরাগ, সেই বিলাসবিভ্রমহাস্য, মনে করিয়া বনে বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণাত্মিকা গোপীকাগণ তখন হা কৃষ্ণ, প্রাণনাথ, হা প্রাণবল্লভ, বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রজগোপীকাগণের করুণ রোদনে বনভূমি ভাসিয়া গেল। তাহারা বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে রত হইলেন। এবং অশোক, পুন্নগ, বকুল, ন্যাগ্রোধ প্রভৃতি তরুগণের নিকট গমন করিয়া আমাদের প্রাণবল্লভ মনোচোরা হরিকে কেহ দর্শন করিয়াছ কি না, বলিয়া প্রতি বৃক্ষ প্রতি তরুমূলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কখন বা উন্মাদিনীর ন্যায় মল্লিকা, মালতী, যুথী প্রভৃতি কুসুমকামিনীদিগের নিকট গিয়া "আমাদের প্রাণনাথ সেই মাধব কোন পথে গমন করিয়াছেন তোমরা বলিয়া দাও" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা তুলসীর মূলে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে তুলসি তুমি ত সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পদমূলে রহিয়াছ, বলিয়া দিতে পার আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব মনোচোর কৃষ্ণ কোথায় আছেন?" কখন বা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী গোপিকাগণ যমুনার তটে গিয়া যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে যমুনা, তোমার এই তটভূমী ত মদনমোহনের প্রিয়স্থান, বল দেখি আমাদের সেই মদনমোহন কোথায় আছেন? কখন বা বনবাসিনী হরিণীগণের নিকট গমন করিয়া বলিতেছেন, হে হরিণীকুল, বল দেখি আমাদের কমললোচন হরি কোন স্থানে আছেন? এইরূপে গোপবালাগণ বৃন্দাবনের বনে বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনে বৃন্দারণ্য মুখরিত হইয়া উঠিল। অবশেষে

কোথাও কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দরশন না পাইয়া পরিশ্রান্ত গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অভিনয়ে মত্তা হইলেন। কোন গোপীকা পূতনা সাজে সজ্জিতা হইলেন। কোন গোপী শকট-ভঞ্জন অভিনয় করিতে লাগিলেন। কেহ বা বকাসুর-বধ অভিনয়ে প্রবৃত্তা হইলেন। কোন গোপী নিজ বস্ত্রধারণ করতঃ গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা করিতে লাগিলেন। কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে ত্রিভঙ্গভাবে দণ্ডায়মানা হইয়া মুরলী বাদনে প্রবৃত্তা হইলেন। কোন গোপীকা কালীয় দমন লীলা অভিনয় করিতে লাগিলেন। এইরূপ লীলা অভিনয় করিতে করিতে ব্রজঙ্গনাগণ বন হইতে বনান্তরে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা কোন এক গোপী কোন স্থানে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করতঃ বলিলেন, "সখি দেখ দেখ সেই নটবরের নিশ্চয়ই এই পদচিহ্ন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন বোধ হয় কোন ব্রজবালাকে লইয়া নির্জ্জনে বিহার বাসনায় এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছেন। না জানি কোন ভাগ্যবতী আজ শ্রীহরিকে লাভ করিয়া নারীজন্ম সফল করিয়াছে।" কোন গোপী বলিলেন, "দেখ সখি, সেই কপট বংশীধারী বুঝি এই স্থানে প্রিয়ার চারুদেহ সজ্জিত করিবার জন্য কুসুম পল্লব চয়ন করিয়াছেন।" কৃষ্ণপ্রেমাকুলা গোপীকাগণ এই রূপ বলিতে বলিতে বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণান্বেষণে রতা হইলেন। বাসনাবিদগ্ধ জীবে দীনভাব দর্শন করিয়াই জীবকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা অভিনয়। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপকামিনীরা "হা নাথ, হা গোপীবল্লভ, হা দীনবন্ধো,

আমাদের একবার দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা কর” বলিয়া সকাতরে সকলেই পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিয়া তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া তখন গৃহ, গোষ্ঠ, গাভী, পতিপুত্র সকলি ভুলিলেন। গোপীকাদিগের এই অটল প্রেম দৃঢ়ভক্তি দর্শনে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী হরি আবার সেইস্থানে আসিয়া দর্শন দান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন মাত্র গোপিকাগণ তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ তাহা আজ পরিচয় দিলে, নতুবা এই গভীর নিশীথ সময়ে আমাদের আহ্বান করিয়া এরূপ লাঞ্ছনা দিতেছ কেন? হে প্রভো, আমরা তোমার ঐ রাজীব পদ বক্ষে ধারণ করিবার মানসেই এই নিশীথ সময়ে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আর আমাদের ছলনা করিও না। হে শরণাগতবৎসল, আমাদের অভয় দান কর, আমরা সমস্ত জগৎই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণময় দেখিতেছি, হে ব্রজেশ্বর, আমরা জ্ঞানহীনা ব্রজবাসিনী রমণী, আমাদের ঐ কমল চরণে আশ্রয় দাও। পূর্ণতম ভগবান্ বাসুদেব তখন ইষদ্ হাস্যকরতঃ গোপিকামণ্ডলে দণ্ডায়মান হইলেন। কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের গলে বনমালা পরাইয়া দিলেন, কোন গোপিকা তাঁহাকে বাহুবন্ধনে বেষ্টন করিলেন, কোন গোপীকা তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল লইয়া মুখে দিলেন, কোন গোপীকা প্রেমাবেশে তাঁহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন, কোন গোপীকা তাঁহার হস্তধারণ করিলেন, কোন

গোপীকা তাঁহার শ্রীহস্ত লইয়া নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয়ের বিরহতাপ দূর করিলেন, কোন গোপীকা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে তাঁহাদের কামভয় বিদূরিত হইল। গোপীকামণ্ডল মধ্যে পূর্ণশশধরের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন ও চন্দ্রকরস্নাত যমুনাতটে রাসলীলায় মত্ত হইলেন। গোপীগণ নিজ নিজ উত্তরীয় দ্বারা যমুনা সৈকতে আসন করিলে ভগবান্ হরি তাহাতে উপবেশন করিলেন, গোপীকাগণ রহস্যালাপে বলিলেন, হে ভুবনমোহন, আমরা চির-দিনই তোমার ভজনা করিতেছি তথাপি কি নিমিত্ত আমাদের প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছ? নটবর হরি সহাস্যে বলিলেন, হে সুন্দরীগণ, যাহারা নিরন্তর আমার ভজনা করে, আমার ভাবেই দিবানিশী মগ্ন রহে, নিরন্তর আমার রূপই দর্শন করে, অবিচ্ছিন্ন আমার গুণগানে মত্ত থাকে; আমিও তাহাদের নিকট সততই বাস করি। হে সখিগণ, আমি যদি জীবের পক্ষে সুলভ হইতাম তবে তোমরা কি আমার জন্য এই গভীর রজনীতে বনে বনে ভ্রমণ করিতে? তোমরা আমার জন্য লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়াছ, পতিপুত্র ত্যাগ করিয়াছ, গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়াছ, অবিরত আমারি ধ্যানে মগ্না আছ। আমিও যুগে যুগে তোমাদের প্রেমে বদ্ধ আছি। হে সুন্দরীগণ, এক্ষণে নিশা অবসান প্রায়, এস সকলে যমুনায় জলবিহার করি। তখন রাসক্রীড়াশ্রান্তা গোপীকাগণ কালিন্দীর জলে ভগবান্ হরির সহ জলক্রীড়ায় রত হইলেন। যূথপতি গজরাজ যেমন করিণী-কুলের সহ জলবিহার করিয়া থাকে কৃপাময় হরিও সেইরূপ

গোপাঙ্গনাদে। বাহুবদ্ধ করিয়া যমুনায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির প্রেমে আকুলা হইয়া যমুনাও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। জলবিহার করিতে করিতে গোপবালারা শ্যাম অঙ্গে অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিতে লাগিলেন। ভুবনমোহন নটবরও তাহাদের অঙ্গে সলিল প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই পরিপূর্ণতম মদন বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে গোপীকাদিগের হৃদয়ের কামভয় দূর হইল। এবং যামিনী অবসান দেখিয়া ব্রজবালাগণকে প্রভু স্ব স্ব গৃহ গমনে অনুমতি দিলেন। প্রভুর শ্রীরাসলীলা ভক্তগণের চিত্তে প্রেমবর্দ্ধন করুক।
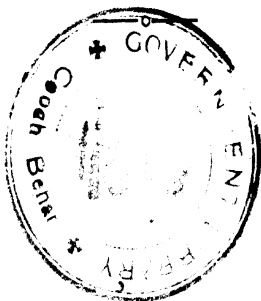
কেশী-বধ।

দুষ্টাত্মা অরিষ্টনামা অসুর বধ হইলে আবার কিছুদিন পরে মহাবল পরাক্রান্ত কেশী নামে দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য অশ্বরূপ ধারণ করতঃ হঠাৎ একদিন বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল; ঐ মহাবেগবান তুরঙ্গম ভীষণাকার ধারণ করিয়া সমগ্র ব্রজভূমি আলোড়িত করিয়া ক্ষুরোত্থিত ধূলিতে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় হ্রেষারব করিতে করিতে ব্রজের অভিমুখে ধাবিত হইল। ঐ মহাবেগবান তুরঙ্গম দর্শনে ব্রজবাসী গোপ গোপীগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। শরণাগতবৎসল ভয়ার্ত্ত-ভয়হারী হরি গোপ গোপীগণকে অভয়দান করতঃ ঈষদ হাস্য করতঃ মন্দমন্দ গমনে অনতিবিলম্বে দুষ্টাত্মা কেশী দানবের নিকটস্থ হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া ঐ ছদ্মবেশী দৈত্য বিকট গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। দুষ্ট কেশী শ্রীকৃষ্ণকে পাদপ্রহার দ্বারা ভূমে পাতিত করিতে চেষ্টা করিলে অমিত বিক্রম ভগবান্ হরি অপরিসীম বলবিক্রমে দানবের পদদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে বহুদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দুষ্ট অসুর পুনরায় চেতনা লাভ করতঃ মুখব্যাদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। অপরিসীম শক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখবিবর মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ভগবান্ শ্রীহরির বিশাল বাহু তাহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় সে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তাহার শ্বাস বায়ুও রোধ হইয়া গেল।

দুষ্টাত্মা অসুর নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঘর্ম্মাক্তদেহ হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। কেশীর বিপুল কলেবর বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজ বাহু তাহার দেহ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। কেশী দানবের মৃত্যুতে দেবতারা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেশী-বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি কেশীনিসুদন নাম প্রাপ্ত হইলেন। দুরাত্মা অসুর প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া গোপগোপীগণ পরম পুলকিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন মানসে সহসা দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নির্জ্জন স্থান দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে যজ্ঞেশ্বর, হে অপ্রমেয় হে সর্ব্বভূতের আশ্রয়, আপনি সর্ব্ব আত্মায় বাস করিতেছেন, আপনিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন করিতেছেন, আপনি দৈত্য রাক্ষসদিগের ধ্বংস ও দুষ্টাত্মাদিগের বিনাশ ও সাধুদিগের রক্ষার জন্য এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনি বাণরূপী হইয়া বকাসুর পুতনা ও অরিষ্টাসুর ও কেশী প্রভৃতি ভয়াবহ দৈত্য সকলের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। আবার কিছুকালের মধ্যেই আপনার হস্তে চানুর মুষ্টিক ও কংসাদির বিনাশও দেখিব এবং আপনার অপূর্ব্ব দ্বারকালীলা দর্শন করতঃ কৃতকৃতার্থ হইব। শেষে ভূভারহরণের নিমিত্ত অর্জ্জুনের রথে সারথি হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ ক্ষত্রিয় কুলধ্বংশ করিবেন তাহাও দর্শন করিব। হে প্রভো, বিধিনির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত হইয়াছে, আপনি এইবার কংসাদি বধে অগ্রসর হউন। আপনি নিত্য সত্য ও শাশ্বত স্বরূপ।

জ্ঞানই আপনার মূর্ত্তি। আপনাকে শতসহস্রবার নমস্কার করি। দেবর্ষি নারদ এই প্রকার ভগবান্ হরিকে বহুবিধ স্তব করণান্তর তাঁহার আজ্ঞায় মথুরাপুরে গমন করিলেন।

——o——

রাজা কংসের সভায় নারদের আগমন।

একদা সুসজ্জিত মণিমাণিক্য খচিত অপূর্ব্ব রত্নসিংহাসনে রাজা কংস অমাত্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া রাজসভায় আসীন আছেন, ছত্রধর শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে, সুবেশা সুন্দরী কিঙ্করীগণ তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছে, বন্দীগণ তাঁহার স্তুতি গান করিতেছে, এমত সময়ে শ্বেতশশ্রু জটাজুটলম্বিত শ্বেত-চন্দন অনুলিপ্ত, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত দেবর্ষি নারদ সেই সভায় উপনীত হইলেন। নারদকে আগত দেখিয়া অসুররাজ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন ও দেবর্ষিকে দিব্যাসনে বসাইয়া স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে দৈত্যরাজ, তুমি যে ভ্রমক্রমে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাতা কন্যাটি বিনষ্ট করিয়াছ, সে কন্যাটী দেবকীগর্ভজাতা নহে, ব্রজে যিনি যশোদানন্দন বলিয়া পরিচিত তাঁহাকেই সেই ভূভার-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবে এবং রোহিণীনন্দন বলরামই তাঁহার অগ্রজ বলিয়া খ্যাত এবং রোহিণীনন্দন বলরামই দেবকীর প্রথম তনয়। তোমার ভয়েই ভীত হইয়া বসুদেব পুত্রদ্বয়কে ব্রজ-ধামে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারাই তোমার অনুচর-দিগের প্রাণবধ করিতেছেন। দেবর্ষি নারদের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা কংস আরক্ত নয়নে ক্রোধ কম্পিত কলেবরে কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া বসুদেব ও দেবকীর প্রাণসংহার মানসে

গমনোদ্যত হইলেন। মহামতি দেবর্ষি নারদ বহুবিধ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা রাজা কংসকে নিরস্ত করিলেন এবং বলিলেন অসুররাজ এতাদৃশ কার্য্য তোমার উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ বসুদেব ও দেবকীর প্রাণসংহার করিলে রামকৃষ্ণকে ধৃত করা বড় সহজ হইবে না। কংসরাজ নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবনান্তর মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্তব্ধ হইলেন এবং বসুদেব ও দেবকীর প্রাণ সংহারে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পদে লৌহ শৃঙ্খল দিয়া তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। দেবর্ষি নারদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে তিনি অমাত্য প্রধান চানুর মুষ্টিক আদি সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমরা অবিলম্বে ব্রজধামে গমন কর। তোমাদের সহ আমার অনুচরগণও গমন করিয়া আমার চিরশত্রু রামকৃষ্ণের বিনাশ সাধনে সহায়তা করুক। তোমরা যে উপায়েই হো'ক আমার শত্রু নিপাতে যত্নবান হও এবং অন্যান্য সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া বল অবিলম্বে রঙ্গভূমি সজ্জিত করা হউক এবং মল্লগণ রামকৃষ্ণের বধসাধনের জন্য মল্লভূমি প্রস্তুত করুক এবং হস্তীপালকেরা মদমত্ত বারণ-গণকে রামকৃষ্ণের বিনাশ সাধনে উত্তেজিত করুক। তোমরা যে উপায়েই হউক আমার শত্রুনিপাতে যত্নবান হও। ব্রজবাসী গোপগণকে সংবাদ দাও যে এইস্থানে ধনুর্যজ্ঞ হইবে তাহারা সকলে আসিয়া যেন ধনুর্যজ্ঞ ও মল্লক্রীড়া দর্শন করে এবং যদুবর অক্রূরকে আমার সমীপে আনয়ন কর। অসুররাজ কংসের সেনাপতিগণ কংসরাজের আজ্ঞামত সকল কার্য্যের আয়োজন করিতে লাগিল এবং কংসানুচরগণ মল্লভূমি প্রস্তুত করিতে

লাগিলেন ও দৈত্যপতি কংসের আদেশে যদুবর অক্রূর ত্বরায় কংস-রাজ সমীপে আগমন করিয়া অসুররাজকে অভিবাদন করিলেন। অক্রূরকে আগত দেখিয়া কংসরাজ সাদরে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "সখে তুমি আমার পরম মিত্র ও সুহৃদ, তুমি আমার মঙ্গলের জন্য একবার ব্রজে গমন করিয়া আমার প্রাণান্তকারী শত্রু রামকৃষ্ণকে ধনুর্যজ্ঞ দর্শনছলে এইস্থানে ত্বরায় আনয়ন কর। সেই পরম শত্রু রামকৃষ্ণের নিধন না হইলে আর আমার জীবনে শান্তি নাই। আমি শয়নে স্বপনে জাগরণে শত্রুভয়ে এক মুহূর্ত্তও স্থিরচিত্ত নই।

হে সখে তুমি আমার হিতকারী বন্ধু, আমার শত্রুবধে সহায় হও,। মহাভাগবত বৈষ্ণব চূড়ামণি উদ্ধব রাজা কংসের দুর্ম্মতি দেখিয়া মনে মনে হাস্য করণান্তর বলিলেন, রে মূঢ় তুমি যাঁহার বধ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্থিরনিশ্চয় হইয়াছ তুমি তাঁহার দ্বারাই অচিরে বিনষ্ট হইবে। সেই অমিতপ্রতাপ ভয়ার্ত্তভয়হারী হরিই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। তুমি যাঁহাকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবে মনে ভাবিতেছ তিনিই তোমার বধ সাধন করিয়া ধরণী নিষ্কণ্টক করিবেন। অক্রূর মনোগত ভাব গোপন করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, মহারাজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আপনি রথ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করুন। আমি অবিলম্বেই বৃন্দাবন গমন করিয়া রাম কৃষ্ণকে আপনার সমীপে আনয়ন করিব। দুরাত্মা কংস অক্রূরের বাক্যে পরমপ্রীত হইয়া রথসজ্জা করিতে সারথীকে আজ্ঞা করিলেন।

———o———

মথুরালীলা।

(অক্রূরের বৃন্দাবন আগমন)

অসুররাজ কংসের আদেশে মহামতি অক্রূর বৃন্দাবন গমন অভিপ্রায়ে কংস প্রেরিত স্বর্ণরথে আরূঢ় হইলেন এবং অচিরেই ভগবদ্ দর্শন হইবে ভাবিয়া পরমানন্দ মনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে উৎফুল্ল হৃদয়ে বৃন্দাবন গমন করিতে লাগিলেন ও মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আহা এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি যে আজ আমি নবজলধর শ্যাম শিখীপুচ্ছ চূড়াধারী কমলোলোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ দর্শন করিব, আজ আমার মানবজন্ম সফল হইবে। আজ আমার সুপ্রভাত, পীতবাস হরি কি আজ আমায় দর্শন দিবেন? আমার তপস্যা কি আজ সফল হইবে, প্রভু কি এই দীনহীনের বাসনা পূর্ণ করিবেন? যে পদ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হয়েন না, সেই যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত চরণ কি আজ আমি নয়নে দেখিব! প্রভু কি এই দীনহীনের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন? অক্রূর এই সকল কথা স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ ইতিমধ্যে যমুনাকূলে আসিয়া উপনীত হইল। ভক্ত চূড়ামণি অক্রূর যমুনাজলে স্নানার্থে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্নান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিবামাত্র যমুনার জলমধ্যে সেই নবজলদশ্যাম কমললোচন রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করতঃ প্রেমার্দ্র হৃদয়ে ভক্তিভরে

প্রণাম করিলেন ও পুনরায় রথারোহণ করতঃ বৃন্দাবন অভিমুখী হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যেই নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময় ব্রজ রাখালগণের সহ গোপালবেশে গাভী বৎসসহ বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। সায়াহ্নের পূর্ব্বকালে পশ্চিম গগন রক্তিমাভা ধারণ করিয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল। মৃদুমন্দ সমীরণে তরুপত্র প্রকম্পিত হইতেছিল। ধেনু বৎসগণ উর্দ্ধপুচ্ছে পাদ দ্বারা ধূলি বর্ষণ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিতেছিল। গোপালবেশে লীলাময় হরিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেণু বাদন পূর্ব্বক আগমন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার ধূলিধূসরিত অলকজালে, ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষায় ও গোরজ শোভিত বদনমণ্ডল, মস্তকে শিখীচূড়া, গলে বনমালা দোদুল্যমান হওয়ায় কি অপূর্ব্ব মনোহর রূপই হইয়াছিল! পরমভক্ত অক্রূর ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠেরবেশে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তি গদগদ চিত্তে মনে মনে তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কমললোচন যশোদানন্দনও অক্রূরকে আগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ যথাযোগ্য সম্মান সহকারে স্বীয় আলয়ে আনয়ন করিয়া অক্রূরকে সুখাসনে উপবেশন করাইলেন এবং ব্রজরাজ নন্দের নিকট গমন করতঃ অক্রূর আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। নন্দরাজ অক্রূরকে দর্শন করতঃ পরম পুলকিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূর ব্রজে

আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ব্রজবাসী গোপ গোপীকাগণ সকলে আসিয়া অক্রূরের চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরমভাগবত অক্রূর নন্দরাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিগতশ্রম হইলে ব্রজরাজ নন্দকে মধুর সম্বোধন করিয়া হে ব্রজরাজ, আমার যে কারণে বৃন্দাবন আগমন তাহা শ্রবণ করুন—অসুররাজ কংস ধনুর্যজ্ঞ করিতেছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞায় রামকৃষ্ণকে কংসের ধনুর্যজ্ঞে লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছি। দৈত্যরাজ কংসের আদেশ যে আপনারা সমস্ত ব্রজবাসী গোপসমূহে পরিবৃত হইয়া কল্য প্রত্যূষেই মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ দর্শনে গমন করিবেন। আমি অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া মথুরা যাত্রা করিব। অক্রূরের মুখে এই নিদারুণ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নন্দ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। বিশেষ রামকৃষ্ণকে মথুরা পাঠাইয়া তাঁহাদের বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন এই চিন্তায় তাঁহাদের নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নির্ব্বাক ভাবে রহিলেন। গোপও গোপরমণীগণ অক্রূরের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নিষ্পন্দ হইলেন। অশ্রুজলে তাঁহাদের বাকশক্তি রোধ হইল, তাঁহারা বিমর্ষ বদনে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কৃষ্ণসখা রাখালগণ ভগবান্ হরি মথুরা যাইবেন শুনিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। সকলে ব্যাকুলহৃদয়ে সে রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিলেন। কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিবেন শুনিয়া আলুলায়িত কুন্তলে ছিন্ন ভিন্ন বেশে ব্যাকুল চিত্তে তথায় সকলেই আগমন

করিলেন। অক্রূরকে দর্শন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহাশঙ্কায় কেহ কেহ মূর্চ্ছিতা হইলেন। রজনী প্রভাতে হরি বৃন্দাবন ত্যাগ করতঃ মধুপুর যাত্রা করিবেন এই বার্ত্তা সমস্ত গোপ-পল্লিতে প্রচার হইবামাত্র ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ব্রজরাজ নন্দের ভবনে সমাগত হইলেন। ব্রজবাসিনী রমণীগণ অতিমাত্র কাতর হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বিলাপ সহকারে বলিতে লাগিলেন, আমরা কিরূপে ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জীবন ধারণ করিব। ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় মূর্ত্তির অদর্শনে কিরূপেই বা ব্রজভূমে বাস করিব? ভুবনমোহন নবনীরদ-কান্তি শ্যামসুন্দরের মুরলিধ্বনি না শুনিয়া বৃথা জীবন ধারণ করিয়া ফল কি? কৃষ্ণহীন ব্রজে থাকিয়াই বা লাভ কি? এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজগোপীকাগণ হা গোবিন্দ, হা নাথ, বলিয়া ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজগোপীকাগণের কিরূপে কৃষ্ণহীনব্রজে দিন-যামিনী অতিবাহিত হইবে, এই ভাবিয়া ব্রজরমণীগণ সংজ্ঞাহীন হইলেন, জননী যশোমতি ও পিতা নন্দরাজ ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। মহামতি অক্রূর ব্রজবাসীগণকে শ্রীকৃষ্ণের ভাবীবিরহ চিন্তায় ব্যাকুল হৃদয় দেখিয়া তাঁহাদের মধুর বচনে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন কিন্তু ব্রজবাসীগণ অক্রূরের বাক্যে কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের লোকবিস্ময়কর মথুরালীলা ভক্তপ্রাণে প্রীতিবর্দ্ধন করুক॥

——০——

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন।

যামিনী প্রভাত হইল, পক্ষিগণ মধুর স্বরে হরিগুণ গান করিতে লাগিল, শীতল পবন মন্দ মন্দ প্রবহমাণ হইল, কুসুমকুল বিকসিত হওয়ার বৃন্দাবনের কানন সকল সুশোভিত হইয়া উঠিল, নবোদিত অরুণের বালার্ককিরণে জগৎ হাসিতে লাগিল, অক্রূরের রথও সজ্জিত হইয়া উঠিল। ব্রজগোপগণ ব্রজরাখালগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে ব্রজরাজ নন্দের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আজ ব্রজপুরী শূন্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিতেছেন একারণে ব্রজবাসিগণ সকলেই নন্দরাজের ভবনে সমাগত হইয়াছেন। অক্রূর রামকৃষ্ণকে লইয়া নন্দ যশোমতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিলে, পুত্রস্নেহবৎসলা কৃষ্ণপ্রাণা জননী যশোদা করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রজরাজ রামকৃষ্ণকে বিদায় দিতে অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোপগণও দধি দুগ্ধ নবনীত ও গোব্যরস আদি সঙ্গে লইয়া কংসের ধনুর্যজ্ঞ দর্শনে গমন করিলেন। নন্দরাজও রাজা কংসের জন্য নানা উপঢৌকন সহ বহুবিধ সামগ্রী সঙ্গে কংসের ধনুযজ্ঞ দর্শনে গমন করিলেন। ব্রজরাখালগণও শ্রীকৃষ্ণসহ মথুরা গমনে প্রস্তুত হইলেন। গাভীবৎসগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব না শুনিয়া জলধারাকুল লোচনে হাম্বারবে ডাকিতে লাগিল, পশুপক্ষিগণ আহারে বিরত হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিল। তরুলতাকুল যেন শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ময়ূর ময়ূরী কদম্বশাখায় নৃত্যত্যাগ করিয়া

অধোমুখে বসিয়া রহিল। ভ্রমর ভ্রমরী মধুপানে বিরত হইয়া নীরব রহিল। নিকুঞ্জে শারিশুকও নিমীলিত লোচনে রোদন করিতে লাগিল। ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের রথের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের মধুপুর গমন দর্শনে বিরহব্যাকুলা হইয়া বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কোন গোপী রথচক্র ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পতিতা হইলেন। অশ্রুজলে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। গোপিকাদিগের নয়ন জলে ধরণী সিক্তা হইলেন। তাঁহাদের প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় বদন কমল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল, নয়নের কজ্জলরাগ ধৌত হইয়া গেল, অধরের তাম্বুলরাগ মলিন হইয়া গেল, প্রভাত কালের বিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন বেশে মুক্তকেশে শিথিলবাসে "হা নাথ হা গোবিন্দ আমাদের ত্যাগ করিয়া কোথা যাও"বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রজরাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ "সখে আমাদের রাখিয়া কোথা যাও" বলিয়া সজল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। পুত্রবৎসলা যশোদা নন্দরাজ, উপানন্দ এবং গোপগণ শ্রীহরির মথুরা গমন দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের করুণ রোদনে গাভীবৎস সকলও রোদন করিতে লাগিল, যতক্ষণ রথের পতাকা ও রথচক্রের ধূলি দর্শন হইতে লাগিল, গোপিকারা ধরণী লুণ্ঠিতা হইয়া ধূলি ধূসরিত কলেবরে হা কৃষ্ণ হা নাথ হা গোবিন্দ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদিগের ব্যাকুল ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া পুনরায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের নিকটে আগমন করতঃ সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ "আমি ত্বরায় আগমন করিব" বলিয়া নন্দরাজ উপানন্দ ও রাখালগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মধুপুর গমন জন্য রথে আরোহণ করিলেন; দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের রথ চক্ষুর অদৃশ্য হইল। গোপিকারা সজল নয়নে মথুরার পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। কোন গোপী বলিলেন, "সখি বিধাতা আমাদের প্রতি বড়ই নির্দ্দয়, কেননা আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীমাধবকে আমাদের হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণই ব্রজের চক্ষু ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমরা চক্ষুহীন হইলাম। কোন গোপী বলিলেন, সখি শ্রীহরির প্রেম বড়ই চঞ্চল, তাঁহার স্নেহ সৌহার্দ্দও ক্ষণিক, এই দেখ যাঁহার জন্য আমরা স্বামীপুত্র আত্মীয়-স্বজন গৃহ সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে জীবন যৌবন অর্পণ করিলাম, তিনিও কিনা আমাদের অনায়াসে ত্যাগ করিলেন। সখি আজ নিশ্চয়ই মধুপুর রমণীগণের সুপ্রভাত হইয়াছে, আজ তাহারা যোগীজন দুর্লভধনকে প্রাপ্ত হইয়া নয়নের সাফল্য করিবে। সেই মদনমোহনের অনুপম কান্তি দর্শনে মনপ্রাণ স্নিগ্ধ করিবে। সখি সেই ক্রূরহৃদয় অক্রূর আসিয়া আমাদের প্রাণপ্রিয়তম হরিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।" এইরূপ গোপিকারা নানারূপ বিলাপ পরিতাপ করতঃ শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণহীন ব্রজভূমি জনহীন শুষ্ক অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভগবান্ হরির এই অপূর্ব্ব লীলারস ভক্ত প্রাণে অমৃত বর্ষণ করুক।

ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক কংসবধ।

ভাগবতপ্রধান মহামতি অক্রূর রামকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যথাকালে মথুরানগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কংসরাজধানী মথুরানগরীর অনুপম শোভা দর্শনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীত হইলেন। দেখিলেন শত শত বিচিত্র হর্ম্ম্য নাট্যশালা মনোরম সৌধশ্রেণী ও বিপণীশালায় মথুরানগরী অপূর্ব্ব শোভাময় হইয়া রহিয়াছে, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন কংসরাজধানী যেন দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরীর ন্যায় ধরণীর যাবতীয় শোভাকে পরাস্ত করিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দেখিতে পাইলেন, অসুররাজ কংসের রজক রাজবস্ত্র লইয়া রাজভবন অভিমুখে গমন করিতেছে। ভগবান্ হরি অগ্রজ বলরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর্য্য! আমরা রাজসভা গমন করিব, কিন্তু রাজসভার উপযোগী বসন ত আমাদের নাই, ঐ দেখুন দৈত্যরাজ কংসের রজক রাজবস্ত্র লইয়া যাইতেছে; যদি ইচ্ছা করেন, উহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করি। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া বলরাম বলিলেন, ভ্রাতঃ তোমার কার্য্য কখনও অপূর্ণ থাকে না, তোমার ইচ্ছার গতি জগতে কে রোধ করিতে পারে; তুমি বস্ত্র প্রার্থনা কর নিশ্চয়ই তোমার বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন মধুর হাস্য করতঃ রজকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, ওহে রজক! এই বস্ত্রগুলি কোথায় লইয়া যাইতেছ? রাজসভার উপোযোগী কিছু বস্ত্র আমাদিগকে দান

করিয়া যাও, আমরা রাজসভায় গমন করিব। কিছু বস্ত্রদান করিলে আমরা পরম উপকৃত হই। তমোগুণের আধিক্যবশতঃ রজক অমিতপ্রভাব ভগবানকে চিনিতে পারিল না, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে তাচ্ছল্য ভাবে উপহাস করিয়া বলিল, ওহে গোপপুত্র, তোমাদের আমি ভালরূপ চিনি, তোমরা চিরদিনই গোচারণ করিয়া বেড়াও, তোমাদের এ রাজপরিচ্ছদে আশা কেন? রাখালের অঙ্গে কি রাজ-পরিচ্ছদ শোভা পায়? তুমি যেমন ব্যক্তি তোমার সেইরূপ বেশই ভাল। ভ্রমান্ধ মূর্খ রজক অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিখিল সংসারের আদিপুরুষ হরিকে অবজ্ঞাসূচকবাক্য বলিলে ভগবান্ হরি তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত চক্রদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন, এবং ঐ সকল উত্তম উত্তম রাজবস্ত্রগুলি পরিধান করিলেন ও অগ্রজ বলদেবকেও পরিধান করাইলেন এবং রাজবেশে অলঙ্কৃত হইয়া মদমত্ত বারণের ন্যায় কংসরাজসভাভিমুখে গমন করিতে বলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে কংসদাসী কুব্জা দৈত্যপতি কংসের জন্য চন্দন অনুলেপন লইয়া গমন করিতেছে, অনঙ্গমোহন ভগবান্ হরি কুব্জার প্রতি মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, সুন্দরী! কোথা যাইতেছ, আমাদের কিছু চন্দন দান করিয়া যাও। কুরূপা কুব্জ-পৃষ্ঠা কংসদাসী ভগবান্ হরির মধুর বাক্য শ্রবণে আনন্দিতা হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন অনুলেপন করিয়া দিলেন, ভগবান্ যদুনন্দন হরির স্পর্শে তৎক্ষণাৎ কুব্জার কুরূপতা দূর হইল, কুব্জা পরম সুন্দরী নবযৌবনসম্পন্না রমণীর ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে কৃতার্থ হইয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণি-

পাত করিয়া বলিলেন, প্রভু আমার বাসনা পূর্ণ করুন, আমি যেন আপনার দাসী হইয়া দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত চরণকমলের সেবা করিতে পারি। উত্তমশ্লোক ভগবান্ হরি মধুর হাস্যে কুব্জার প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি করতঃ তাহাকে আশ্বাসদান করিয়া কংসরাজের আলয়ে প্রবেশ করিলেন এবং রাজদ্বারে প্রবেশ করতঃ শত শত দ্বারপালগণকে সংহার করিয়া অমিত বিক্রমে মত্ত সিংহের ন্যায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অসুররাজ কংসও অমাত্যগণ সহ মল্লভূমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হস্তিপালকগণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র অতি ভীষণ দর্শন কুবলয়পীড় নামা মদমত্ত কুঞ্জর ভীমনিনাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল, অপরিসীম বলসম্পন্ন সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ ঐ মদমত্ত হস্তীর শুণ্ড ধারণ করতঃ অবলীলাক্রমে ভূতলে পাতিত করিলেন, চক্রদ্বারা তাহার গলদেশ দ্বিখণ্ড করিলেন। অসুররাজ কংস ও তাহার অমাত্যগণ ও তাহার অনুচরগণ শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া মহাকোলাহল করিতে লাগিল, হস্তীও ভীম গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব পাইল। পরে তিনি কংস অনুচর চানুর মুষ্টিকাদির প্রাণ সংহার করতঃ দুর্দ্দান্ত কংসাসুরের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভূমিতলে নিষ্পেষিত করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য বলবিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া দুষ্টাত্মা কংস ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন অমিতপ্রতাপ বাসুদেব হরি তাঁহার গলদেশধারণ করতঃ অবিলম্বে তাহার প্রাণসংহার করিলেন। কংসপক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে ঘোর হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

দুষ্টাত্মা কংসের বিনাশে দেবগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, এবং জয় জয় ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণিত হইল। অখিলনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসাসুরের প্রাণবধ করিয়া পিতা মাতার চরণদর্শনে গমন করিলেন।

——০——

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বসুদেব ও দেবকীর কারাবন্ধন মোচন।

দানববিজয়ী ভগবান্ হরি কংস বধ করিয়া অন্ধকারময় কংসের কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং দেখিলেন সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বক্ষে বৃহৎ পাষাণখণ্ড, পিতা বসুদেব ও জননী দেবকী ভূমে পতিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের নয়নজলে ধরাতল সিক্ত হইয়াছে। জনক জননীর দুরবস্থা দর্শনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাদের বন্ধন লৌহশৃঙ্খল মোচন করিয়া দিলেন। বসুদেব ও দেবকী তাঁহাকে দর্শন করিয়া হা কৃষ্ণ বলিয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। দয়াময় কমললোচন হরি স্বহস্তে পিতা মাতার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। এবং পিতা মাতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া স্বহস্তে কারাবন্ধন মুক্ত করিলেন। জনক জননীকে স্নানাদি করাইয়া দিব্যবস্ত্র ও গন্ধানুলেপনে ভূষিত করিয়া স্বভবনে আনয়ন করিলেন। এবং অসুররাজ কংসের রাজ্যে মাতামহ উগ্রসেনকে রাজপদে সংস্থাপন করিয়া মথুরায় নিজ রাজধানী স্থাপন করিলেন ও সাত্যকি অক্রূর প্রভৃতি যাদবগণ সহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মথুরার নাগরীকগণ ও রমণীগণ শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে পরমানন্দে মধুপুরে বাস করিতে লাগিলেন। যাদবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ, আজ তোমারি অপরিসীম বাহুবলে আমরা দুষ্টাত্মা কংসের হস্ত হইতে মুক্ত

হইলাম। তোমারি কৃপায় দুরাত্মা কংস নিহত হওয়ায় মথুরাপুরী নিষ্কণ্টক হইয়াছে। ভগবান্ কমললোচন যাদবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিনন্দিত ও বাক্যদ্বারা পূজিত হইয়া অতুল আনন্দলাভ করিলেন। পরে যথাকালে কংসদাসী কুব্জাকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া রাজান্তঃপুরে আনিয়া স্থাপন করিলেন। ঐ কুব্জাদাসী পূর্ব্বজন্মে বহু তপস্যাচরণ করিয়াছিল, এবং ভগবান্ হরির একান্ত অনুরক্তা ছিল। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত পদকমলের সেবা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। বসুদেব ও দেবকী শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া সকল সন্তাপ দূর করিলেন, বারম্বার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে তাঁহাদের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের সকল বেদনাই দূরীভূত হইল। কমললোচন হরি পিতা মাতাকে লইয়া আনন্দে মথুরানগরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে মথুরাপুরী নবীন শ্রীধারণ করিল।

—o—

নন্দবিদায়।

ভগবান্ হরি কংসবধ করিয়া মাতামহ উগ্রসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং নরপতিগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া বিদায় দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনরত্ন দান করিলেন এবং ব্রজবাসী গোপগণ যাঁহারা কংসের ধনুর্যজ্ঞ দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উত্তম ভোজ্য, বহুমূল্য বস্ত্র, আভরণ দানে পরিতুষ্ট করিলে গোপগণ ব্রজে গমন করিবার জন্য চঞ্চলচিত্ত হইলেন। গোপবর নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করতঃ সস্নেহে বলিলেন, "চল নীলমণি! এক্ষণে আমরা ব্রজে গমন করি, কএকদিবস অতীত হইল, ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়াছ, যশোমতী তোমার আগমন পথ চাহিয়া আছেন, চল বৎস, ত্বরায় গৃহে চল, বৃন্দাবন তোমার অভাবে অন্ধকারময় হইয়া আছে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই বৃন্দাবন গমনের উদ্যোগ কর।" ব্রজরাজ নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণ উভয়ে বলিলেন, হে পিতা, তোমার চরণে কিছু নিবেদন করি, শ্রবণ কর। তুমি এবং যশোমতী মাতা আমায় বহুকষ্টে লালনপালন করিয়াছ। যিনি স্নেহেরদ্বারা পালন করেন তিনি পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়েন। জন্মাবধি তোমাদের স্নেহেই আমি পালিত হইয়াছি, হে তাত, তোমাদের ঋণে আমি চিরবদ্ধ জানিবে। আমার কথায় তুমি কাতর হইও না; তুমি গোপগণ সহ বৃন্দাবনে গমন কর, যে কারণে আমি এক্ষণে মধুপুরে কিছুদিন বাস করিব তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমার মাতামহ উগ্রসেনাদি সকলেই বন্ধুবর্গের

শোকে বিহ্বল আছেন। আমি কিছুদিন এ স্থানে বাস করিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনাদান করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিব। তুমি সানন্দ মনে আমায় এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর, আমি চিরদিনই তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি, বৃন্দাবনে আমার চিত্ত নিয়তই বাস করিতেছে। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৃন্দাবন ছাড়া নই, তুমি ব্রজে গমন করতঃ মাতা যশোমতী ও ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা দান করিও, কেহ যেন আমার প্রতি রুষ্ট না হয়েন; এবং যেন আমার জন্য রোদন না করেন, হে তাত, তুমিও দুঃখিত হইও না। কিছুদিন কার্য্য উপলক্ষে আমায় মধুপুরে বাস করিতে হইবে। তুমি গোপগণ সহ আনন্দে গৃহে গমন কর, আমি কিছু দিনান্তে তোমার নিকট যাইব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ মাত্র সবিস্ময়-হৃদয়ে নন্দরাজ রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন ও কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কি আমার মন জানিবার জন্য আমায় ছলনা করিতেছ? তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র ব্রজে চল, তুমি আমার এবং যশোমতী ও ব্রজবাসীগণের জীবনস্বরূপ; হে গোপাল! অকারণ আর আমায় যন্ত্রণা দিও না, আমার সহিত ত্বরাগতি গৃহে চল, তোমাবিনা এক মুহূর্ত্ত আমরা জীবনধারণ করিতে পারি না, হে গোপাল, তোমার অদর্শনে ব্রজ-রাখালগণ কেহই প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না এবং তোমার স্নেহময়ী জননী যশোদা ক্ষীর, সর, নবনী লইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষায় পথে বসিয়া আছেন, তোমার অদর্শনে নিশ্চয়ই প্রাণ-ত্যাগ করিবেন ও ধেনুবৎসগণ তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবে।

গোপিকাগণ তোমার অদর্শনে জীবন বিসর্জ্জন করিবে, হে কৃষ্ণ! বারম্বার এই কঠোর বাক্য বলিয়া আমায় যন্ত্রণা দিও না।

এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রজরাজ নন্দ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, হে তাত, আর বৃথা রোদন করিও না, আমার কথায় বিশ্বাস কর। হে গোপবর এই জগৎ সংসার সমস্ত মায়াময় অনিত্য বলিয়া জানিবে, ভ্রান্তি-বশতঃই দেহে আমিত্ব বোধ করিয়া জীব অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু দেহের বিনাশ হইলে পার্থিব সকল বন্ধনই বিচ্যুত হয়। এই জগতে সকল প্রাণীই মায়ামোহিত হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই জগৎ মায়াবিরচিত জানিয়া অকারণ কেন শোকমুগ্ধ হইতেছ। হে ব্রজরাজ! আমি তোমায় দিব্য জ্ঞানযোগ প্রদান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর, এই বিশাল বিশ্ব সংসারে তুমি ও আমি কিছুই নাই, পুত্র কন্যা দারা ইত্যাদি উপাধি লইয়া পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া থাকে, বাস্তবিক কেহ কাহারও নহে। হে গোপপতি, তুমি স্থির চিত্তে বিবেচনা কর, এ অনিত্য সংসারে বৃথা অহংজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া শোকে কেন কাতর হইতেছ? ভগবান্ হরি গোপরাজ নন্দকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বুঝাইলেও নন্দ কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না, তিনি রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিবেন, হে কৃষ্ণ! এমন নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছ? হে গোপাল, তুমি ব্রজে গমন না করিলে যশোমতী নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইবেন, তুমি মাতৃবধের পাপভাগী হইবে, হে কৃষ্ণ,

আমি তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া ব্রজে বাস করিব, কে আর ধেনুপাল লইয়া আমার গোচারণ করিবে, প্রাতঃকালে কে তোমায় ক্ষীর সর নবনী খাওয়াইবে? তখন বাসুদেব বলিলেন, হে তাত, যেমন নিশাকালে সমস্ত পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং প্রভাতকালে সকলেই দিকে দিকে গমন করে, মানব-পরিবারগণও সেই মত স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া ভোগান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে, অতএব হে পিতা, মিথ্যা মায়ার বদ্ধ হইয়া কাতর হইও না, জ্ঞানীজন কখনও শোকমোহে কাতর হয়েন না। যিনি আমার ভক্ত তিনি সর্ব্বদা আমাতেই বদ্ধচিত্ত হয়েন, ইষ্ট বা অনিষ্ট, প্রিয় বা অপ্রিয়, পাইয়া তিনি কদাচই বিচলিত হয়েন না, আমাকেই একমাত্র জগতের ঈশ্বর জানিয়া আমারি পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে তাত, আমা হইতেই এই বিশ্ব সংসার সমুদ্ভূত হইয়াছে। আমার আজ্ঞায় বায়ু বহমান হইয়া থাকেন, দিবাকর আমার আজ্ঞায় কিরণ দান করিয়া থাকেন। আমার নিয়মেই নিশাকর মধুর কিরণে জগৎকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকেন, আমার নিয়ম অনুসারে যথাকালে মেঘগণ বারিবর্ষণ করে, এবং অগ্নি দাহিকা শক্তি ধারণ করেন এবং আমার অনুজ্ঞায় কাল প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকেন, আমি এই চরাচর বিশ্বের মূল কারণ বলিয়া জানিও। সপ্ত স্বর্গ ও রসাতল আমাতেই স্থিত জানিবে। হে তাত, আমি তোমায় দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলাম এক্ষণে ব্রজধামে প্রত্যাগমন কর। তুমি সর্ব্বদা আমার ভজনা করিবে, আমার নাম জপ করিবে এবং আমার লীলাগুণ কীর্ত্তন

করিবে—ইহাতেই আমার পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। হে গোপ-পতি, আমি তোমার পুত্র নহি, আমি তোমার প্রভু, বিশ্বের ঈশ্বর জানিবে। তথাপি নন্দরাজ ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি বিনা ব্রজবালকগণের সহ কে আর বনে বনে গোচারণ করিবে। হে হরি আর আমার মনে ব্যথা দিওনা চল বৃন্দাবন গমন করি। নন্দের আকুল ক্রন্দনে গোপগণ সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ্ করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন হে দামোদর আমরা অনুনয় করিতেছি ব্রজ গমন কর, নচেৎ তোমার বিরহে সকলেই প্রাণবিসর্জ্জন করিব। ভগবান্ হরি তখন স্নেহার্দ্র হৃদয়ে শ্রীদামের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন সখে! রোদন ত্যাগ কর আমি এক্ষণে গুরুতর কার্য্যবশতঃ বৃন্দাবন গমন করিতে পারিলাম না; তোমরা সহর্ষ-চিত্তে বৃন্দাবনে গমন কর, সমস্ত ব্রজবাসিগণকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ দিও এবং জননী যশোদার পদে আমার প্রণতি জানাইও। হে সখে আমি চিরদিনই তোমাদের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিতেছি ও করিব। শ্রীহরির সান্ত্বনা বচন শ্রবণে নন্দরাজ আরও শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, ভগবান্ বাসুদেব নন্দরাজের কাতর ক্রন্দনে বিগলিতহৃদয় হইয়া বলিলেন পিতা শোক দূর কর এ সংসারে কেহ মাতা কেহ পুত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র কিন্তু বাস্তবিক কেহ কাহারও মাতা, পিতা কিম্বা পুত্র নহে। ইহা কেবল ভগবানের লীলামাত্র, তিনি জীবগণকে মোহে আবদ্ধ করিয়া নানা লীলা করিয়া থাকেন মাত্র। হে তাত, এ সংসারে

কেহই কাহারও নহে ইহা নিশ্চয় জানিবে। পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দরাজ দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ ব্রজ-বালকগণ সহ বৃন্দাবন গমন করিলেন।

—o—
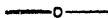
জরাসন্ধের মথুরা অবরোধ।

মহাবীর কংস ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার পত্নীদ্বয় স্বীয় পিতা জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে তাঁহারা বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সবিস্তারে পিতৃসন্নিধানে নিবেদন করিলেন। কন্যাদ্বয়ের বৈধব্যদশা দর্শন করিয়া ও তাহাদের করুণক্রন্দন শ্রবণে জরাসন্ধ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া, ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে নিজ শত্রু শ্রীকৃষ্ণের বধোদ্দেশে গমন করিলেন এবং প্রভূত সৈন্যবলদ্বারা মথুরাপুরী অবরোধ করিলেন, জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরানগরী অবরুদ্ধ হওয়াতে নগরবাসিগণ মহাকষ্টে পতিত হইয়া কেহই নগর হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না, খাদ্যাভাবে ও জলাভাবে নগরবাসিগণ ব্যাকুল হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া এই বিষয় নিবেদন করিলে অরাতিনিসূদন ভগবান্ হরি সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে রথসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। সারথি অতি বিচিত্র স্বর্ণকিঙ্কিণীজাল-জড়িত সুন্দর ধ্বজপতাকা বিশিষ্ট দিব্য গরুড়ধ্বজ রথ আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন করিল। ভগবান্ বাসুদেব বিবিধ অস্ত্র প্রহরণ সঙ্গে লইয়া ও অগ্রজ বলদেবকে সঙ্গে লইয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সহিত যদুবংশীয় বহু বীরগণ গমন করিলেন। হয় হস্তী পদাতিক ও সৈন্যদলও গমন করিল। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্রেই মহাক্রোধে তাঁহাকে শরজালে আচ্ছন্ন করিল এবং নানা অস্ত্র প্রহরণে তাঁহার

দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। অমিতবিক্রম ভগবান্ হরি জলদ নিস্বনে পাঞ্চজন্য শঙ্খনির্ঘোষ করত শার্ঙ্গ ধনুদ্বারা জরাসন্ধের সমস্ত অস্ত্র ছেদন করিলেন। অমিতপ্রতাপ রোহিণীনন্দনও জরাসন্ধের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করণানন্তর তাহাদের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর বলদেব কর্ত্তৃক মগধরাজ্যের সৈন্য অল্প-সময়ের মধ্যেই ছিন্নহস্ত ছিন্নপাদ ও ছিন্নগ্রীব হইয়া রণভূমে শায়িত হইতে লাগিল। মহামতি বলদেব ভীষণ গদাপ্রহারে জরাসন্ধের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এইরূপ সপ্ততি দিবস দিবারাত্রি মগধ-রাজ জরাসন্ধের সহ শ্রীকৃষ্ণের তুমুল রণ হইল। মগধের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইলে তিনি হতাবশেষ সেনা লইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। ভগবান্ হরি যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন।

জরাসন্ধের সহ সংগ্রামের পরেই আবার মহাবল কালযবন কর্ত্তৃক পুনরায় মথুরা আক্রান্ত হইল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে যদুবংশীয় সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে কোন নিরাপদস্থানে অগ্রে রক্ষা করিয়া দুষ্ট কালযবনবধে যাত্রা করাই শ্রেয়ঃ। এক দিকে কালযবন অন্য দিকে জরাসন্ধ এই মহাপরাক্রমশালী দুই শত্রু উপস্থিত; এই দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে অগ্রে আত্মীয়জনকে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করি-লেন। ভগবান্ হরির স্মরণ মাত্র দেবশিল্পী আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণতি করিয়া বলিল "প্রভু আমার উপর কি আজ্ঞা হয়?" ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সমুদ্র মধ্যে আমার বাসোপযোগী পুরী অনতি-কাল মধ্যেই প্রস্তুত কর। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা তৎক্ষণাৎ সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ হরি তাঁহাকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বাদশ যোজন আয়ত দ্বারকা নামক স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। দেবশিল্পী ভগবান্ শ্রীহরির আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র মধ্যে দ্বারাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, সেই পুরী অতি রমণীয়; বিশিষ্ট পুষ্পোদ্যান সমূহ বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষে সমলঙ্কৃত। নির্ম্মল স্বচ্ছ সরোবরগুলি বিকসিত কমল ও জলজ পুষ্পে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছিল এবং হংস চক্রবাক সকল তাহাতে সুখে সন্তরণ দিতেছিল। ঐ সুরম্য দ্বারকাপুরী রজতময় প্রাসাদে ও তাহার স্ফাটিক স্তম্ভসকল মহামরকত মণি দ্বারা দীপ্তিমান এবং গৃহ সকল বৈদূর্য্য মণিনির্ম্মিত; ইন্দ্রনীল মণিময় গৃহভিত্তি সকল, এবং মুক্তাদাম শোভিত বিতানে স্বর্গপুর অপেক্ষা রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রসাদ মধ্যে বহুসংখ্যক রত্নদীপ প্রজ্বলিত, অগুরুচন্দন ও ধূপ ধূমে গৃহসকল সুরভিত হইয়াছিল। এবং রমণীয় রাজপথ, অন্নশালা, অশ্বশালা, দেবালয়, সমূহে অলঙ্কৃত ছিল। ভগবান্ শ্রীহরি বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত সুন্দর পুরী দর্শনে প্রীত হইয়া সমস্ত আত্মীয় বন্ধুগণ সহ প্রচ্ছন্নভাবে ঐ দ্বারাবতী পুরীতে গমন করিলেন। এবং আত্মীয় পরিজনগণকে ও যাদবগণকে তথায় স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বলদেবকে বলিলেন তুমি মথুরায় রাজ্যপালন কর, আমি কালযবন বধে গমন করিব, এইরূপ মনন করিয়া শত্রু-মর্দ্দন হরি বলদেবের

অনুমতিক্রমে কালযবন বধে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিধানে পীতাম্বর, গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা ও কর্ণে কুণ্ডল দোদুল্যমান, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, এবং বক্ষে মহাপ্রভাময় কৌস্তুভমণি এবং শ্রীবৎসচিহ্ন অলঙ্কৃত, মস্তকে মণিময় কিরীট ধারণ করিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইলেন। কালযবন ভগবান্ হরিকে দর্শন মাত্র ইনিই নিশ্চয় ভগবান্ বাসুদেব, এক্ষণে নিরস্ত্র হইয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন,এই সময় আক্রমণের উপযুক্ত অবসর দেখিতেছি; মনে মনে এই সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী হরিও তাহাকে বহুদুর লইয়া গিয়া পদে পদে আপনাকে প্রদর্শন করাইতে করাইতে ছলনা পূর্ব্বক গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন, ঐ কালযবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিরিগহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিল। কালযবন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেসঙ্গে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন না, কেননা তখনও তাহার কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন, কালযবনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া শ্রীহরিকে উদ্দেশ করতঃ বলিতে লাগিলেন, ওহে বীর যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার পলায়ন করা উচিত নহে। অমিতবিক্রম ভগবান্ হরি গিরিমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক মহাতেজঃপুঞ্জ পুরুষ নিদ্রায় শয়ন করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করিলেন। দুষ্ট কালযবন দেখিল সম্মুখে এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন, নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ আমায় প্রতারণা পূর্ব্বক এত দূরদেশে আনয়ন করিয়া কপট নিদ্রায় মগ্ন

রহিয়াছেন এই ভাবিয়া মূঢ় কালযবন ঐ যোগনিদ্রামগ্ন পুরুষের বক্ষে সবলে পদাঘাত করিলেন, হঠাৎ ঐ পুরুষ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া সম্মুখেই কালযবন দর্শন করিলেন এবং দর্শন মাত্রেই তাঁহার দেহ-হইতে প্রচণ্ড অনল উত্থিত হইয়া ঐ কালযবনকে ভস্মীভূত করিল। এই পুরুষ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। ইনি পরম বীর্য্যবান ও তপঃপরায়ণ। একদা দেবগণ যজ্ঞ-বিঘ্নকারী অসুরগণের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া মহারাজা মুচুকুন্দের শরণাগত হওয়ায় মুচুকুন্দ ঐ সকল অসুরগণের বিনাশ সাধনে দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ করিয়া অসুরগণকে সংহার করতঃ দেবগণের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া শ্রম অপনোদন মানসে কিছুকাল নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং যে কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে সেই কৃতান্তভবনে গমন করিবে ইহাই স্থির ছিল। কালযবন মুচুকুন্দ রাজার নিদ্রাভঙ্গ করায় কৃতান্তভবনে গমন করিবে জানিয়াই ভগবান্ হরি তাহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়া-ছিলেন। এবং কালযবন ভস্মীভূত হইলে তিনি মুচুকুন্দ রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ভগবান্ হরির নবজলধর-শ্যাম দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে রাজা মুচুকুন্দ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।

হে মহাভাগ! আপনি কে? কি জন্য এই কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম গিরিগহ্বরে প্রফুল্ল পদকমল যুগল দ্বারা ভ্রমণ করিতেছেন? আপনি ভগবান্ বিভাবসু কি ব্রহ্মা কি মহেন্দ্র কিম্বা ভগবান্ বিষ্ণুই হইবেন, কেননা আপনার দিব্যপ্রভায় এই গুহার অন্ধকার

সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কৃপা করিয়া আপনার জন্ম কর্ম্ম ও গোত্র বলুন। আমি মান্ধাতার পুত্র, আমি বহুদিন এই গুহায় নিদ্রামগ্ন রহিয়াছি, কে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল? এবং আপনিই বা কে বলুন, আপনার দুর্ব্বিষহ তেজরশ্মিতে আমার তেজের হ্রাস হইয়াছে। ভগবান্ হরি মৃদু মধুর হাস্যদ্বারা রাজা মুচুকুন্দকে বলিলেন, আমি যদুবংশে জাত বাসুদেব নামে খ্যাত। কাল-যবনের বধ বাসনায় তোমার স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তুমি বরপ্রার্থনা কর। রাজা মুচুকুন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তি-গদগদ চিত্তে তাঁহার পদে বারম্বার প্রণত হইলেন এবং করযোড়ে বলিলেন, হে দেবেশ! আপনি পুরুষ এবং প্রকৃতি, আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া জীব আপনাকে চিনিতে পারে না এবং আপনার অতুল বিক্রম চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারে না। হে প্রভু, এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া জীব দেহে আত্মবুদ্ধি দ্বারা বিষয়মায়া-ছলনে স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতির মায়ায় আসক্ত হইয়া থাকে এবং ধনৈশ্বর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া থাকে। হে পরমাত্মন্! সংসারে আমি অনেক দিন কর্ম্মবন্ধে পীড়িত হইয়াছি। দীর্ঘকাল সেই সকল বাসনার মোহবন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া আপনার চরণসেবায় বঞ্চিত রহিয়াছি। হে ভগবন্! হে শরণাগত-রক্ষক! স্ত্রী পুত্র রাজ্য ঐশ্বর্য্য দাসদাসী প্রভৃতি ভোগ্যবিষয় ভোগে আমি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়া অনিত্য জগৎকে নিত্য স্বরূপ মনে করিয়া বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হইয়াছি।

হে হরে! আপনি আমার এই নিদারুণ সংসারাসক্তি মোচন করুন। ভগবান্ হরি মুচুকুন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে নরনাথ! তোমার অসীম ভক্তিবলে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সংসারে পর্য্যটন কর। আর আমাতে তোমার এরূপ দৃঢ়ভক্তি সর্ব্বদা অবস্থান করুক। তোমার সংসারাসক্তি ও মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনে যে পাপ জন্মিয়াছে, এক্ষণে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আমাতে নিবদ্ধচিত্ত হইয়া সমস্ত পাপের অপনোদন কর। পরজন্মে তুমি সর্ব্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে জন্মলাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

মহামতি মুচুকুন্দ ভগবান্ হরির অমৃত তুল্য মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া বারম্বার লুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহার পদে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

—০—

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ।

বিদর্ভদেশে ভীষ্মক নামে এক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রুক্ম রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতি চারিটি পুত্র এবং অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী রুক্মিণী নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কালক্রমে ঐ রূপগুণশালিনী ললিতলাবণ্যময়ী ভীষ্মকরাজনন্দিনী রুক্মিণী প্রাপ্ত যৌবনা হইলে নরপতি ভীষ্মক বাসুদেবকে কন্যা দানের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু রুক্মিণীসহোদর রুক্মিরাজ কোন মতেই যদুপতি বাসুদেবকে ভগিনীদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি দামঘোষপুত্র শিশুপালের হস্তেই ভগিনী দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চারুহাসিনী কিশোরী উদ্ভিন্ন যৌবনা রুক্মিণী লোকমুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়া তাঁহাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রুক্মিণী-অগ্রজ রুক্মিণীর বিবাহ শিশুপালের সহ দিবার জন্য দৃঢ় পণ করিলেন। এজন্য শিশুপালের সহ রুক্মিণীর বিবাহ একপ্রকার স্থির হইল। কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মরীর ইচ্ছানুসারে রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। কুমারী রুক্মিণী মনে মনে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া সুদেব নামে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দাসী দ্বারা আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে স্বীয় মনোগত ভাব সম্বলিত এক খানি লিপি লিখিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং দ্বিজবর সুদেবের পদে প্রণতা হইয়া বারবার তাঁহাকে দ্বারকা গমনে অনুনয় করিলেন। রাজকুমারী রুক্মিণীর নিকট সুদেব ব্রাহ্মণ

দ্বারকাগমনে অঙ্গীকার করিলেন। রাজনন্দিনী তাঁহাকে ত্বরা গমন করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে যথাকালে দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইলেন, এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রাজকুমারী রুক্মিণীর পত্রখানি প্রদান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে বহুদূর হইতে আগত ও পরিশ্রান্ত দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে সাদরে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করাইলেন এবং যথাবিধি অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার স্বাগত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রান্তি দূর করিলেন এবং স্বহস্তে ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া নানাবিধ রসনাপরিতৃপ্তিকর ভোজ্য বস্তু দ্বারা তাঁহাকে আহার করাইলেন এবং মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে দ্বিজ! সত্বর আপনি বিদর্ভে গমন করুন, আমি অদ্যই বিদর্ভে গমন করিয়া রাজকুমারী রুক্মিণীর অভীষ্ট পূর্ণ করিব" এইরূপ বাক্য বলিয়া বহু ধনরত্নদান দ্বারা দ্বিজবরকে পরিতোষ পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন তিনি সারথি দারুককে অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিতে বলিলেন, এবং উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুদিব্য বেশ ধারণ করত রথে আরূঢ় হইয়া কুণ্ডিন নগর যাত্রা করিলেন। পুত্রস্নেহবাধ্য রাজা ভীষ্মক শিশুপালের হস্তেই কন্যা দিবেন স্থির করিলেন এবং বিবাহোচিত দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। নগর, রাজপথ, বিপণী সকল আলোকমালায় সজ্জিত এবং প্রতিসৌধচূড়া বিচিত্র পতাকাদ্বারা সুশোভিত এবং নগরের তোরণ সকল পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত করাইলেন। বিবাহোৎসব অনুযায়ী শঙ্খ তুরী ভেরী নহোবত মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি সকল

বাদ্য বাজিতে লাগিল। নগরের স্ত্রী পুরুষগণ সুন্দর সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে উৎসব করিতে লাগিলেন, এবং নট নটী নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ গীত বাদ্য দ্বারা নগর মুখরিত করিয়া তুলিল। রাজা ভীষ্মক যথাবিধি দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা ভোজন করাইতে লাগিলেন। রাজগৃহে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এ দিকে চেদীরাজও স্বীয় পুত্র শিশুপালের বিবাহ মহোৎসবে মগ্ন হইলেন। বরপক্ষীয় জরাসন্ধ আদি বহু বলবান রাজগণ তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিলেন, যদি কেহ বলপূর্ব্বক এই কন্যা হরণ করিতে চেষ্টা করে, আমরা তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। চেদীরাজ হয় হস্তী অশ্ব পদাতিক তুরী ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে অসংখ্য রাজাগণ সহ বিদর্ভে গমন করিলেন। রাজা ভীষ্মক তাঁহাদের সমুচিত সংবর্দ্ধনা করত স্বকীয় নগরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। শিশুপাল যাহাতে ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীকে লাভ করিতে পারে তাহার জন্য সকলেই সচেষ্ট রহিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি কন্যা হরণ করিতে প্রয়াস করেন তবে সমবেত রাজগণ সকলে একপক্ষ হইয়া তাঁহার সহ সংগ্রাম করিবেন, এই ভাবিয়া সকলে প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন। অন্তঃপুরে বৈদর্ভ-নন্দিনী রুক্মিণীকে তাঁহার সখীগণ বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিতা করিতে লাগিলেন। কোন সখী সুরভি তৈলদ্বারা তাঁহার কেশ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। কেহ বা সুবাসিত জলে তাঁহার অঙ্গ

মার্জ্জন করিয়া দিলেন, কেহ বা তাঁহার কুসুম-সুকুমার অঙ্গে রত্নাভরণ পরাইয়া দিলেন, কেহ বা তাঁহার নীল ইন্দীবর তুল্য আয়ত নেত্রদ্বয়ে কজ্জল শোভিত করিয়া দিলেন। কেহ বা রোচনাদি দিয়া তাঁহার অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং বিবাহ কালীন সুন্দর পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া পদতলে স্বর্ণ নূপুর পরাইয়া দিলেন, কিন্তু এই সকল বেশভূষায় রুক্মিণীদেবী কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি বিমর্ষবদনে সজল নয়নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ও মনে ভাবিতে লাগিলেন যে কমললোচন হরি কি আমায় গ্রহণ করিবেন না, আমি কি তাঁহার চরণে কোন অপরাধ করিলাম, তাই আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। রুক্মিণী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত কালে তাঁহার প্রেরিত ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং রাজকুমারীকে বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র ভীষ্মকদুহিতা আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগলে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দ্বিজবরকে বারম্বার প্রণাম করত ধনরত্ন দান করিয়া বিদায় করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ এবং রুক্মিণীর মাতৃগণও সখীগণ সমভিব্যাহারে বহু বাদ্যাদি সঙ্গে রক্ষীগণ সহ রুক্মিণী ভবানী মন্দিরে গমন করিলেন এবং কুলদেবতা ভবানীদেবীর যথা-রীতি পূজা অর্চ্চনা করিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন বলিয়া মনে মনে বর প্রার্থনা করিলেন। পুরস্ত্রীগণ দেবীর নির্ম্মাল্য বা আশীর্ব্বাদ লইয়া রুক্মিণীর হস্তে প্রদান করিলে

তিনি সখীর কর গ্রহণ করিয়া সহাস্য বদনে ভবানীমন্দির হইতে নির্গত হইয়া গৃহাভিমুখীন হইলেন। সমস্ত যোদ্ধৃবর্গ ও রক্ষীগণে বেষ্টিতা হইয়া সখীগণ মধ্যে শারদীয় পূর্ণচন্দ্রকলার ন্যায় রুক্মিণী লজ্জাবনত বদনে মৃদু মন্থর গমনে চলিতে লাগিলেন। রাজাগণ রুক্মিণীর অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করতঃ অনিমেষ লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সুকুমারী রাজকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইল। রাজকুমারী রুক্মিণীর রাজহংসী নিন্দিত গমনে তাঁহার চরণের মণিময় নূপুর মুখরিত হইয়া উঠিল। কটীতটে স্বর্ণ মেখলা থাকায় তাহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। তিনি লাবণ্যললিত ভঙ্গীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। রুক্মিণী যেমন রথের নিকটস্থ হইয়া সখীগণ সহ রথে আরোহণ করিবেন অমনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্য করিয়া (স্বীয় গরুড়ধ্বজ রথে) রুক্মীণীর হস্তধারণ পূর্ব্বক তুলিয়া লইলেন। সমস্ত রক্ষীদল ও যোদ্ধ বর্গের মধ্য হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মী দেবীকে হরণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে রথ চালন করিলেন। সমবেত মহাবীর রাজ-গণের মধ্যে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। অমোঘবীর্য্য শ্রীবাসুদেব যুদ্ধে সমস্ত রাজাগণকে জয় করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। কিন্তু জরাসন্ধ ও শল্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গ তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন এবং রুক্মিণী দেবীর সহোদর রুক্মী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ চালনা করিতে লাগিলেন। অমিতপ্রতাপ ভগবান্ তখন রাজগণের সহ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন, এবং রুক্মীর রথ অশ্ব সারথি সৈন্য সর্ব বিনষ্ট করিয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। অরাতিনিসূদন কৃষ্ণের যুদ্ধবিক্রম দর্শনে সমস্ত রাজগণ পলায়ন করিল। এই বিষম সমর দর্শনে রুক্মিণী দেবী সহোদর রুক্মীর অমঙ্গল আশঙ্কায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া রুক্মীকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং রুক্মিণীদেবীর সহ সুরম্য দ্বারকাপুরে উপস্থিত হইলেন। পুরবাসিনীগণ মঙ্গল শঙ্খধ্বনি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের জয় গান গাহিতে লাগিলেন, এবং দ্বারে দ্বারে পূর্ণকুম্ভ কদলিবৃক্ষ স্থাপিত হইল। সমস্ত দ্বারকাপুরী আলোকমালায় সজ্জিত হইল, এবং সমস্ত নগর নৃত্যগীতবাদ্য মহোৎসবে পূর্ণ হইল। ভগবান্ হরি যথানিয়মে রুক্মিণীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। যাদবগণ সকলে মহানন্দে পান ভোজন আনন্দে দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিল।

—o—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তকমণি প্রাপ্তি।

একদা মহারাজ সত্রাজিত সূর্য্যদত্ত স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতীতে আগমন করিলেন। রাজা সত্রাজিত ভগবান্ সূর্য্যের প্রিয় সখা ছিলেন, সূর্য্যদেব কৃপা করিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতিবিশিষ্ট স্যমন্তকমণি রাজা সত্রাজিতকে প্রদান করিয়া ছিলেন। সত্রাজিত নরপতি দ্বারকায় আগমন করিলে তাঁহাকে সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন অবলোকন করিয়া পুরবাসিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন যে বোধ হয় ভগবান্ দিবাকর আপনার সাক্ষাৎ বাসনায় দ্বারকায় আগমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে তোমরা জাননা, বোধ হয় রাজা সত্রাজিত আসিয়াছেন এই বলিয়া ভগবান্ হরি স্বয়ং রাজা সত্রাজিতকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দিব্যাসনে উপবেশন করাইলেন। সত্রাজিত নরপতি পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা সত্যভামাকে স্যমন্তকমণি সহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে বিনয় সহকারে সমর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে কমললোচন, আমার শত সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আপনার চরণে আমার সর্ব্বগুণসম্পন্না একমাত্র কন্যা সত্যভামাকে সমর্পণ করিলাম আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। লজ্জিত অপরাধী সত্রাজিত এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীহরিকে সত্যভামা কন্যা ও সূর্য্যদত্ত ঐ মণি দান করিলেন। ঐ স্যমন্তক মণি মহাগুণশালী ছিল। প্রতিদিন ঐ মণি হইতে অষ্টভার সুবর্ণ উৎপন্ন হইত। ভগবান্ হরি এক

সময় ঐ মণি রাজা সত্রাজিতের নিকট প্রার্থনা করেন কিন্তু ধনলুব্ধ রাজা সত্রাজিত শ্রীকৃষ্ণকে মণি প্রদান না করিয়া এ মণি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনকে দান করেন, নরপতি প্রসেন এ মণি স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করত মৃগয়াগমন করেন, মৃগয়ায় এক মহাবল সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া ঐ মণি গ্রহণোদ্যত হইলে ভল্লুকরাজ জাম্ববান সিংহের সহ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ঐ মণি লাভ করতঃ স্বীয় পর্ব্বতগুহা মধ্যে লইয়া গিয়া পুত্রের ক্রীড়ার্থ তাহাকে প্রদান করেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনকে বধ করিয়া ঐ মণি অপহরণ করিয়াছেন, ইহাই সর্ব্বজনবিদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় অপবাদ মোচনার্থে ঐ জাম্ববানের গহ্বর মধ্যে গিয়া তাঁহার শিশু পুত্রের নিকট মণি গ্রহণ করেন। ভল্লুকরাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং ঐ মণি সহ জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কমললোচন হরি জাম্ববতীকে বিবাহ করিয়া স্বীয় নগরে দ্বারাবতীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক ঐ মণি সত্রাজিত নরপতিকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সত্রাজিত নৃপতি এ মণি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে স্বীয় অপরাধ স্মরণ করতঃ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি মূঢ় এই সামান্য মণির জন্য ভগবান্ অচ্যুতকে অপবাদ দিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে স্বীয় অপরাধ মোচন করিব। অতএব আমার পরম লাবণ্যবতী কন্যা সত্যভামাকে তাঁহার হস্তে দান করিয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, এইরূপ মনন করিয়া রাজা সত্রাজিত মণি সহ স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের

হস্তে অর্পণ করিলেন। ভগবান হরি প্রসন্ন হইয়া লোকললামভূতা সত্যভামাকে বিবাহ করিলেন। সত্যভামার অসামান্যরূপে ও অপরিসীম গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাতে অতিশয় প্রীতিসম্পন্ন হইলেন, কথিত আছে যে সকল মহিষী অপেক্ষা সত্যভামা তাঁহার অতিশয় প্রিয়তমা ও আদরিণী ছিলেন। মানময়ী সত্যভামা রূপে ও গুণে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বথা যোগ্যা পত্নী হইয়াছিলেন।

———o———
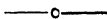
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমন।

একদা ভগবান্ হরি পাণ্ডবদিগকে দেখিবার অভিলাষে সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীরগণের সমভিব্যাহারে স্ব ইচ্ছায় ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপনীত হইলেন। অকস্মাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে পাণ্ডবগণ মহাহৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ এককালে সকলে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহার নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে রত্নাসনে উপবেশন করাইলেন। নকুল সহদেব একে একে সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিলেন। অরাতিনিসূদন হরিও যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে প্রণাম করিয়া অর্জ্জুনকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করিলেন। ভগবান্ শ্রীহরির স্পর্শে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা বিগতপাপ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমানুরাগপূর্ণ বদন দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের নবপরিণীতা পত্নী কৃষ্ণা সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিলেন। যদুনাথ হরি তাঁহাকে সুমধুর হাস্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তিনি পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর নিকট গমন করিলেন। কুন্তী বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহার্দ্রহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বন্ধু বান্ধব কুটুম্বদিগের কুশল পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন

এবং পূর্ব্বকৃত সমস্ত দুঃখ বর্ণন করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি যে মুহূর্ত্তে আমার নিকটে আসিয়াছ সেই মুহূর্ত্তেই আমরা সনাথ হইয়াছি। তুমি বিশ্বের পিতা ও প্রতিপালক, তোমার নিকট উচ্চ নীচ নাই, তথাপি তোমায় যে নিরন্তর স্মরণ করে, তাহার ক্লেশ তুমি অবশ্যই দূর করিয়া থাক। আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছিলাম যে তুমি যোগেন্দ্রবাঞ্ছিত দুর্লভ ধন হইয়াও আমাদের দর্শন দিতে আসিয়াছ।" ভগবান্ হরি কুন্তীর স্নেহপূর্ণ বাক্যে আনন্দিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। এবং বহু সমাদরে বর্ষা কয় মাস তথায় অতিবাহিত করিলেন। একদা মহারথী অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া কপিধ্বজরথে আরোহণ পূর্ব্বক শ্বাপদপূর্ণ বিজন অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন; এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহু পশু বধ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ঐ সকল পশু প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া দুইজনে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন এক পরমা সুন্দরী কন্যা যমুনাতীরে বিচরণ করিতেছে। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন সেই কন্যাকে বলিলেন, "হে শুভে, তুমি কে, কাহার কন্যা, কি কারণ এই নির্জ্জন যমুনাতীরে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ, আমায় বল।" মহারথ অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া সেই কন্যা সলজ্জ বদনে বলিলেন, "আমি সূর্য্যের কন্যা, আমার নাম কালিন্দী, অখিলপতি-জগদ্‌বরেণ্য বিষ্ণুকে পতিলাভ করিব এই আশায় এই স্থানে তপস্যা করিতেছি। শ্রীপতি ভিন্ন অন্য পতি আমি প্রার্থনা করি না। সেই অখিলনাথ মুকুন্দ যে পর্য্যন্ত

দর্শন না দিবেন সেই পর্য্যন্ত আমি এই স্থানেই থাকিব।” সূর্য্য-দুহিতা কালিন্দীর এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, যে “এই কন্যা আপনাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তপশ্চর্য্যায় রত হইয়াছে; হে সখে! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সবিতৃ-দুহিতাকে আপনার গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।” শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্যে সে কথায় অনুমোদন করিলে শ্রীকৃষ্ণের সহ অর্জ্জুন সেই কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন, পরে কিছু দিনান্তে ভগবান্ হরি যাদবগণের সহ দ্বারকানগরীতে আগমন পূর্ব্বক শুভ দিনে ও শুভ তিথিতে কালিন্দী দেবীকে বিবাহ করিলেন। যদুগণের গৃহে গৃহে মহোৎসব হইতে লাগিল। যাদবদিগের রাজধানী দ্বারাবতী নগরী বিচিত্র পতাকা, মাল্যে ও তোরণ পুষ্প পল্লব ও পূর্ণকুম্ভ আদি মাঙ্গলিক দ্রব্যে অতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল, বহুবিধ মধুর বাদ্য বাজিতে লাগিল।

—o—

শ্রীকৃষ্ণের মহিষী করণ।

কোশলরাজ নগ্নজিতের একটি পরম রূপলাবণ্যবতী নাগ্নজিতী নামে কন্যা ছিল। ঐ কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহযোগ্যা হইলে তিনি সাতটি দুর্দ্দান্ত গো বৃষ পণ রাখিলেন যে, এই গো বৃষগণকে যিনি বলদ্বারা নিগৃহীত করিয়া পরাজয় করিবেন, আমি আমার নাগ্নজিতী নামে সুন্দরী কন্যা তাঁহাকে অর্পণ করিব। ভগবান্ হরি এই কথা শ্রবণানন্তর খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া বীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কোশল রাজ্যে গমন করিলেন, এবং মহাবলসম্পন্ন ঐ সমস্ত বৃষকে নিগৃহীত ও পরাজিত করিয়া মন্দহাস্য করিতে করিতে রাজা নগ্নজিৎ সমীপে গমন করিয়া ঐ কন্যা প্রার্থনা করিলেন। নরপতি নগ্নজিত ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া স্বীয় সুন্দরী কন্যা নাগ্নজিতীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজদুহিতা ভগবান্ হরিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। সর্ব্বজন-চিত্তহারক ষড়ৈশ্বর্য্যগুণযুক্ত ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় যোগ্যা রূপগুণশালিনী নগ্নজিতীকে বিবাহ করিলেন। রাজা নগ্নজিৎ দশ সহস্র ধেনু, নয় সহস্র হস্তী, কোটী অশ্ব, সুবেশা অলঙ্কৃতা তিন সহস্র যুবতী দাসী যৌতুক স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। তাহার পর সুন্দর সর্ব্বজন-হৃদয়াপহারী হরি কেকয় দেশে পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুবাহন গরুড় যেমন একাকী দেবসুধা হরণ করিয়াছিলেন,

ভগবান্ হরি সেইরূপ স্বয়ম্বর স্থল হইতে বহুরাজগণকে পরাজয় করিয়া মদ্রদেশ অধিপতি বৃহৎসেন রাজার কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অবন্তিরাজ বিন্দ অনুবিন্দের মিত্রবিন্দা নামে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী ভগিনী ছিল, তিনি স্বয়ম্বরে লোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলে তাঁহার ভ্রাতারা প্রতিরোধ করিল, তখন ভগবান্ সমস্ত রাজগণকে পরাজয় পূর্ব্বক মিত্রবিন্দার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং কোশলপতিকন্যা সত্যাকেও বিবাহ করিলেন। কোশলরাজ মণিমুক্তাভরণা কন্যা সত্যার সহ নয় লক্ষ রথ, আট সহস্র ধেনু, নয় সহস্র হস্তী, এবং দুই সহস্র দাসী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দান করিলেন। বহুসৈন্যপরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে পত্নীগণ সহ দ্বারকাপুরে উপনীত হইলেন। দ্বারকাবাসী জনগণের মহামহোৎসবে নৃত্যগীত বাদ্যে দ্বারকাপুর আনন্দময় হইয়া উঠিল। ভগবান্ হরি একদা শ্রবণ করিলেন যে, প্রাগ্জ্যোতিষ নগরে মহাবল দৈত্য নরকাসুর ষষ্ঠী সহস্র রাজকন্যাকে হরণ করিয়া নিজ আবাসে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুষ্টাত্মা মুর দানব বরুণের পুত্র ও ইন্দ্রজননী অদিতীর কুণ্ডল অপহরণ করিয়া তাঁহাদের দেবক্রীড়া-ভূমি স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। ইন্দ্র জননী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মুর দৈত্যের বিষয় বলিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে সঙ্গে লইয়া গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া গিরিদুর্গ, অগ্নিদুর্গ, জলদুর্গ, শষ্পদুর্গ, কায়দুর্গ ভেদ করিয়া সুদৃঢ় মুর দৈত্যের রাজ্য প্রাগ্জ্যোতিষ নগরে গমন করিলেন,

এবং সর্ব্বলোকের হৃৎকম্পন পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলেন। পদাঘাত দ্বারা প্রাচীরসকল ভগ্ন করিয়া দৈত্যসেনা সকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। প্রলয়কালের বজ্রধ্বনির ন্যায় শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া পঞ্চমস্তক মুর দৈত্য জল হইতে উত্থিত হইল, এবং অগ্নির ন্যায় উগ্ররূপ ধারণ করিয়া অমিতবিক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বধোদ্দেশে ধাবমান হইল, এবং ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া গরুড়কে বধ করিতে উদ্যত হইল।

মুর দানবের হুঙ্কারে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল কম্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ হরি তখন বাণ দ্বারা তাহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া সুদর্শন-চক্রদ্বারা তাহার পঞ্চমুণ্ড ছিন্ন করিলেন। প্রলয়কালের ভৈরব জল-কল্লোলের ন্যায় দিগন্ত কম্পিত করিয়া মহাবল মুর দৈত্য গতপ্রাণ হইয়া ভূপতিত হইল। তখন তাহার সপ্ত পুত্র যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহ তুমুলযুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সৈন্যদল নিষ্পেষিত করিয়া, রথ, অশ্ব, গজ সকল বিনাশ করিয়া, মুর দৈত্যের পুত্রগণের প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রম নরকাসুর বহু সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া অরাতিনিসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল, নরকাসুরের বিপুল বিক্রমে ধরণী কম্পমানা হইল। সেই মহাবলশালী দৈত্য ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ-সাধন করিতে দৃঢ়সংকল্প করিল। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভগবান্ হরি ঐ নরকাসুরের বধার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মহাতেজস্বী সূর্য্যের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বিষ্ণুচক্র দ্বারা তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড

করিলেন। নরকাসুরের বধে স্বর্গে জয় জয় ধ্বনি হইতে লাগিল। সুরলোকে অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। স্বর্গে মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, দেবগণ নরকাসুরের মৃত্যুতে মহা আনন্দিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরি নরকাসুরের বন্দিনী ষোড়শ সহস্র রাজকন্যাকে মুক্ত করিয়া সত্যভামার সহ নভপুরে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন। ইন্দ্রমাতা অদিতির কুণ্ডল তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং ঐ সকল ষোড়শ সহস্র রাজকন্যাদিগকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। নরকাসুর কর্তৃক অপহৃতা রাজকুমারীগণ স্বীয়স্বীয় সৌভাগ্য বশতঃ ভগবান্ শ্রীহরিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া মাল্য গন্ধ তাম্বুল কেশসংমার্জ্জন পাদপ্রক্ষালন শয্যারচনা প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব পতি শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কমল-লোচন হরি ষোড়শ সহস্র অষ্টমহিষী পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় তাহাদের সহ বিহার করিতে লাগিলেন।

——০——

শ্রীকৃষ্ণের নামমাহাত্ম্য বা সত্যভামার তুলাব্রত।

সেই রমণীয় দ্বারকাপুরে উপবন, পুষ্পকানন ও সুন্দর সরোবর পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণমহিষীদিগের অপূর্ব্ব বাসভবন শোভা পাইতেছে। প্রতি গৃহচূড়ে সুবর্ণ কলস, গৃহভিত্তিপটে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, গৃহে গৃহে মণিময় দীপ প্রজ্জলিত হইয়া অতি মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে। দেবভোগ্য মন্দারকুসুমের সৌরভে গৃহসকল সুরভিত হইতেছে। শুভ্র ফুল্লজ্যোৎস্নাস্নাত রজনীতে রত্ন পালঙ্কে সখীগণ সঙ্গে দেবী সত্যভামা প্রফুল্ল নলিনীর ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমত সময়, দেবর্ষি নারদ তথায় সমাগত হইলেন। নারদকে দেখিবা মাত্র দেবী সত্যভামা সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিলেন, এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় দ্বারা তাঁহার সৎকার করতঃ মহার্ঘ আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। দেবর্ষি নারদ সুমধুর বাক্যে বলিলেন, "হে সত্রাজিৎনন্দিনি! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল মহিষী অপেক্ষা তোমাকেই অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি এমন একটী ব্রত কর, যাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন স্বপত্নীগণের মধ্যে তোমাকেই অধিক প্রিয়া মনে করেন।" নারদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী আনন্দিতা হইয়া কৌতূহল সহকারে বলিলেন, "প্রভু! আজ্ঞা করুন, এই ব্রতের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হইবে, এই ব্রতের

দক্ষিণাই বা কি দিতে হইবে।” মহর্ষি নারদ মন্দস্মিতে বলিলেন, “দেবি! ব্রতের গুরুত্ব কিছুই নয়। এক দিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অন্য দিকে ধনরত্ন প্রদান করিবে। যদি শ্রীকৃষ্ণপরিমিত ধন দিতে পার, তবে নিশ্চয়ই তুমি চিরদিন শ্রীহরির একমাত্র প্রেয়সী হইয়া তাঁহার উপর একাধিপত্য করিবে। এই ব্রতের দক্ষিণায় স্বামী দান করিতে হয়। শচী ও গৌরী প্রভৃতি এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমিই তাঁহাদের ব্রতের পুরোহিত হইয়াছিলাম। তুমি শ্রীকৃষ্ণ-পরিমিত ধন দান করিলে তোমার পতি তুমিই পাইবে, নতুবা তিনি আমার হইবেন।” রূপযৌবনগর্ব্বিতা সত্যভামা উপেক্ষার সহ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “দেবর্ষি ইহা ত সামান্য কথা, আমি অবিলম্বে তুলাযন্ত্র আনয়ন করিতেছি, আপনি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন।” দেবর্ষি সত্যভামার বাক্যে আনন্দিত হইয়া ব্রতের আয়োজন করিতে বলিলেন। যৌবনসুলভ চঞ্চলা সত্যভামা তখন স্বীয় অঙ্গনে একটি তুলাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, এবং স্বগৃহ হইতে ধনরত্ন আনয়ন পূর্ব্বক তুলাযন্ত্রের এক দিকে স্থাপন করিলেন। মধুর হাস্য করিতে করিতে শ্রীহরিকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তুলাযন্ত্রের অন্য দিকে বসিতে বলিলে শ্রীহরি সত্যভামার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টি করতঃ তুলাযন্ত্রের এক দিকে উপবেশন করিলেন। তুলাযন্ত্র তখন শ্রীকৃষ্ণের দিকেই অধিকতর গুরুভার ধারণ করিল। সত্যভামা তখন ব্যস্ততা সহকারে নিজ অঙ্গ হইতে রত্নাভরণগুলি খুলিয়া একে একে তুলাযন্ত্রে স্থাপন করিলেন, কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়াও কৃষ্ণপরিমিত ধন হইল না, নিরুপায় হইয়া সপত্নীগণকে ডাকিয়া

আনিয়া বলিলেন "তোমরা দয়া করিয়া স্ব স্ব ধনরত্ন ইহাতে দাও। দেবর্ষির নিকট আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিমাণ ধন দান করিব, আমি সর্ব্বস্ব দান করিলাম, তথাপি কৃষ্ণপরিমিত ধন হইল না।" যৌবনগর্ব্বিতা সত্যভামা সপত্নী-দিগের নিকট ধন যাচ্ঞা করিলে সকলে হাস্য করতঃ স্বীয় স্বীয় ধনরত্ন অলঙ্কার আনিয়া তুলাযন্ত্রে অর্পণ করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরিও সত্যভামার ও অন্যান্য পত্নীদিগের প্রতি লক্ষ্য করতঃ মধুর হাস্য করিতে লাগিলেন। যাদব স্ত্রীগণ সমস্ত দ্বারকার ধনরত্ন আনয়ন করিয়া তুলাযন্ত্রে স্থাপন করিলেও তুলাযন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে গুরুভারযুক্তই রহিল। তখন লজ্জিতা সত্যভামা সজল লোচনে নির্ব্বাক্ ভাবে পতি শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া রহিলেন।

ঐ সমস্ত সপত্নী লজ্জায় মরমে মরিয়া রহিলেন। দেবর্ষি নারদ বলিলেন, "দেবি! কই কৃষ্ণপরিমিত ধন ত দিতে পারিলে না। ধন আর যদি থাকে আনয়ন কর।" লজ্জিতা অপরাধিনী সত্যভামা বিশুষ্কবদনে অশ্রুপূর্ণলোচনে তখন শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া দুঃখিতভাবে নিজ কর্ম্মের কথা বলিলেন। পতিপ্রাণা রুক্মিণীদেবী কৃষ্ণপ্রাণা, শ্রীকৃষ্ণময় সংসার জানিতেন। ভীষ্মক-দুহিতা সত্যভামার এই বালিকা-সুলভ চপলতায় ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার এই ধনরত্ন যা আছে এই লও, দেখ তাহাতে যদি তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয়।" সত্যভামা রুক্মিণীদেবীর কথায় আশ্বাস-যুক্ত হইয়া তাঁহার অঙ্গাভরণ ধন রত্ন যাহা ছিল সমস্ত আনিয়া তুলা-

যন্ত্রে রাখিলেন, যতই ধন রত্ন আনিয়া অর্পণ করেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ততই গুরুভার ধারণ করেন। সত্যভামা দেখিলেন সমগ্র দ্বারকার ধনরত্ন আনিয়াও শ্রীকৃষ্ণপরিমিত ধন হইল না। তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে রুক্মিণীর সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু উপায় করিয়া দাও।" সত্রাজিৎনন্দিনীকে বিমর্ষবদনে রোদন করিতে দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তা রুক্মিণী দেবী আলুলায়িত কুন্তলে দ্রুতপদে সত্যভামার অঙ্গনে আসিয়া উপনীতা হইয়া দেখিলেন, তুলাদণ্ডের এক দিকে অখিলপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে বসিয়া আছেন ও অন্য দিকে সুমেরু তুল্য ধনরত্ন স্থাপিত আছে। রুক্মিণী প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদকণ্ঠে সত্যভামাকে বলিলেন, "এ সকল ধনরত্ন সব দূরে রাখ, আমাদের অখিলপতি প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সহ কি ধনরত্ন তুল্য হইতে পারে? আমরা পূর্ব্ব জন্মে কত সৌভাগ্য করিয়াছি, তাই জগৎপতি হরি আমাদের প্রাণ-বল্লভ হইয়াছেন!" রুক্মিণীদেবীর বাক্যে সত্যভামা তুলাদণ্ডস্থিত সমস্ত ধনরত্নগুলি নামাইয়া লইলেন। স্বয়ং লক্ষ্মী ভীষ্মকনন্দিনী রুক্মিণী কয়টী তুলসীদলে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখিয়া তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আজি দেখিব তুমি বড় কি তোমার নাম বড়?" রুক্মিণী কৃষ্ণনামলিখিত তুলসীদল স্থাপন মাত্রেই ভগবান্ তুলাদণ্ডের ঊর্দ্ধে উঠিলেন, তাঁহার নামাঙ্কিত তুলসীদলসমন্বিত তুলাদণ্ডই গুরুভার হইল। সত্যভামা তখন প্রেম-ভক্তি-উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন! অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীগণ রুক্মিণী দেবীর অপরিসীম পতিভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। শ্রীহরিও

সত্যভামার নিকট অব্যাহতি লাভ করিলেন। দেবর্ষি নারদ গদ্গদ কণ্ঠে হরিগুণগান করিতে করিতে প্রেমার্দ্রহৃদয়ে ঐ তুলসীদল মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ হরি অপেক্ষা তাঁহার নামমাহাত্ম্যই প্রবল হইল, ভক্তের জয় হইল।

——o——

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা গমন।

এই প্রকারে ভগবান্ বাসুদেব মহিষীগণ সহ পরমানন্দে দ্বারাবতীপুরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিবস প্রাতে ভগবান্ হরি সুধর্ম্মা সভাতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, হস্তিনানগরী হইতে পাণ্ডবগণের দূত তাঁহাকে হস্তিনায় লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হরি তৎক্ষণাৎ উদ্ধবকে আহ্বান করতঃ বলিলেন, সখে,"হস্তিনা হইতে ধর্ম্মরাজের দূত আগত হইয়াছে, এক্ষণে জরাসন্ধ বধের একটি উপায় হইবে। শুনিতে পাই পাপিষ্ঠ জরাসন্ধ বিংশতি সহস্র নরপতিবৃন্দকে কারাগারে রুদ্ধ করতঃ অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। বন্দী নরপতিগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আমার শরণ লইয়াছে, এক্ষণে কোন কার্য্য যুক্তিসঙ্গত তাহা আমায় বল।" শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণানন্তর মহামন্ত্রী উদ্ধব বলিলেন, "হে যদুনাথ তোমার অবিলম্বে হস্তিনাগমনই শ্রেয়ঃ। তুমি দুষ্টের দমনকারী ও সাধুজনের পালনকর্ত্তা। জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বন্দী নৃপতিগণ যখন আপনার শরণ লইয়াছে, তখন আপনার ত্বরায় গমন কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, মহারথী অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিবেন। এই সূত্রে দুষ্টাত্মা জরাসন্ধ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব হে যদুনাথ, আপনি অবিলম্বে হস্তিনা গমন করুন।" ভগবান্ হরি মন্ত্রী উদ্ধবের বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া স্নান দানাদি সম্পন্ন করতঃ দিব্যরথে আরোহণ করতঃ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহু সৈন্যসামন্ত ও

অনুচরগণ এবং শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণও গমন করিলেন। হস্তী অশ্ব ও পদাতিগণের ঘোর কলরবে, রথের ঘর্ঘর নির্ঘোষে ও সৈন্য কোলাহলে দশ দিক পূর্ণ হইল ও বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। ভগবান্ হরি সহর্ষ হৃদয়ে মহাবেগগামী রথে আরোহণ করিয়া যথাকালে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহুদুর পদব্রজে আগমন করতঃ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করত ঋষিমুনিগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় নগরে লইয়া গমন করিলেন ও বহুদিন পরে ভগবান্ হরিকে দর্শন করতঃ আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বারম্বার আলিঙ্গন করতঃ কৃতার্থ হইলেন। শ্রীহরির স্পর্শে তাঁহার হৃদয়ের সকল মলিনতা ও পাপ দুর হইল। আনন্দপূর্ণচিত্তে কম্পিতহৃদয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া অকপট হৃদয়ে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, এবং ভীমসেন ও অর্জ্জুন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে মাদ্রীতনয় নকুল সহদেব আসিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ হরি তাঁহাদের আলিঙ্গন দান করিলেন। পরে দ্বিজগণের চরণে প্রণাম করিয়া যুধিষ্ঠিরের দিব্য সভায় রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বন্দিগণ সুললিত স্বরে তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল, মঙ্গল বাদ্যে চারিদিক ধ্বনিত হইল। পরে পত্নীগণ সহ হরি পুরপ্রবেশ করিলেন। পত্নীগণ সহ নারায়ণকে দর্শন করিয়া পুরবাসিনী রমণীগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া মঙ্গল শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীপতির সহ নানা আলাপনে

প্রবৃত্তা হইলেন। ভোজরাজনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় অঙ্কে বসাইয়া বলিলেন, "হে কৃষ্ণ বহুদিনের পর যে আমাদের দর্শন দিতে আসিয়াছ তোমার দর্শনেই আমরা সনাথ হইয়াছি। হে বাসুদেব, তুমি পাণ্ডবগণের একান্ত গতি ও আশ্রয় স্বরূপ, তোমার করুণা বলেই ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি পুত্রগণ আবার রাজাসন লাভ করিয়াছে।" দেবী কুন্তী এই প্রকার বাক্যে কৃষ্ণের প্রশংসা করতঃ উত্তম ভোজ্য দ্বারা তাঁহাকে আহার করাইলেন। পাণ্ডবগণের প্রণয়িনী দ্রৌপদী আসিয়া ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতা হইলেন। ভগবান্ হরি দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুন্তীর পাদ বন্দনা করিয়া ধর্ম্মরাজের সভায় প্রস্থান করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের চরণে প্রণাম করতঃ তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিয়া উত্তম বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করতঃ বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদানে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। শ্রীহরির আগমনে ইন্দ্রপ্রস্থ শোভাময় হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণকে রত্নাসনে উপবেশন করাইয়া ভীমার্জ্জুন তাঁহাকে সুগন্ধি চামর বীজন করিতে লাগিলেন। পরে ধর্ম্মরাজ মৃদুস্বরে বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, আমি মনে মনে একটি কার্য্য ইচ্ছা করিয়াছি ইহাতে তোমার অভিমত কি বল? আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাঞ্ছা করি, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের শক্তি স্বরূপ; তোমার বলেই আমাদের সর্ব্বকার্য্য উদ্ধার হইবে, হে গোবিন্দ, তুমি আমাদের প্রিয় সুহৃদ ও মঙ্গলকামী আমি তোমার কৃপায় যাহাতে এই দুষ্কর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারি তাহার উপায় কর।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হরি ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ, তুমি যে এই শুভ সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছ তাহা অবিলম্বেই পূর্ণ হইবে। হে কুন্তীনন্দন যাহাতে সর্ব্বাংশে তোমায় এই যজ্ঞ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় আমি নিশ্চয়ই তাহার উপায় করিব। হে নরপতে, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান অতি ক্লেশকর। তোমার মহারথ ভ্রাতৃগণ হইতে তুমি পূর্ণ-মনোরথ হইবে, পৃথিবীর সমস্ত রাজগণকে জয় করতঃ যে ধন আহরণ করিবে তাহা দ্বারাই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইবে। হে পাণ্ডুনন্দন, তুমি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতে বল, মহারথী ভীমার্জ্জুন হইতেই সর্ব্বকার্য্য সমাধা হইবে।" ভগবান্ হরির বাক্য শ্রবণানন্তর ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, যে "আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি, তোমরা দিগ্বিজয়ে যাত্রা কর।" মহারাজ কুন্তীনন্দনের আজ্ঞায় নকুল পশ্চিম দিক জয় করিতে গমন করিলেন, সহদেব দক্ষিণদিকে গমন করিলেন এবং পূর্ব্ব দিক জয় ক তে মহাবীর বৃকোদর গমন করিলেন এবং কিছুকাল মধ্যে যাবতীয় নৃপতিগণকে জয়করতঃ বহু ধনরত্ন আনয়ন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে অর্পণ করিলেন। অন্তর্য্যামী হরি তখন সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত দেখিয়া জরাসন্ধকে জয় করিবার জন্য ভীম অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া মগধদেশে যাত্রা করিলেন এবং তিনজনে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের গৃহে গমন পূর্ব্বক আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রতাপশালী জরাসন্ধ নরপতি অকস্মাৎ নিশাকালে ব্রাহ্মণত্রয়কে অতিথিরূপে

প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে তাঁহাদের যথাবিধি সৎকার করিয়া তাঁহাদের উৎকৃষ্ট অশন বসন ও উত্তম ভোজ্য দানে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলে ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "হে নরপতে! তুমি প্রবল প্রতাপশালী নৃপতি বলিয়া জগতে বিখ্যাত, এক্ষণে আমরা তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিব, তাহাই তুমি দান করিবে ইহা অঙ্গীকার করিলে আমরা তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিব।" রাজা জরাসন্ধ প্রচ্ছন্নবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া সন্দেহাকুলিতচিত্তে মনে মনে ভাবিলেন ইঁহারা কে, ইঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দান করিতেছেন, কিন্তু ইঁহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ হইতেছে, যাহা হউক যখন আমার নিকট অতিথি হইয়াছেন আমি সর্ব্বস্ব দিয়াও তাঁহাদের পরিতোষ করিব এই ভাবিয়া জরাসন্ধ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা আমার অতিথি হইয়াছেন, এক্ষণে আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাহাই আপনাদের নিকট অর্পণ করিব, হে বিপ্রগণ, তোমাদের কি প্রার্থনা বল।" অমিতপ্রতাপ ভগবান্ হরি তখন জলদগম্ভীর রবে বলিলেন, "হে বীরবর, আমরা তোমার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদের যুদ্ধ দান কর।" শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ মাত্র জরাসন্ধ ক্রোধারক্ত নয়নে বলিলেন; "তোমরা কে আমায় সত্য পরিচয় দান কর, কি কারণে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নিশাকালে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছ? ভগবান্ হরি তখন প্রফুল্লবদনে কহিলেন "হে মগধরাজ, আমার সঙ্গে ঐ যে বিক্রমশালী মহাভুজ পুরুষ আসিয়াছেন, উনি পাণ্ডুপুত্র ভীম নামে খ্যাত, এবং অগ্নির

ন্যায় তেজস্বী পুরুষ, ঐ যে বসিয়া আছেন উনি মহারথী ধনঞ্জয়, আমাকে যদুপতি বাসুদেব বলিয়াই জানিবে।" মগধরাজ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সহাস্যে বলিলেন "হে কৃষ্ণ, তুমি বারংবার আমার নিকট পরাজিত হইয়া আমার ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রের ভিতর বাস করিতেছ। তবে কি সাহসে পুনরায় আমার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছ জানি না, আমার সমকক্ষ ব্যক্তি ভিন্ন আমি কাহারও সহ যুদ্ধ করিব না। অর্জ্জুন ত নিতান্ত বালক তাহার সহ যুদ্ধ সম্ভবে না, তোমার সহ অস্ত্র ধারণ করিতে আমি ইচ্ছুক নই, তবে মহাবীর বৃকোদর আমার সহ যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে আমি তাঁহার সহ যুদ্ধ করিব। অতএব ভীমের সঙ্গেই আমি সংগ্রাম করিব।" এই কথা বলিয়া মহাবীর জরাসন্ধ ভীমের হস্তে একটি বৃহৎ গদা আনিয়া দিলেন এবং স্বয়ং গদাধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মহাবীর ভীম ও জরাসন্ধ গদাধারণ করত ঐ গদা ঘূর্ণিত করিয়া বারম্বার উভয়ে উভয়কে ভীষণ আঘাত করিতে করিতে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় রণস্থলে বিষম সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের পদভরে ধরণী কম্পিতা হইতে লাগিল। এই দুই মহাবীর যোদ্ধা পরস্পরে সংগ্রাম করিতে করিতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, বহুক্ষণ সমর করিয়াও কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। শিশুকালে মগধরাজের দ্বিখণ্ডিত দেহ জরারাক্ষসী কর্ত্তৃক যোজিত হইয়াছিল, ভগবান্ হরির সেই বাক্য স্মরণ হইবামাত্র তিনি একটী বৃক্ষপত্র ছিন্ন করত দ্বিখণ্ড করিয়া

ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন। মহাবল বৃকোদর শ্রীহরির সঙ্কেত মাত্র জরাসন্ধকে ভূতলে পাতিত করিয়া পদদ্বারা তাহার এক পদ চাপিয়া তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ড করিলেন। মহাবল জরাসন্ধ প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন, সৈন্য সেনাপতি হাহাকার করিতে লাগিল, দেবতারা স্বর্গ হইতে মঙ্গল বাদ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পুষ্প বরিষণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহারথী ভীমার্জ্জুনকে আলিঙ্গন করত প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া জরাসন্ধের কারাগারে প্রবেশ করিয়া বিংশতি সহস্র নরপতিকে কারামুক্ত করিলেন। ঐ সকল নৃপতিগণ দুর্ব্বিষহ কারাক্লেশ সহ্য করত অতিকষ্টে জীবনাতিপাত করিতেছিলেন, সহসা কারামুক্ত হইয়া নবজলধরশ্যাম কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনমাত্রে কারাক্লেশ বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদে বারংবার প্রণত হইয়া করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শরণাগতবৎসল হরি ঐ নৃপতিগণকে উত্তম ভোজ্য ও সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সৎকৃত করিয়া তাঁহাদের স্বদেশ গমনের অনুমতি করিলেন। নৃপতিগণ ভক্তি গদ্‌গদচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

---o---

রাজসূয় যজ্ঞ।

মহাপরাক্রমশালী জরাসন্ধের বিনাশ করিয়া অমিতপ্রভাব বাসুদেব, ভীমার্জ্জুনের সহিত বিপুল ধনরত্ন লইয়া কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন এবং তাঁহার কৃপায় প্রবল পরাক্রমশালী জরাসন্ধ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ভীমার্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয়ী ভ্রাতৃগণের সাহায্যে বিপুল ধনরত্ন লাভ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, মুনিগণ, রাজর্ষিগণ ও সমস্ত পৃথিবীর নরপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সন্দর্শনে সমাগত হইলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই সুমহৎ রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞে আহূত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ স্বর্ণময় লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন, পুরোহিতগণ ও ঋত্বিকৃগণ অগ্নিদেবকে বরণ করতঃ যজ্ঞে আহূত করিলেন, শত সহস্র যাজ্ঞিকগণ ঐ যজ্ঞে বেদোক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞে আহুতি দান করিতে লাগিলেন, নট নটীগণের নৃত্যগীত বাদ্যে রাজভবন মুখরিত হইয়া উঠিল, পৃথিবীর সমগ্র রাজগণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই অপূর্ব্ব যজ্ঞ সন্দর্শনে পরম প্রফুল্লচিত্তে

এই যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে অন্নশালা ও ভূরি ভূরি মিষ্টান্ন ও দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত স্তূপাকারে রক্ষিত হইল। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ঐ সকল ভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণকে ও দীনদুঃখীকে অকাতরে ভোজন করাইতে লাগিলেন, এবং এই যজ্ঞে সর্ব্বাগ্রে কাহাকে বরণ করিবেন সেই বিষয়ে সভাস্থ সকলের অনুমতি প্রার্থনা করিলে ঋষিগণ, মুনিগণ ও রাজগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিতে অনুমতিদান করিলেন, এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব ঐ সভায় সর্ব্বসমক্ষে নির্ভয়ে হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন, "এই মহতী সভায় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমানে অন্য কেহই বরণীয় হইতে পারেন না। তিনি সকলের প্রধান পুরুষ ও পুরুষোত্তম, তিনিই একমাত্র বরেণ্য ও বরণীয়, আপনি অসঙ্কোচে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করুন।"

—o—

শিশুপাল-বধ।

ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত সমাগত রাজন্যবর্গের অনুমতি লইয়া ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে সর্ব্বাগ্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন এবং ভ্রাতৃ-বন্ধুপুত্র পরিবার-গণ সহ শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালনের জল লইয়া স্বীয় মস্তকে দিয়া তাঁহাদেরও মস্তকে দিলেন। পীতকৌষেয়বসন বনমালাধারী কমল-লোচন ভগবান্ শ্রীহরিকে পূজা করিবার সময় তাঁহার নয়ন প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি আর তখন ভাল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন না। কেবল ভক্তিপূর্ণ চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সজল নয়নে ভগবান্ শ্রী হরির চরণে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে পূজিত হইতে দেখিয়া সমাগত নরপতিগণ সকলেই অবনত মস্তকে ভগবান্ শ্রীহরিকে "জয় জয় নমোনমঃ" বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। রাজগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-বাদ শুনিয়া অহঙ্কারী মূর্খ শিশুপাল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নিজ আসন হইতে উত্থিত হইলেন, এবং ঐ মহাসভার মধ্যে নির্ভয়ে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, "এ জগতে সর্ব্বসংহারক কালই এক মাত্র ঈশ্বর, এ কথা কখনই মিথ্যা নহে। হে নরপতিগণ, আপনারা বালকের বাক্যের কখনই অনুমোদন করিবেন না। এই সকল মহাতপা বেদবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞানী মহা মহর্ষিগণ এই সভায় বিদ্যমান থাকিতে কুলপাংশুল গোপপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পূজার্হ হইলেম ?

যাহার জাতি নাই বর্ণ নাই ধর্ম্ম নাই আশ্রম নাই এবং যাঁহারা দস্যুবৃত্তি করিয়া সমুদ্র মধ্যে বাস করে এবং লোকপীড়নই যাহাদের ধর্ম্ম, সে ব্যক্তি কিরূপে এই মহাসভায় শত শত পূজার্হ ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকিতে পূজা প্রাপ্ত হইল ?" তমোগুণের আধার মূর্খ দাম্ভিক শিশুপালের মুখে এই কথা শুনিয়া ভগবান্ হরি কোন কথাই বলিলেন না। রাজগণ, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, মুনিগণ সকলেই ভগবদ্ নিন্দা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া হস্তদ্বারা নিজ নিজ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিলেন। কারণ যে স্থানে হরির কুৎসা হয়, সে স্থান ত্যাগ না করিলে বিগত-পুণ্য হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়। শিশুপালের মুখে ভগবদ্ নিন্দা শ্রবণে পাণ্ডবগণ, মৎস্যগণ, কেকয়-রাজগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শিশুপালের বধোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। যদুনন্দন হরি রাজগণকে নিবারণ করত, স্বয়ং সভামধ্য হইতে উঠিয়া বিষ্ণুচক্র দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। শিশুপাল মস্তক হীন হইবামাত্র তাঁহার দেহস্থিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সর্ব্বজনসমক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কৃষ্ণদ্বেষী চিরবৈরী শিশুপাল বৈরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়াও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন। শিশুপালের মৃত্যুতে সভামধ্যে ঘোর কলরব উপস্থিত হইল, ভগবান্ হরি সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। শিশুপাল বধের পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই মহাযজ্ঞ মহামহোৎসবের সহিত সম্পন্ন হইল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি চর্ব্য চোষ্য লেহ্য

পেয় রাশি রাশি বস্তু তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণ ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য ধনরত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজের বন্ধু বান্ধবগণ নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং ভীমসেন সূপকার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, অর্জ্জুন সাধু-সেবায়, এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, নকুল আহারাদির তত্ত্বাবধারণে, এবং সহদেব জনগণের অভ্যর্থনায়, এবং দুর্য্যোধন ধনাগারের ভার হস্তে লইলেন। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির সুপবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া যথাবিধি দান দক্ষিণা সহ ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিলেন। কমললোচন ভগবান্ হরি রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সম্পন্ন করাইয়া পত্নীগণ সহ ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণুভক্ত নরপতি যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে আলিঙ্গন করিয়া জলধারাকুল লোচনে বলিলেন, "হে অখিলনাথ! তোমারি কৃপায় এই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইল, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি ও আশ্রয়, চিরদিনই আমাদের স্মরণে রাখিবে।" যুধিষ্ঠিরের প্রেম-ভক্তিতে প্রীত হইয়া শ্রীহরি ঈষৎ মধুর হাস্তে তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ পত্নীগণ সহ বিদায় লইয়া দ্বারকাপুরী প্রস্থান করিলেন। কুন্তীনন্দন যজ্ঞান্তে পত্নী সহ গঙ্গাস্নান করিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহ হয়, হস্তী, রথ, নট, নটী ও বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ তুরি ভেরী প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে গমন করিতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিবৃন্দ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বারম্বার ঐ যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও তাঁহাদের পরিতৃপ্তি বোধ হইল না। যজ্ঞান্তে কুন্তীনন্দন একে একে সমস্ত আত্মীয়স্বজন গণকে বিদায় দিলেন। কেবল মাত্র কুরুকুল-নরপতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের স্নেহাতিশয়ে প্রীত হইয়া কিছুদিন পাণ্ডবগণের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অসীম সম্পদ, অতুল সৌভাগ্যলক্ষ্মী ও ধনৈশ্বর্য্য দর্শনে মনে মনে আপনাকে তদপেক্ষা হীন মনে করিয়া ক্ষুণ্নমনে সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজসভা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দেবশিল্পিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব সভায় রত্ন-সিংহাসনে আসীন আছেন, বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিগান করিতেছে। তিনি ভ্রাতৃগণ ও অমাত্যগণে বেষ্টিত হইয়া দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় সভাস্থল সমুজ্জ্বল করিয়া আছেন। ঈর্ষ্যাপরায়ণ মহামানী দুর্য্যোধন সভায় উপস্থিত হইয়া ময়দানবের মায়ায় মোহিত হইয়া জলভ্রমে স্থলে বস্ত্রসংযত করিলেন এবং স্থলভ্রমে জলে নিপতিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হস্তধারণ করতঃ তাঁহাকে জল হইতে উঠাইলেন। দুর্য্যোধনের অবস্থা দেখিয়া সমস্ত রাজগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন লজ্জাবনতবদনে ক্রোধারক্ত লোচনে যেমন গৃহসভা হইতে বহির্গত হইবেন অমনি স্ফটিকময় প্রাচীরে ললাটে আঘাত পাইলেন; ধর্ম্মনন্দন সাদরে তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তধারণ করত নিজ পার্শ্বে বসাইলেন; সভাস্থ সমস্ত রাজগণ দুর্য্যোধনের অবস্থা দেখিয়া পরিহাস করিলেন।

দুর্য্যোধনের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। দুষ্টদমনকারী সর্ব্বান্তর্য্যামী হরি দুর্য্যোধনের অভিমানমদগর্ব্ব নষ্ট করিলেন। দুর্য্যোধন বিষাদিত হৃদয়ে পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঈর্ষ্যাপূরিত চিত্তে হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন।

——০——

শাল্ব-বধ।

রুক্মিণীর বিবাহ সময়ে মহাবীর শাল্বরাজ যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সমগ্র নৃপতিগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি পৃথিবী যাদবশূন্য করিব। মহা দাম্ভিক নরপতি শাল্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়া দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দেবাদিদেব ভগবান্ পশুপতি তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরদান করিতে উদ্যত হইলে, নরপতি শাল্ব দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় সর্ব্ব দেবকুলের অজেয় মহাশক্তিশালী বিমানচারী সৌভ নামে এক রথ প্রার্থনা করিলেন, এবং প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া বিপুল সৈন্যবল সংগ্রহ করত দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিলেন। শাল্ব দ্বারাবতী অবোরোধ করিয়া নানা অস্ত্র প্রহরণ দ্বারা দ্বারকাবাসিগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীতে উপস্থিত ছিলেন না, অহঙ্কারী শাল্ব শ্রীকৃষ্ণের গোশালা উপবন উদ্যানাদি ভগ্ন করত নানা উৎপাত করিতে লাগিল। শাল্বকে দমন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন নির্ভয় হৃদয়ে প্রবল পরাক্রমে রথসজ্জা করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। শাল্ব কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে দর্শন করতঃ ক্রোধারক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্নও তাঁহার সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

মায়াবী শাল্ব তখন বিমানচারী সৌভরথে আরোহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ-তনয়কে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিল এবং ঘোর অট্টহাস্যে সিংহনাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকুমারকে নানাস্ত্রপ্রহার করিয়া জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল; যদুনন্দন প্রদ্যুম্নও অমিত বিক্রমে প্রাণপণে শাল্ব সহ রণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ শাল্বরাজ প্রদ্যুম্নের রথধ্বজ ছেদন ও অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিয়া তাঁহাকে ভীষণ গদাঘাত করিলেন। গদার আঘাতে কৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। সারথী রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়নপর হইল। ক্ষণকাল পরে শ্রীকৃষ্ণকুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আবার শাল্বরাজের সহ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতেই তাহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। দ্বারকা হইতে দূত গমন করিয়া ভগবান্ হরিকে সমস্ত অবগত করাইলে, তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ত্বরায় দ্বারাবতীতে প্রত্যাগমন করতঃ যে স্থানে শাল্বরাজ কুমার প্রদ্যুম্নের সহ যুদ্ধ করিতে ছিলেন তথায় শীঘ্রগামী রথে উপনীত হইলেন। যাদবগণ ও যদুকুমারগণ তাঁহার আগমনে হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার ও অভিবাদন করিলেন। ভগবান্ শ্রীহরির আগমনে তৎক্ষণাৎ শাল্বরাজের অর্দ্ধেক বল ক্ষয় হইয়া গেল। তখন শাল্বনরপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহতী শক্তি নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ হরি অসীম বিক্রমে নিজ চক্রদ্বারা তাহা ছেদন করিলেন, এবং লৌহময় বাণদ্বারা শাল্বরাজকে বিদ্ধ করতঃ বিমানগামী সেই সৌভরথকে ভেদ করিলেন। দুরাত্মা শাল্বরাজ তাঁহার বামবাহু ভেদ করিল, তাঁহার হস্ত হইতে শার্ঙ্গধনু পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের

হস্ত হইতে শার্ঙ্গ ধনু পতিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উত্থিত হইল। মূঢ় শাল্ব তখন উচ্চ সিংহনাদ দ্বারা নিজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাণিত বাণ দ্বারা পুনরায় শাল্বকে বিদ্ধ করিলেন এবং বৃহৎ গদা লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলেন। শাল্ব গদাঘাতে রক্ত বমন করিতে লাগিল। এই অবসরে ভগবান্ হরি বিষ্ণুচক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন! শাল্বের বিনাশে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোকে জয় জয় ধ্বনি ও ত্রিদিবে মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল, সুরোলোকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবতারা মহানন্দে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। শাল্বের মৃত্যুতে দ্বারকাবাসিগণ নির্ভয় হইলেন। অনন্তশক্তি অখিল লোকপালক হরি শাল্ববধ করিয়া ধরণীর ভার লাঘব করিলেন।

—o—

চিপিটক কথা।

কিছুকাল পূর্ব্বে হইতে শ্রীকৃষ্ণের সখা সেই সুদামা নামে দরিদ্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়সুখ ও বিষয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শান্তাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবচ্চিন্তায় সময় অতিপাত করিতেছিলেন, এবং গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া যদৃচ্ছালব্ধ আহার দ্বারা জীবনাতি-পাত করিতেছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নীও পতির সহ দারিদ্র্যের মধ্যে কালযাপন করিতেছিলেন। দীনহীন ব্রাহ্মণ-দম্পতির অতি কষ্টে দিনযাপন হইত। এক দিন বিপ্রপত্নী দারিদ্র্য দুঃখে নিতান্ত পীড়িত হইয়া নিজ পতিকে বলিলেন, "হে প্রভু! যিনি ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং জগতের শরণ্য সেই ভগবান্ আপনার সখা, আপনি কি হেতু তবে এত কষ্ট পাইতেছেন? তিনি এক্ষণে যদুকুলের রাজা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি আপনাকে যথেষ্ট ধনদান করিবেন, তাহা হইলে আপনার দারিদ্র্য মোচন হইবে।" ব্রাহ্মণ নিজ পত্নী কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, ধন-সম্পদ লাভ হউক আর নাই হউক, ভগবান্ শ্রীহরির দর্শন যদি পাই, তাহাই পরম লাভ, এই চিন্তা করিয়া পত্নীকে বলিলেন, তবে গৃহে কিছু খাদ্য থাকে ত লইয়া এস, প্রিয়সখার জন্য লইয়া যাইব। বিপ্রপত্নী গৃহমধ্যে গমন করিয়া তিনমুষ্টি চিপিটক আনিয়া পতির হস্তে দিলেন, ব্রাহ্মণ সযত্নে সেই চিপিটকগুলি ছিন্ন মলিন বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দ্বারকায় গমন

করিলেন। রাজপুরীর নিকট গমন করিয়া দীনচিত্তে দ্বারপালগণকে বলিলেন "আমার নাম সুদামা ব্রাহ্মণ, প্রভুর নিকট একবার গিয়া বল। দ্বারপালের মুখে সুদামা নাম শুনিবামাত্রই ভগবান্ হরি ব্যস্ততা সহকারে স্বয়ং আগমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ স্নেহ মধুর বাক্যে বলিলেন, "হে সখে, তোমার কুশল ত?" ব্রাহ্মণ শ্রীহরির আলিঙ্গনে আত্মহারা হইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল প্রেমাশ্রু-পূর্ণ হইল, তিনি আর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। যাদবপতি বাসুদেব সাদরে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া নিজ অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন এবং স্বয়ং সুবর্ণময় ভৃঙ্গারপূরিত সুবাসিত বারি আনিয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে স্পর্শ করিলেন। সুগন্ধ চন্দন ধূপ দীপ দ্বারা তাঁহার পূজা করতঃ চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, এবং পরিশেষে তাম্বুলাদি প্রদান করিয়া তাঁহার সহ একাসনে উপবেশন করিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দীনহীন শতগ্রন্থি বস্ত্র পরিহিত শীর্ণকায় মলিনবদন বিপ্রকে ভগবান্ হরি এত সমাদর করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী দেবী ও সখীগণ চামরবীজনাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তখন অমিত স্নেহময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "সখে, আমরা উভয়ে যখন গুরুকুলে বাস করিতাম, কিরূপ ভাবে তখন দিনযাপন করিতাম, তাহা কি স্মরণ আছে? সখে, তুমি গুরুকুল হইতে বিদায় লইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম

অনুসারে বিবাহাদি করিয়াছ তাহা আমি অবগত আছি। তুমি গৃহস্থ হইয়াছ বটে, কিন্তু গার্হস্থ্যধর্ম্মে তোমার চিত্ত নিবিষ্ট নহে। তুমি ধনাভিলাষী, কিম্বা ভোগতৃষ্ণায় তৃষিত নও। সখে, তোমার জীবনই ধন্য। আমাদের গুরুকুলে বাসের সময় মনে হয় কি এক দিবস ঝটিকা বৃষ্টিধারায় যখন জগৎ প্লাবিত হইতেছিল তখন আমরা গুরুপত্নীর কাষ্ঠ আহরণের জন্য দূরবন প্রদেশে গমন করিয়া বৃষ্টিধারায় ও ঝটিকায় পথহারা হইয়া বনে বনে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিলে গুরু সন্দীপনি মুনি আমাদের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বনে উপস্থিত হইলেন ও আমাদিগকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "হে বালকগণ, তোমরা এই ভীষণ ঝটিকা বৃষ্টিতে কি কারণ গৃহের বাহিরে আসিয়াছ? জীবগণের আত্মাই প্রধান, আত্মাকে এইরূপ কষ্ট দিয়া আমাদের সেবার জন্য এতাদৃশ কষ্টভোগ কর্ত্তব্য নহে। হে বালকগণ, তোমাদের গুরুভক্তিতে পরম প্রীত হইয়াছি, তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার নিকট তোমরা যে সকল বিদ্যালাভ করিয়াছ তাহা যেন কোন কালে নষ্ট না হয়।" আচার্য্যের এই মধুর বাক্যে আমরা পরম প্রীত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। গুরুগৃহে বাস সময়ে আমাদের এইরূপ ঘটনা কতই ঘটিত।

"সখে! গুরুর কৃপাতেই জীবগণ শান্তিলাভ করে!" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে সখে! তুমি জগতের গুরু, তোমার সহ যাহারা গুরুগৃহে বাস করিয়াছে, তাহাদের আর সংসারে কোন্ বস্তু অপ্রাপ্য আছে? হে অখিলনাথ! যাঁহার শরীর বেদময় ব্রহ্মস্বরূপ

এবং সকল শুভকার্য্য যাঁহা হইতে উৎপন্ন, তিনিই তুমি, তথাপি লোক-শিক্ষার জন্যই আপনার গুরুকুলে বাস হইয়াছিল, ব্রাহ্মণের সহ এই কথা কহিতে কহিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সখে, আমার জন্য কি আনিয়াছ দাও দেখি, বহুদিনের পর আবার তোমার সহ সাক্ষাৎ হইয়াছে, এক্ষণে আমার জন্য কি আনিয়াছ বল? ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্যে আমার বড় প্রীতি হয়, ভক্ত-দত্তা অণুমাত্র বস্তুও বড় আমার মধুর বোধ হয়, ভক্তিপূর্ব্বক আমায় পত্র পুষ্প ফল জল যে যাহা দান করে, আমি সাদরে তাহাই গ্রহণ করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে আনীত সেই চিপিটকগুলি লজ্জায় দিতে পারিলেন না, নতমুখে রহিলেন। ভগবান্ কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, সখে, কই আমার জন্য কি আনিয়াছ দেখি, বলিয়া ব্রাহ্মণের মলিন বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা চিপিটক দুইমুষ্টি বল পূর্ব্বক লইয়া ভক্ষণ করিয়া বলিলেন, সখে কি উত্তম খাদ্য তুমি আমার জন্য আনিয়াছ, ইহা আমার বড় মিষ্ট লাগিতেছে। ব্রাহ্মণ ভগবান্ হরির অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রেম-ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবানের অচিন্ত্য মহিমা দর্শনে বিস্ময়বিহ্বল হইলেন। কমললোচন বাসুদেব বলিলেন, সখে, এ সংসারে মানবের গুরুই একমাত্র গতি, সংসার-সমুদ্রের তিনিই কর্ণধারস্বরূপ হইয়া থাকেন। যিনি জন্মদাতা তিনি প্রথম গুরু, যিনি সৎকার্য্যের উপদেষ্টা তিনি দ্বিতীয় গুরু, আর যাঁহারা সর্ব্বাশ্রমের জ্ঞানদাতা তাঁহারাই সদ্‌গুরু। যাঁহাদের উপদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া জীব এই দুস্তর সংসারসমুদ্র পার হইয়া থাকে। সখে!

পরম পবিত্র গুরুসেবায় আমি যেমন প্রীতিলাভ করি, কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গার্হস্থ্য, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস কিছুতেই আমার সেরূপ প্রীতি হয় না। আমাদের গুরুগৃহ বাস স্মরণ হইলে বড়ই আনন্দ লাভ করি, শ্রীহরি এই কথা বলিয়া সখা সুদামার সহ সেই রাত্রি আনন্দে অতিবাহিত করিলেন, এবং রজনীতে উত্তমোত্তম ভোজ্য দ্বারা তাঁহাকে আহার করাইয়া রত্ন-পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করাইলেন। এবং স্বয়ং ব্রাহ্মণের পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন, ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ব্যবহারে অতিশয় লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন। ব্রাহ্মণ পরম সুখে তথায় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বভবনে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, ভগবান্ হরি কিছুদুর পর্য্যন্ত সখার সহ গমন করিলেন এবং মধুর সম্বোধনে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন।

কৃষ্ণসখা দরিদ্র ব্রাহ্মণ গমনকালে লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধন যাচ্ঞা করিতে পারিলেন না! তিনি কেবল ভগবদ্দর্শন সুখে আত্মহারা হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, আচ্ছা, আমার কি সৌভাগ্য, কেননা যাঁহার বক্ষঃস্থলে কমলা বিরাজমান,তিনি এই দীনহীন ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন. এবং পরম স্নেহে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আমায় কতই মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া আমায় স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া আমার পদধৌত করাইয়া দিলেন। সাক্ষাৎ কমলা রুক্মিণী দেবী আমায় স্বহস্তে চামরব্যজন করিলেন ইহাপেক্ষা আর আমার কি

সৌভাগ্য হইবে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ নিজ গ্রামের সন্নিকটস্থ হইয়া ভাবিলেন ব্রাহ্মণী আমায় প্রভুর নিকট ধন প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে কি বলিব। শুদ্ধমতি ব্রাহ্মণ এই কথা মনে করিতে করিতে নিজ পর্ণকুটীরের সম্মুখীন হইয়া দেখিলেন তাঁহার সে পূর্ব্বের পর্ণকুটীর আর নাই তাহার স্থানে অপূর্ব্ব অট্টালিকা শোভা পাইতেছে এবং অট্টালিকা সংলগ্ন সুন্দর উপবন নানাবিধ ফলেপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। পক্ষী সকল বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুর গান করিতেছে, ঐ উপবন মধ্যগত স্বচ্ছ সরোবর প্রস্ফুটিত কমল কোকনদে সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে, হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল সুখে কেলি করিতেছে, ব্রাহ্মণ নিজ কুটীরখানি নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র ঐ অট্টালিকার দ্বারপালগণ সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। পতির আগমনবার্ত্তা শ্রবণে পতিপ্রাণা বিপ্রপত্নী অপূর্ব্ব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ এত ঐশ্বর্য্য সম্পদ দর্শনে প্রেমাকুলিত হৃদয়ে বারম্বার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নমস্কার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, প্রভু আমি অতি নরাধম চিরদরিদ্র, তুমি সর্ব্বময়, তোমার দর্শনেই আমার সর্ব্বপাপ বিদূরিত হইয়াছে। প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী, তুমি আমার দুঃখ অন্তরে জানিয়াই এত ধনঐশ্বর্য্য দান করিয়াছ এবং ভক্তের দান তোমার অতি প্রিয় বলিয়াই আমার দত্ত চিপিটক গুলি অমৃত বোধে আহার করিয়াছ, প্রভু আমি যেন জন্মে জন্মে

তোমার দাসত্বই করিতে পারি। এই কথা মনে করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে বারম্বার লুণ্ঠিতমস্তক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, পরে পত্নীসহ ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পণ করতঃ কিছুকাল অনাসক্ত ভাবে সংসার যাত্রা করিয়া পত্নীসহ বৈকুণ্ঠধামে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

—o—

শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ।

একদা অবনীমণ্ডলের নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে মহামুনি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে দ্বারকায় আসিয়া উপনীত হইলেন। নারদকে দর্শনমাত্র ভগবান্ হরি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া মস্তক অবনত করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহাকে দিব্যাসনে বসাইলেন। দেবর্ষি অমরায় গমন করিয়া নন্দনের একটী পারিজাত আনিয়াছিলেন। সেই পারিজাত পুষ্পটি ভক্তিগদগদ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দান করিলেন। কমলনয়ন মাধব পার্শ্ববর্ত্তিনী কামিনীকে প্রেমভরে সেই পারিজাত পুষ্পটি দান করিলেন। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ হরির সহ নানা কথা আলাপ করতঃ বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নারদ অমর নগর হইতে পারিজাত আনিয়াছেন, এবং ভগবান্ হরি ঐ পুষ্প তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী রুক্মিণীকে প্রেমানুরাগ বশতঃ দান করিয়াছেন এই কথা মুহূর্ত্ত মধ্যেই কৃষ্ণপত্নীগণের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। এই কথা শ্রবণমাত্র অভিমানিনী কৃষ্ণপ্রিয়তমা সত্যভামা বেশ ভূষা ত্যাগ করিয়া স্ফুরিত অধরে রোদন করিতে করিতে ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। সপত্নী রুক্মিণীর সৌভাগ্য ও নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করতঃ অভিমানে ঈর্ষ্যানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইল। সপত্নীদ্বেষে আত্মহারা হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় ধূলি শয্যায় শয়ন করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে সত্যভামার অভিমানের বিষয় অবগত হইয়া ধীরে ধীরে মৃদুমন্দগমনে সত্যভামার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সত্রাজিৎনন্দিনী চারুহাসিনী সত্যভামা ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং আলুলায়িতকুন্তলে ভূমি শয্যায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু আরক্ত, কেশপাশ আলুলায়িত ও অঙ্গ আভরণহীন; দেখিয়াই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিলেন, এবং সোহাগ-সুমধুর বাক্যে হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! আমি তোমার চিরদাস, সর্ব্বদাই আমি তোমার আজ্ঞা বহনে প্রস্তুত, আমি থাকিতে এ জগতে তোমার কি অপ্রাপ্য আছে; তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে আমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিব। হে প্রিয়ে! এক্ষণে প্রসন্ন হও"। জগৎপতির এইরূপ অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া মানিনী সত্যভামা ভূশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃত্রিম কোপ-ভরে ভ্রুকুটী-কুটিলনয়নে বলিলেন, "আমার একটী পারিজাত বৃক্ষ চাই, এই দণ্ডেই আনিয়া দাও।" ভগবান্ হরি সহাস্য বদনে বলি-লেন, "প্রিয়ে, পারিজাত বৃক্ষ কোন ছার, তুমি প্রার্থনা করিলে আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যাহা কিছু আছে সমস্তই আনিয়া দিতে পারি।" তখন সত্যভামার মান দূরে গেল, নবযৌবনা সুন্দরী সত্য-ভামার মৃদুহাস্যে তাঁহার বদন প্রেমানুরাগে পূর্ণ হইল। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে বসিয়া নানা রহস্যালাপে মগ্ন হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করিলেন, যে অবিলম্বে আমার অনুমতি ক্রমে স্বর্গের নন্দন কানন হইতে একটি

পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন কর। শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি ক্রমে তাঁহার দূতগণ ত্বরাগতি অমরাপুরীতে গমন করিয়া দেবউদ্যান নন্দনবনে প্রবেশ করিয়া পারিজাত পুষ্প সকল তুলিতে লাগিল। দেবোদ্যান-রক্ষকগণ সুরপতি ইন্দ্রের সমীপে গিয়া বলিল, "প্রভু, মর্ত্ত্যধামের শ্রীকৃষ্ণদূত আসিয়া পারিজাত বৃক্ষগুলি উৎপাটন করিতেছে, আমাদের প্রতি এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়!" সুরপতি দূতমুখে এই কথা শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন "তোমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। দেবতাভোগ্য পারিজাত মনুষ্যে উপভোগ করিবে ইহা কখনই হইতে পারে না। তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর।" শচীপতির বাক্যে দেবদূতগণ নানা অস্ত্র প্রহরণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের দূতদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং শ্রীকৃষ্ণের দূতকে প্রহার করতঃ সে স্থান হইতে তাড়িত করিল। যদুপতির দূতগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া দ্বারাবতীতে গমন করিয়া সেই সকল কথা নিবেদন করিলে, ভগবান্ হরি রোষাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং দেবরাজের সহ যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। সুরপতি ইন্দ্রও যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইলেন। তখন অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ হরি ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক পারিজাত বৃক্ষটী গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমোঘবীর্য্য দর্শনে সহস্রাক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং ধ্যান-যোগে তাঁহাকে অবগত হইয়া বারংবার কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি করতঃ নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বহস্তে পারিজাত বৃক্ষটি শ্রীকৃষ্ণের চরণে উপহার দিলেন। বাসুদেব হরি পূর্ণমনোরথ হইয়া

ঐ নন্দনের পারিজাত বৃক্ষটি লইয়া গিয়া প্রিয়তমা সত্যভামার অঙ্গনে স্থাপিত করিলেন, তখন কৃষ্ণপ্রিয়তমা পারিজাত বৃক্ষ দর্শনে পরম পুলকিতা হইয়া সপত্নীদিগকে আহ্বান করত পারিজাত বৃক্ষ দেখাইতে লাগিলেন। অখিলপতি জগন্নাথ পত্নীর চিত্ত বিনোদনের জন্ম স্বর্গের পারিজাত আনিয়া মর্ত্ত্যে স্থাপিত করিলেন। ঐ মন্দার পুষ্পের সৌরভে দিগন্ত সুরভিত হইল ও মধুলোলুপ অলিকুল দলে দলে আসিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ সকলেই সেই পারিজাত পুষ্পের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া জগৎপতি কৃষ্ণকে ধন্তবাদ দিতে লাগিলেন। সত্রাজিৎনন্দিনী কৃষ্ণের সহ অভিমান-যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

—o—

অজামিলের মুক্তিলাভ।

কোন দেশে অজামিল নামে এক শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দৈবযোগে ঐ ব্রাহ্মণ কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভুবনমোহিনী নবযৌবনা অপূর্ব্ব রূপবতী চণ্ডালিনীর সহ মিলিত হইলেন। ঐ সুন্দরী চণ্ডালিনীর রূপে ব্রাহ্মণ অজামিল মুগ্ধ হইয়া দিবারাত্রি তাহার সঙ্গসুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণের ঔরসে চণ্ডালিনী গর্ভে কএকটি পুত্রও জন্ম গ্রহণ করিল। অজামিল ঐ সকল পুত্রগণকে প্রাপ্ত হইয়া মোহের কুহকে আত্মহারা হইয়া তাহাদিগকে বাৎসল্যস্নেহে লালন পালন করিতে লাগিলেন ও যুবতী চণ্ডালিনীর পদে আত্মবিক্রয় করতঃ তাহার ক্রীড়নক সদৃশ হইলেন। ব্রাহ্মণ অজামিল সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটীকে নিতান্ত স্নেহ করিতেন; সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটীই তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় ছিল। ব্রাহ্মণ তাহার নাম নারায়ণ রাখিয়াছিলেন। ঐ পুত্রও পিতার স্নেহমুগ্ধ হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নিতান্ত স্নেহবশে ঐ পুত্রটিকে লইয়া দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। নষ্ট-বুদ্ধি বিবেকহীন ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী হইয়া তাহাদের উচ্ছিষ্টাদি ভোজন পূর্ব্বক তাহাদের সহ দুর্গন্ধময় অন্ধকার কুটীরে আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল গত হইলে ব্রাহ্মণের মৃত্যুকাল আসিয়া সমুপস্থিত হইল, ভয়ঙ্কর কৃপাণহস্ত কৃতান্তকিঙ্করগণ তাঁহাকে পাশবদ্ধ করিয়া যমপুরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল।

ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে নিতান্ত ভয়বিহ্বলকণ্ঠে "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। নারায়ণ নাম উচ্চারণ মাত্র চতুর্ভুজ বনমালাধারী কমললোচন বিষ্ণুর দূতগণ তাঁহার সমীপে আগমন করত যমদূতগণের হস্ত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন এবং দিব্য দেবরথে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠগমনের আয়োজন করিলেন। যমদূতগণ বিস্ময়পূর্ণহৃদয়ে আশ্চর্য্য হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে সবিনয়ে বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ তোমরা কে? যাবজ্জীবন কুকর্ম্মান্বিত কুক্রিয়ানুরক্ত এই অজামিল মৃত্যুদশাগ্রস্ত হইলে আমরা যমরাজের অনুজ্ঞাক্রমে ইহাকে যমপুরে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলাম, আপনারা কি কারণ এস্থানে আসিয়া ইহাকে পাশমুক্ত করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি বলুন।" যমদূতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হে কৃতান্ত-অনুচরগণ! এই দ্বিজ অজামিল যাবজ্জীবন কুক্রিয়ারত ও চণ্ডালিনী-অনুরক্ত ছিল বটে। কিন্তু মৃত্যুকালে সেই পরমপাবন নারায়ণ নাম স্মরণ মাত্রই সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুলোক গমন করিতেছেন। হে যমানুচরগণ, যে ব্যক্তি অন্তকালে সেই পরমপবিত্র শ্রীহরির নাম স্মরণ বা উচ্চারণ করে, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।" বিষ্ণুদূত-গণের নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতান্ত-অনুচরগণ যমরাজের নিকট অবিকল সমস্ত বর্ণনা করিল, যমরাজ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লোকপবিত্রকর নাম অন্তকালে যে ব্যক্তি উচ্চারণ করে, সে তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া

থাকে। দুষ্ক্রিয়াসক্ত কুকর্ম্মান্বিত অজামিল এই প্রকার চরমকালে নারায়ণ নাম উচ্চারণ মাত্রেই সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। এই লোকপাবন অজামিল উপাখ্যান শ্রবণে জীব সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল লাভ করিয়া থাকে।

—০—
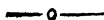
সন্দীপনি মুনির মৃত পুত্র আনয়ন।

ভগবান্ হরি গুরু সন্দীপনি মুনির নিকট অধ্যয়ন সমাপনান্তে তাঁহাকে বিনয়াবনত হইয়া বলিলেন, "হে গুরুদেব! আপনার কৃপায় আমার সমস্ত বিদ্যাই লাভ হইয়াছে, এক্ষণে আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" তখন মুনি সন্দীপনি সকাতরে বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি এ সংসারের পরম কারণস্বরূপ ও অনন্ত শক্তিময়; তোমার নিকট আমি যে গুরু-দক্ষিণা প্রার্থনা করিব তুমি তাহা অপূর্ণ রাখিবে না, হে কৃষ্ণ! আমার ধন সম্পদে প্রয়োজন নাই, বহুদিন হইল আমার একটি পুত্র সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়াছে, সে কারণ আমরা অতিশয় সন্তপ্ত চিত্তে জীবন যাপন করিতেছি। হে যদুনন্দন! যদি আমায় গুরু-দক্ষিণা দিবার নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, আমার মৃত পুত্রটি আনয়ন করিয়া আমাকে গুরুদক্ষিণা দান কর। আমার সবেমাত্র জগতে একটি পুত্ররত্ন ছিল, তাহাকেও অকালে নির্ম্মম কাল হরণ করিয়াছে, এক্ষণে তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্য জানিয়াই তোমার নিকট সেই পুত্রটি প্রার্থনা করিতেছি, তুমি অবশ্যই আমার পুত্রটি যমপুর হইতে আনয়ন করিবে, ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। তোমা ভিন্ন এ জগতে অন্য এমন কেহ নাই যে আমার মৃত পুত্র দান করিতে পারে। হে বাসুদেব! আমি তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াই তোমার নিকট মৃতপুত্র প্রার্থনা করিতেছি, হে অমিত-প্রভাব! এক্ষণে আমার মনোরথ পূর্ণ কর।" গুরুর সকরুণ বাক্য

শ্রবণ করিয়া "আপনাদের মৃতপুত্র আনিয়া দিব" স্বীকার করিয়া দামোদর হরি ক্রোধভরে রথারোহণপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন, এবং রোষারক্ত নয়নে সিন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে; সমুদ্র ভয়াকুল হইয়া কম্পিত হৃদয়ে করযোড়ে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়-মান হইয়া বলিল, "হে প্রভো! এ দাসের প্রতি কৃপা করুন, কি অপরাধে আমার প্রতি এত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন? হে দেবদেব, এক্ষণে আমার প্রতি আজ্ঞা করুন। আমি আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব?" ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন, "হে সিন্ধো! তুমি অবিলম্বে আমার গুরুপুত্রকে আনয়ন কর,আমার গুরুপুত্রকে তুমি সংহার করিয়াছ। হে রত্নাকর! যদি মঙ্গল কামনা থাকে অবিলম্বে তাঁহাকে আমার হস্তে অর্পণ কর, নতুবা আমার হস্তে তুমি বিবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিবে।" ভগবানের কঠোর বাক্য শ্রবণে সিন্ধু ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, "হে প্রভো! এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই, আমার গর্ত্তে শঙ্খরূপী এক মহাদৈত্য আছে, সেই দুরাত্মাই আপনার গুরুপুত্রকে সংহার করিয়াছে। অতএব হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার প্রতি রোষ ত্যাগ করুন, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র অপরাধ নাই।" সাগরের এই কথা শুনিবামাত্র ভগবান্ হরি সাগরজলে মগ্ন হইয়া দুষ্ট শঙ্খাসুরকে ধারণ করতঃ তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া মুষ্ট্যাঘাতে তাহার প্রাণবধ করিলেন এবং সুদর্শন চক্রে তাহার উদর বিদীর্ণ করিলেন কিন্তু তথায় গুরুপুত্রের কোন সমাচার না পাইয়া সেই শঙ্খ হস্তে লইয়া সাগরজল হইতে উত্থান করতঃ রথারোহণ করিলেন,

এবং কিছুক্ষণের মধ্যে যমপুরে আগমন করিয়া ঐ পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলেন। যমরাজ ভগবান্ হরির সেই মহাশঙ্খ-ধ্বনি শ্রবণমাত্র অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া করযোড়ে অচিন্ত্যমহিম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক বিধি সহকারে পূজা করতঃ তাঁহাকে গৃহমধ্যে রত্নাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং বিনয় অবনত মস্তকে বারংবার প্রণত হইয়া বলিলেন, "হে নারায়ণ! আজ আমার কি সৌভাগ্য যে তুমি এ দাসের গৃহে আগমন করিয়াছ, হে সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিমান আমার কোটী অপরাধ ক্ষমা কর। আমার এই পুরী আজ তোমার চরণস্পর্শে পবিত্র হইল, এবং আমারও জীবন জন্ম সফল হইল। এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব তাহা আজ্ঞা কর। হে কৃপাময়! এ দাস তোমার আজ্ঞা পালনে সততই ইচ্ছা করে।" ভগবান্ হরি শমনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "হে কাল! তুমি অবিলম্বে আমার গুরুপুত্রকে আনয়ন কর। আমি গুরু সন্দীপনি মুনিবরকে তাঁহার মৃতপুত্র প্রদান করিব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি। সেই বালক সাগরজলে জলমগ্ন হইয়া তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছে। হে কাল, ত্বরায় তাহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণমাত্র ঐ বালককে যমরাজ স্বধাম হইতে আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অখিললোকনাথ হরি সহাস্য বদনে যমরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুপুত্র সহ রথারোহণে সন্দীপনি মুনিগৃহে উপ-স্থিত হইলেন, এবং গুরু ও গুরুপত্নীপদে বারম্বার প্রণাম করিয়া

গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার মৃতপুত্র আনয়ন করতঃ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। মুনি সন্দীপনি ও তাঁহার পত্নী মৃতপুত্র পুনরায় জীবিত প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দাশ্রু জলে অভিষিক্ত হইয়া বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার দর্শনেই আমার জীবন সফল হইয়াছে, তোমার মত শিষ্য না হইলে এরূপ গুরুদক্ষিণা দিতে কে সমর্থ হইত! এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি তোমার কল্যাণ হ'ক তুমি আনন্দে পিতামাতা সন্নিধানে গমন কর। তোমার এই অদ্ভুত চরিত্র জগতে চিরকীর্ত্তিত থাকিবে, আমি তোমার শিক্ষক ও গুরু হইয়া ধন্য হইলাম।" ভগবান্ হরি অগ্রজ বলরামের সহ গুরু ও গুরুপত্নীর চরণ বন্দনা করতঃ তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বগৃহে আগমন করিলেন।

—o—

উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন।

অনন্তশক্তি হরির অপূর্ব্ব লীলা বর্ণনা করা কাহার সাধ্য। তিনি জগতের পতি ও জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা। সেই হরির বিচিত্র লীলা শ্রবণে বা কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ দূর হয়, একান্ত চিত্তে সকলেই সেই জগৎপতি হরিকে ভজনা করুন। তাহা হইলে নিশ্চই ভবযন্ত্রণা-মুক্ত হইয়া সেই বিশ্বময় হরির চরণ লাভ করিবেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে বৃন্দাবন মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও নীরস ভাব ধারণ করিল, নন্দআদি সমস্ত গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মৃতপ্রায় হইয়া জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এবং নন্দরাণী যশোদা শ্রীকৃষ্ণবিরহে নিরন্তর রোদন করিতে করিতে দৃষ্টিহীন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিরহবিধুরা, গোপিকাগণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া,"হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" রবে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রজরাখালগণ মলিন বিমর্ষবদন হইয়া দীনহীনের ন্যায় "কোথায় শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে করিতে বৃন্দারণ্যের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ধেনুবৎসগণ তৃণ-ভক্ষণে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধনয়নে জলধারাকুল লোচনে যমুনার দিকে চাহিয়া থাকিত, অন্তর্য্যামী শ্রীশ্যামসুন্দর মনে মনে ব্রজবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা অবগত হইয়া গোপগোপীগণের সান্ত্বনার্থে প্রিয়সখা উদ্ধবকে আহ্বান করিয়া নির্জ্জনে বলিলেন, "হে সখে! তুমি আমার একান্ত প্রিয়, তোমার নিকট একটি মর্ম্ম বেদনার কথা বলি, আমার অভাবে ব্রজবাসিগণ অতিশয় শোকে দুঃখে জীবন্মৃত হইয়া আছে,

তুমি একবার ব্রজে গমন কর ও ব্রজবাসিগণকে প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিয়া আইস। সখে! তোমাবিনা এ কার্য্য আর অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভবে না, তুমি ব্রজে গমন করিয়া নন্দ যশোমতীকে আমার কুশল বার্ত্তা জানাইবে, এবং ব্রজগোপীদিগের নিকট আমার মঙ্গল বার্ত্তা কহিবে, ব্রজগোপিকাগণ আমার বিরহে মৃতপ্রায় হইয়া অনাথার ন্যায় বৃন্দারণ্যের বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে। এবং ব্রজরাখালগণ আমার বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" রবে অবিচ্ছেদে রোদন করিতেছে, ধেনুবৎসগণ তৃণ বারি ত্যাগ করিয়া জলধারাকুল হইয়া রোদন করিতেছে। হে সখে, ব্রজবাসিগণের এবং নন্দ যশোমতীর করুণ রোদনে আমার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তুমি ত্বরাগতি ব্রজে গমন করিয়া আমার কুশলবারতা দানে তাহাদের আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা কর।" ভগবান্ হরির আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধব তাঁহার পদে প্রণাম করিয়া দিব্য রথে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এবং যথাকালে ব্রজধামে উপস্থিত হইয়া ব্রজের শোভা দর্শনে মুগ্ধহৃদয় হইলেন, দেখিলেন ধেনুবৎসগণ চারিদিকে বিচরণ করিতেছে, পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া কৃষ্ণগুণগান করিতেছে, গোপগণ দুগ্ধ দোহন করিতেছে, নানাপুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায় বৃন্দাবনের উপবন সকল পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, বৃন্দাবনের স্বচ্ছ নির্ম্মল জলে পূর্ণ সরসী সকল কুমুদ কহ্লারে মনোরম সুন্দর সুচারুদর্শন হইয়াছে, এবং প্রফুল্ল কাননে অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে; উদ্ধব এই সমস্ত ব্রজভূমির সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ব্রজরাজ

নন্দের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে গোপবর নন্দ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রূপবান উদ্ধবকে আগত দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। উদ্ধব নন্দের নিকট আসিয়া "আমি মথুরাপুরী হইতে আগমন করিয়াছি" বলিয়া ব্রজরাজের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের কুশল সমাচার দান করিলে মহামতি নন্দ প্রীতমনে উদ্ধবকে মহার্ঘ আসনে বসাইয়া সুমধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সকল কথা একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণেই ব্রজরাজ নন্দ অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "হায়! আমায় এবং তাঁহার জননী যশোমতীকে আর কি তাঁহার স্মরণ আছে?" পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া উদ্ধবকে সযত্নে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করতঃ বিবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া শ্রান্তিদূর করিবার জন্য সুকোমল শয্যা পাতিয়া দিলেন। কৃষ্ণ-সখা উদ্ধব কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তিদূর করিলে নন্দরাণী যশোমতী ও নন্দরাজ উদ্ধবের নিকট বসিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "হে উদ্ধব, সত্য করিয়া বল, আমাদের কি আর হরি মনে রাখিয়াছেন? তাঁহার দুঃখিনী অভাগিনী যশোদাজননী বলিয়া কি আর মনে আছে, আর কি বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের গোপ গোপী বলিয়া তিনি স্মরণ করেন, আর কি ব্রজের রাখালগণকে ও ধেনুবৎসগণকে মনে করিয়া থাকেন।"

হে উদ্ধব! সত্য করিয়া বলদেখি আর কি নীলমণি বৃন্দাবনে আগমন করিবেন, এবং পূর্ব্বেরমত ক্ষীর সর নবনী ভোজন

করিবেন। কবে আমাদের সেই প্রাণগোপাল পুনরায় ব্রজে আগমন করতঃ আমাদের দুঃখ দূর করিবেন। হে উদ্ধব, কবে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেই পূর্ণচন্দ্রসম বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিব। কবে সেই ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমনয়ন কৃষ্ণকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করিব, কবে ব্রজরাখালগণ সহ শ্রীহরি আবার ধেনুচারণ করিবেন, যে কৃষ্ণ হইতে আমরা ইন্দ্রের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, যে কৃষ্ণ হইতে আমরা দাবাগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম, সেই কৃষ্ণ কি পুনরায় কৃপা করিয়া দর্শন দানে আমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবেন। আর কি সেই কমলনয়ন হরির হাস্যানন আমরা দর্শন করিব, সে মধুর সম্বোধনে কি আর হৃদয়প্রাণ জুড়াইব?" এই সকল কথা বলিতে বলিতে "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" করিয়া নন্দরাজ অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। নন্দের দশা দেখিয়া নন্দরাণী "হা গোপাল, হা গোপাল" করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধরণীলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। অশ্রুজলে যশোদার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। নন্দযশোদার অবস্থা দর্শনে উদ্ধব কাতর চিত্তে তাঁহাদিগকে ভূমি হইতে উঠাইয়া অশেষ সান্ত্বনা বচনে তাঁহাদের প্রবোধ দান করিলেন, এবং পরম জ্ঞানগর্ভ বাক্যে নন্দরাজকে বলিলেন, "হে ব্রজরাজ, তুমি ভ্রম দূর কর, তোমার নন্দন শ্রীকৃষ্ণ জগতের ঈশ্বর ও সর্ব্বজীবের সৃজনপালনকারী, তোমরা পতি পত্নী ভক্তপ্রধান ও ভগবানে একান্ত বদ্ধচিত্ত তাই জানিয়া সেই অখিলনাথ পুত্র রূপে তোমাদের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ দুইজনে পুত্ররূপে তোমাদের স্নেহে লালিত হইয়াছেন,

কিন্তু তাঁহাদের মনুষ্য বিবেচনা করিও না। সেই বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা বিশ্বময় হরিকে পরম পুরুষ বলিয়াই জানিবে। তোমরা বিকারশূন্য হইয়া অবিচ্ছন্ন তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান কর। সেই গোলোকবিহারী নররূপে তোমার গৃহে লালিত হইয়াছেন, ইহাপেক্ষা তোমার আর কি সৌভাগ্য আছে। তোমাদের সান্ত্বনা করিতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমায় এইস্থানে পাঠাইয়াছেন, কিছুদিনান্তে সেই প্রেমময় আবার তোমাদের সহ মিলিত হইবেন। হে গোপরাজ! তুমি বৃথা শোক ত্যাগকর। নিশ্চয় জানিবে ভগবান্ হরি তোমার নিকট আগমন করিবেন, সর্ব্বজীবের মুক্তিদাতা সর্ব্বেশ্বর অব্যয় তেজঃস্বরূপে তিনি সর্ব্বজীবেই সতত অবস্থান করিতেছেন। তিনি তেজঃস্বরূপে সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, হে ব্রজরাজ, বৃথা আর রোদন করিওনা।" এইরূপ কথোপকথনের পর সন্ধ্যা সমাগত হইল, উদ্ধব দেখিলেন গোপিকাগণ দুগ্ধদোহন করিতে করিতে সুমধুর সুরে কৃষ্ণগুণগান করিতেছেন, কেহ বা দধি মন্থন করিতে করিতে হরিগুণকীর্ত্তন করিতেছেন। নন্দগৃহদ্বারে অক্রূরের রথ দর্শন করতঃ গোপিকাগণ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সকলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন গোপী বলিলেন, সখি! আবার কি অক্রূর আসিল।" কোন গোপী বলিলেন, "সখি! দেখদেখি শ্রীকৃষ্ণ কি ব্রজে আসিয়াছেন?" কোন গোপী বলিলেন, "সখি, আমাদের কি এমন শুভাদৃষ্ট হইবে যে ভগবান্ হরি পুনরায় ব্রজে আগমন করিবেন।" এইপ্রকার বলিতে বলিতে গোপিকাগণ নন্দালয়ে প্রবেশ করতঃ নবজলধরশ্যাম পীতবসন বনমালা-শোভিত শ্রীকৃষ্ণসখা

উদ্ধবকে দর্শন করতঃ নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কোন গোপী উদ্ধব সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন, "হে মহামতে! তোমার কোথা হইতে আগমন হইয়াছে, তোমার কি নাম, কৃপা করিয়া আমাদিগকে বল। তোমার বেশভূষা ও আকার প্রকার শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেখিতেছি, বোধ হয় তুমি শ্রীকৃষ্ণসখাই হইবে।" পরম ভাগবত উদ্ধব তখন সহাস্যবদনে বলিলেন, "হে ব্রজবাসিনীগণ! তোমরা সত্যই অনুমান করিয়াছ, আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, আমার নাম উদ্ধব। আমি মধুপুর হইতে আগমন করিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহ কুশলে আছেন, তোমাদের তত্ত্ব জানিবার জন্যই আমায় এইস্থানে পাঠাইয়াছেন।" উদ্ধবের কথা শুনিয়া ব্রজগোপিকাগণ বলিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণদূত উদ্ধব! যদি কৃপা করিয়া ব্রজে আগমন করিয়াছ, তবে ব্রজের দুর্দ্দশা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও, শ্রীকৃষ্ণের আমাদের প্রতি যতদূর মমতা তাহাত স্পষ্টই বুঝিতেছি, যেরূপ কমলিনীর সহ মধুকরের প্রেম ক্ষণস্থায়ী, আমাদের সহ শ্রীহরির প্রেমও তদ্রূপ, একথা সত্য মিথ্যা তুমিই অনুভব কর। যশোদানন্দন শ্রীহরি যে এত কপট আমরা তাহা না জানিয়াই তাঁহার পদে কুল মান্ জীবন যৌবন অর্পণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই নিষ্ঠুর হরি আমাদের ত্যাগ করিয়া মধুপুর গমন করিলেন; বৃক্ষসকল যেমন পুরাতন পত্র ত্যাগ করে, তৃণহীন ক্ষেত্র যেমন পশুপক্ষিগণ ত্যাগ করে, ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি আমাদের সেইরূপ পরিত্যাগ করিয়া নবীনা মথুরানাগরীগণের সহ আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতেছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজাঙ্গনাগণ লজ্জাভয় ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধবকে দর্শন মাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া উদ্ধবের কর ধারণ করতঃ লজ্জাভয় ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হে উদ্ধব! সত্য করিয়া বল দেখি, আর কি আমাদের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমে আসিবেন না? আর কি ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই রাতুল চরণ বক্ষে ধারণ করিবে না? আর কি সেই বংশীধারী মোহনবেণুগানে আমাদের কর্ণকুহর শীতল করিবেন না? আর কি নন্দদুলাল রাখালগণের সহ কদম্বতলায় ক্রীড়া করিবেন না? এবং বৃন্দাবনের বনে বনে আর কি হরি গোচারণ করিবেন না? হে উদ্ধব! কবে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র দর্শন করিব? কবে তাঁহার মধুর মুরলীধ্বনি শ্রবণে হৃদয়ের বিরহানল শীতল করিব? আর কি আমরা যমুনাতীরে তাঁহার সহ সুমন্দ সমীরে বিহার করিব? আর কি মাধব ব্রজে আসিয়া আমাদের সহ রাসবিহার করিবেন? হে কৃষ্ণ-দূত! কৃষ্ণ বিরহে ব্রজভূমির কি দুর্দ্দশা হইয়াছে একবার দেখ। দেখ এই যমুনাকূলে হরি যে কদম্বতলে ক্রীড়া করিতেন সে কদম্ব বৃক্ষের আর সে শোভা নাই, যমুনার সে আনন্দ লহরীর আর তেমন উচ্ছাসও নাই, কুসুমকাননে আর কুসুমকুলের বিকাশ নাই, তাহারা শ্রীহরি-বিরহে শতমুখে রোদন করিতেছে, এই মাধবী-লতাও মাধব-বিরহে শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া ভূলুণ্ঠিতা হইতেছে, বৃন্দাবনের বনে কোকিলগণ আর গীতও গাহে না, অলিকুল নীরব। হে

উদ্ধব! বৃন্দাবনের সরোবর সকল প্রায় শুষ্ক হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় কমলিনীকুল আর সরোবরে প্রস্ফুটিতও হয় না, মধুকর দল আর সেথায় গুঞ্জনও করে না। হে উদ্ধব, নন্দযশোদার দুঃখের কথা কি বলিব—তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতে করিতে অন্ধ-প্রায় হইয়াছেন, ব্রজরাখালগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিবর্ণ বদনে বৃন্দাবনের বনে বনে রোদন করিতেছে, ধেনুবৎসগণ শ্রীহরির বিরহে উর্দ্ধমুখে সজল লোচনে তৃণবারি ভক্ষণ না করিয়া বৃন্দাবনের পথের দিকে চাহিয়া আছে। কৃষ্ণবিরহে ব্রজগোপিকা-গণের দুরবস্থা ত তুমি স্বচক্ষেই দেখিতেছ" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে হা কৃষ্ণ, হা গোপীজনবল্লভ, "হা করুণাময়, একবার দেখা দাও" বলিতে বলিতে রাধা সতী মূর্চ্ছিতা হইলেন। উদ্ধব অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ বলিলেন, "হে মহাদেবি, রোদন সম্বরণ করুন, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই ব্রজপুরে আগমন করিবেন। হে রাজনন্দিনি! আপনি বৃথা শোকে মগ্না হইবেন না, হরি নিশ্চয়ই ব্রজভূমে আগমন করতঃ আপনাদের সহ পুনরায় মিলিত হইবেন। হে ব্রজসুন্দরী গোপিকাগণ, আপনারা ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্বরায় বৃন্দাবনে আসিবেন। এক্ষণে আমায় বিদায় দিন আমি মধুপুরী গমন করিব।" উদ্ধবের মধুপুরগমন কথা শুনিয়াই গোপিকাগণ রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হে কৃষ্ণসখা, আমাদের প্রাণনাথ হরির সমস্ত কথা একবার আমাদের নিকট বলুন, আমরা হরি-বিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের দেহে জীবন

মাত্র আছে, আমরা শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে শ্রীহরিরূপই দেখিতেছি, হে উদ্ধব, কৃপা করিয়া দুঃখিনী ব্রজগোপিকাদের দুঃখকাহিনী শ্রীহরির চরণে নিবেদন করিও। যে দিন হরি মধুপুরে গমন করিয়াছেন, আমরা সেই দিন হইতেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে উদ্ধব, আর তোমায় কি বলিব, কেবল মাত্র কৃষ্ণনামামৃত পানেই আমরা জীবিতা আছি।" উদ্ধব ব্রজরমণীগণের শীর্ণ দেহ, মলিন বদন, নিরাভরণ শরীর, আলুলায়িত কুন্তল, মলিন বসন দেখিয়া মনে মনে অতিশয় পরিতপ্ত হইলেন ও বারংবার শ্রীরাধিকাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া গোপীগণকে সান্ত্বনা দিয়া মথুরা প্রস্থান করিলেন।

——o——

উদ্ধবের মথুরা প্রত্যাগমন।

(শ্রীবৃন্দাবন সংবাদ)

মহামতি উদ্ধব বৃন্দাবন হইতে বিদায় হইয়া রথারোহণে পুনরায় মথুরায় সমুপস্থিত হইলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণত হইয়া ব্রজের বারতা বলিতে লাগিলেন। যদুপতি কৃষ্ণ আগ্রহ সহকারে প্রিয়সখা উদ্ধবকে নিজ সমীপে বসাইয়া বলিলেন, "হে সখে, আমায় ত্বরা করিয়া ব্রজভূমির কুশল বারতা বল। ব্রজ-গোপীগণের বিরহে আমার হৃদয় অতি সন্তপ্ত হইয়াছে। সখে, ভক্তের করুণরোদনে আমার হৃদয় বিচলিত হইয়া থাকে। আমার অভাবে পিতা নন্দরাজ, জননী যশোদা কেমন আছেন, এবং আমার ব্রজসখা রাখালগণ কেমন আছেন, এবং আমার প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা সতী ও ব্রজরমণীগণ কিরূপ অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন তাহা বিশেষ করিয়া বল। আমার অভাবে ধেনু-বৎসগণ কিরূপ আছে, এবং আমার ক্রীড়াভূমি সেই যমুনাতীরে ভাণ্ডির বন, নিধুবন, নিকুঞ্জ বনের ও তমাল বনের কি অবস্থা হইয়াছে। হে সখে, পিতা নন্দ, জননী যশোমতী আমায় কি বলিলেন। শ্রীদাম সুদামাদি ব্রজসখাগণ আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করিল? প্রেমময়ী রাসেশ্বরী ব্রজসুন্দরী বা কি বলিলেন? গোপিকাগণ বা কি বলিল? আমায় সবিস্তারে তাহা বল। হে সখে, বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করিয়া আমার চিত্তে বড়ই বৈরাগ্য

হইয়া থাকে। আমি ব্রজবালকগণের মমতায় বদ্ধ আছি। আমি বৃন্দাবনে গোপীগণ সনে কি আনন্দে দিনপাত করিতাম, তাহা কি বলিব। ভাণ্ডীর বৃক্ষমূলে রাখালগণের সহ কত ক্রীড়াই করিতাম, এবং যমুনাপুলিনে কদম্বতলে দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিতাম। এবং ধেনুগণকে সজ্জিত করিয়া গোচারণে গমন করিতাম, এবং প্রিয়সখীগণ সঙ্গে বনবিহার করিতাম। যশোদা ও রোহিণী মাতা আমার জন্য ক্ষীর সর নবনী লইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন। হে সখে, বৃন্দাবন আমার নিত্যধাম, আমি সেই স্থানে ভক্তগণ মধ্যে যেরূপ সুখে অবস্থান করিতাম, গোলকও আমার সেইরূপ সুখকর বোধ হয় না।” ভগবান্ হরির কথা শ্রবণ করিয়া উদ্ধব পুলকিত হৃদয়ে বলিলেন, “হে যদুনাথ, আমি তোমার কৃপায় সেই পুণ্যভূমি দর্শন করিয়া আসিয়াছি, আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে। সখে, বৃন্দাবনে যাহা যাহা দর্শন করিলাম অকপটে তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার অভাবে ব্রজরাজ নন্দ ও নন্দরাণী যশোদা হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ রবে নিয়ত রোদন করিতেছেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের নয়ন অন্ধপ্রায় হইয়াছে। ভাণ্ডীর বনে গিয়া দেখিলাম, ব্রজরাখালগণ সজল-নয়নে তোমার শোকে বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছে। ধেনুবৎসগণ ঊর্দ্ধনয়নে মথুরার পথপানে চাহিয়া আছে। কলনাদিনী যমুনা শবাল পঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহার সে উজানগতি আর নাই। হে সখে, তোমার অভাবে বৃন্দাবনের আর সে শোভা নাই, বৃন্দাবনের তরুলতাগণ ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে।

বৃক্ষ সকল নীরস ও শুষ্কপর্ণ হইয়াছে, পুষ্পবন সব শ্রীহীন হইয়াছে, বৃন্দাবনে পূর্ব্বের মত আর ফলপুষ্পের শোভা নাই, কোকিল কোকিলাগণ নীরব হইয়াছে, ময়ুর ময়ূরীগণ নৃত্য ছাড়িয়াছে, ভ্রমর ভ্রমরী আর সে মধুর গুঞ্জন করে না, হে সখে, তোমার বিরহে সকলেই জীবন্মৃত হইয়াছে। ব্রজধামে গোপগণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ শব্দে প্রতিক্ষণ রোদন করিতেছে, নন্দ যশোমতী গোপাল গোপাল শব্দে ধূলায় লুণ্ঠিতা হইতেছেন, তোমার শোকে তাঁহারা রোদন করিতে করিতে দৃষ্টিহীন হইয়াছেন। রোহিণীদেবী ধূলিশয্যায় শয়ন করতঃ "রামকৃষ্ণ তোমরা কোথায় আছ একবার অভাগিনী জননীকে দর্শন দান করিয়া জীবন রক্ষা কর" বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুজলে দুকুল সিক্ত করিতেছেন। সখে, ব্রজের দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব, সেই কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমায় দেখিবামাত্র নন্দরাণী উন্মাদিনীর ন্যায় নবনীত হস্তে লইয়া 'কোথায় গোপাল' বলিয়া নবনীত আমার হস্তে দিলেন, আমি অশেষ প্রবোধ বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেও তিনি হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া বারংবার মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতে লুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। আমি বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। আমায় দেখিয়া নন্দরাজ উন্মত্তবৎ "গোপাল ক্রোড়ে আইস" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করতঃ ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সকল দুঃখ-কাহিনী তোমায় আর কি জানাইব! পরে সেস্থান হইতে গোপিকামণ্ডলে গিয়া দর্শন করিলাম যে সখীগণের মধ্যে ছিন্ন কমলিনীর ন্যায় বৃষভানুনন্দিনী আলুলায়িত কুন্তলে মলিন বদনে

আভরণহীন দেহে ভূমিতলে লুণ্ঠিতা হইতেছেন। তাঁহার শীর্ণ দেহ ও বিবর্ণ বদন দেখিলে পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়, তিনি শুদ্ধ তোমার ধ্যানে ও তোমার নামামৃত পানেই জীবন রাখিয়াছেন। হে সখে, গোপিকাকুল তোমার বিরহে পাগলিনী হইয়া তোমার গুণগান করতঃ বৃন্দাবনের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন,তাঁহাদের অশ্রুজলের উৎস প্রবাহিত হইতেছে। হে সখে, একবার ব্রজে গমন কর, নতুবা বোধ হয় ব্রজগোপিকাগণ তোমার বিরহে আর প্রাণধারণে সমর্থা হইবেন না। হে সখে, ত্বরাগতি ব্রজে গমন কর নতুবা তোমার দুঃসহ বিরহানলে রাধাসতী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার করধারণ করিয়া সেই প্রেমবিহ্বলা রাজনন্দিনী কেবল বারংবার বলিলেন 'একবার দেখাও সেই মদনমোহন শ্যামকে একবার দেখাও' এই কথা বলিতে বলিতে অচৈতন্যা হইলেন, সখে, এখন বৃন্দাবনের সকল কথাই তোমায় বলিলাম এক্ষণে আমায় অনুমতি কর বিদায় হই ও শ্রান্তি দূর করি।" উদ্ধবের নিকট ব্রজবাসীদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া হরি সজলনয়নে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ; ভক্তের বেদনায় তাঁহার করুণহৃদয় গলিল।

—০—

শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দর্শন।

একদা দেবর্ষি নারদ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে ভগবান্ কমললোচন হরি একাকী ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়া এক শরীরে পৃথক গৃহে এককালে কিরূপে ষোড়শ সহস্র রমণীর মনোরঞ্জন করেন, ইহা অতি বিচিত্র ব্যাপার! আমি একবার ভূলোকে গমন করিয়া প্রভুর লীলা দর্শন করিয়া আসি। এই মনে করিয়া দেবর্ষি নারদ অসীমশক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শনের জন্য দ্বারকাপুরে সকৌতূহলচিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অগ্রেই প্রধান মহিষী রুক্মিণীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, জগৎপতি রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে রত্ন পালঙ্কে শয়ান আছেন। দেবী রুক্মিণী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। নারদকে দর্শনমাত্র ভগবান্ হরি ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া নারদের চরণ বন্দন করতঃ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার পূজা করতঃ তাঁহাকে বিচিত্র রত্নাসনে বসাইলেন। নারদ বলিলেন, "হে অখিললোকনাথ, আপনি সর্ব্বলোকের পরম মিত্র ও দুষ্টের দমনকারী এই দুই গুণই আপনাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। জগতের ধারণ পালনের জন্য আপনার এই জন্ম। মুক্তিহেতু আপনার চরণই ভক্তগণের মোক্ষ। ব্রহ্মাদি যে চরণ ধ্যান করেন, আমি আজ তাহা স্বচক্ষেই দর্শন করিলাম।" এইরূপ কথোপকথনের পর নারদ সত্যভামার গৃহে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ভগবান্ বাসুদেব সুন্দরী সত্যভামার সহ পাশক্রীড়া করিতেছেন। নারদকে দর্শন

করিয়া তাঁহাকে বহু সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দ্বারা সৎকার করতঃ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ ক্ষণকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া তাঁহার অন্য পত্নী নগ্নজিতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখিয়া প্রণতি পূর্ব্বক আসন দান করিয়া মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। নারদ দেখিলেন যে ভগবান্ হরি পত্নী নগ্নজিতার সহ হাস্যালাপে মগ্ন আছেন। নারদ সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া জাম্বুবতীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, অচিন্ত্যমহিমা ভগবান্ যদুপতি বালক বালিকাগণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। নারদকে দেখিয়া পরম সমাদরে অজিনাসনে বসাইলেন এবং তোমার কুশলত, কতক্ষণ তোমার আগমন হইয়াছে বলিয়া নারদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। নারদ তথা হইতে বিদায় লইয়া অন্য এক কৃষ্ণ-পত্নীর গৃহে গমন করিলেন, দেখিলেন, সেস্থানে বসিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন। দেবর্ষিকে দর্শন করতঃ প্রণিপাত করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। নারদ সেস্থানহইতে অন্যস্থানে গমন করিয়া দেখেন, ভগবান্ কংসারি অবগাহন করিতেছেন, আবার কোন স্থানে গিয়া দেখেন তিনি হোম করিতেছেন।

আবার অন্য একস্থানে গিয়া দর্শন করেন যে তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করাইতেছেন। নারদ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করতঃ তথায় দেখিলেন যে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন ও মল্লভূমে আসিয়া দেখিলেন তিনি মল্লক্রীড়া

করিতেছেন, নারদ [illegible] হইতে রাজসভায় গমন করিয়া দেখিলেন, সেই স্থানে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন আবার কোন স্থানে দেখেন তিনি দান করিতেছেন, আবার মন্ত্রণাগৃহে গমন করিয়া দেখেন তিনি উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিতেছেন। আবার কোন স্থানে গিয়া দেখেন, তিনি রথের উপর উপবিষ্ট হইয়াছেন। কোন স্থানে দেখেন, হস্তীর পৃষ্ঠে গমন করিতেছেন, মহামুনি এই প্রকার ভগবান্ হরির অসীম বিভূতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করতঃ পরম পুলকিত চিত্তে ভক্তিগদগদ হৃদয়ে বলিলেন "হে অব্যয়স্বরূপ তোমার মায়ায় ব্রহ্মাদিও মোহিত, আমি সামান্য জীব, তোমার মায়া কি বুঝিব। আমার বহুজন্মের পুণ্যফলেই তোমার চরণ সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার কৃপাতেই বীণাযন্ত্রে তোমার গুণগান করিয়া পর্য্যটন করিতেছি, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! কৃপা করিয়া আমায় এই বর দাও যেন জন্মে জন্মে তোমার দাস হইয়া তোমার গুণানুকীর্ত্তন করিতে পারি।" নারদের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবান্ হরি মধুর বাক্যে বলিলেন, "হে নারদ, আমি ধর্ম্মের কর্ত্তা ও বক্তা স্বরূপ, কিন্তু লোক শিক্ষার জন্যই আবার ধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকি, এবং লোকশিক্ষার হেতুই এই জগতে অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছি। হে দেবর্ষি, আমিও এই সংসারে বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকি। এক্ষণে তুমি আমার স্বরূপ দর্শন কর" বলিয়া ভগবান্ হরি ভক্ত নারদকে কৃপাপূর্ব্বক শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বনমালাশোভিত রূপ দর্শন করাইলেন। পরমভক্ত নারদ প্রভুর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করতঃ

প্রেমার্দ্র হৃদয়ে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বাসুদেব নারদের মনোভাব অবগত হইয়াই তাঁহাকে মায়াপ্রপঞ্চ দর্শন করাইলেন।

—০—

দেবকীর মৃত পুত্র আনয়ন।

একদিন ভগবান্ হরি অগ্রজ বলদেবের সমভিব্যাহারে পিতা মাতার নিকটে গমন করতঃ তাঁহাদের চরণ বন্দন করিলেন, বসুদেব আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ সস্নেহে মস্তকাঘ্রাণ করিয়া স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, হে গদাধর, হে মহা-যোগিন্ তুমি জগতের পিতা ও জগতের আশ্রয় পরমব্রহ্ম সনাতন পুরুষ। হে বিশ্ববীজ বিশ্বকারণ তোমা হইতেই জগৎ সংসার সৃজন ও পালন হইতেছে। হে বিশ্বের নিদান তুমিই জল স্থল অন্তরীক্ষ, শান্তি তেজ শক্তি সকলি তুমি এবং পঞ্চভূতাত্মক আত্মাও তুমি এবং তুমিই ষড় রসযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়রূপে মানবশরীরে রহিয়াছ এবং অমর নগরে দেবতা রূপে অবস্থান করিতেছ এবং যোগী রূপে যোগ সমাধি সাধন করিতেছ এবং সত্ত্ব রজ তমগুণে এই সংসার রচনা করিতেছ। হে অপ্রেময়, তোমার মায়ায় এই জগৎ মুগ্ধ, তুমি পুত্ররূপে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমার জন্ম সফল করিয়াছ। হে হরি, আমি বিষয়মদে অন্ধ হইয়া তোমায় চিনিতে পারি নাই, পুত্র ভাবে তোমার লালন পালন করিয়াছি মাত্র। হে মায়াময়, তুমি মায়ার সাগর তোমার মায়া বুঝিতে আমার সাধ্য কি।" পিতা বসুদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ দেবকী-নন্দন ঈষদ্ হাস্য করিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন, "হে পিতঃ তুমি যে আমায় পুত্রভাবে পুত্রস্নেহে লালন পালন করিয়াছ, ইহা সামান্য কথা নহে, আমি চিরদিনই ভক্তাধীন, ভক্ত আমায় যেভাবে সেবা

করে সেই ভাবেই আমায় প্রাপ্ত হয়।” শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া জননী দেবকী বলিলেন, বৎস, মুনিগণের নিকটে শুনিয়াছি তোমা হইতেই এই জগৎ সংসার উদ্ভূত হইয়াছে, তুমি গুরু সন্দীপনীর মৃত পুত্র আনিয়া দিয়াছিলে। হে কৃষ্ণ, এক্ষণে জননীর এই অনুরোধ যে তোমার যে ছয়টী ভ্রাতার দুষ্ট কংসের হস্তে বিনাশ হইয়াছে তাহাদের শোকানলে আমি চিরদিন দগ্ধ হইতেছি, দয়া করিয়া আমার সেই ছয়টি পুত্রকে আনয়ন কর।” জননীর করুণ বাক্যে তাঁহার হৃদয় গলিল, তিনি অবিলম্বে অগ্রজ বলরামকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে পাতালপুরে গমন করিলেন। পাতালনিবাসী বলিরাজ অকস্মাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হৃদয়ে শ্রীপতির চরণে প্রণাম পূর্ব্বক স্বহস্তে তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দ্বারা পূজা করতঃ কুঙ্কুম চন্দন দিব্য মাল্য গন্ধ ও অপূর্ব্ব ভোজ্য দ্বারা সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন “হে ব্রহ্ম, হে অখিলেশ্বর, তোমার দরশনে আজ আমার জীবন সার্থক হইল। আমার কি সৌভাগ্য যে অদ্য তুমি আমার গৃহে আসিয়াছ। হে প্রভু, আমি অধম অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ গৃহে বসিয়াই তোমার যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত চরণ দর্শন করিলাম। হে প্রভো, এক্ষণে এই গৃহকূপ হইতে আমায় উদ্ধার কর। তোমার পাদপদ্মে যেন অচলা ভক্তি হয়। বলির স্তবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,হে অসুররাজ আমি যে কারণে পাতালপুরে আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। আদি মন্বন্তরে মরীচির ঔরসে উর্ণার গর্ভে

ব্রহ্মার যে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মা কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের ছয় পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং কালক্রমে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তাহারা নিহত হইয়া পুনরায় যদুকুলে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, পরে কংসহস্তে নিহত হইয়া এই পাতালপুরেই অবস্থান করিতেছে। আমি জননী দেবকীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাদের মাতৃসমীপে লইয়া যাইব বলিয়াই এই স্থানে আসিয়াছি। জননী তাঁহাদের দর্শনে আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন, তাহারাও শাপমুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিবে। হে অসুরপতি, অবিলম্বে তাহাদিগকে এইস্থানে আনয়ন কর।" শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞামাত্র বলিরাজ তাহাদিগকে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ভগবান্ মুকুন্দ তাহাদিগকে লইয়া বলির নিকট হইতে বিদায় হইয়া দ্বারকাপুরে আগমন করিয়া জননী দেবকীর নিকট তাঁহার ঐ ছয়টি পুত্র প্রদান করিলেন। জননী দেবকী বহুদিনের পর সেই সকল মৃত পুত্রগণকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাদের বদন কমল দর্শন করিতে লাগিলেন, পুত্রবাৎসল্যে অভিভূতা দেবকীর স্তন হইতে ক্ষীরধারা পড়িতে লাগিল, তিনি তাহা সন্তানদের একে একে পান করাইতে লাগিলেন। এই সকল পুত্রগণকে স্তন্যদানে দেবকীর চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল। তদনন্তর তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে বিগতশাপ হইয়া দিব্য দেহ ধারণ করিয়া মাতা পিতা ও শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিল। বসুদেবজায়া এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে ভক্তিবিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে

আলিঙ্গন করতঃ মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার বিচিত্র লীলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবকীর মায়ামোহ বিগত হইল। তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ ভগবান্ শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই অনন্ত শক্তিশালী অনন্তময় শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বারংবার অবনত মস্তকে প্রণাম করি।

——o——

ভৃগুর ত্রিলোকগমন।

একদা সরস্বতীনদীতীরে সমস্ত মুনিগণ একত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, এমত সময়ে তথায় বহুদেশ হইতে বহু মুনিগণ আগমন করিলেন এবং পরস্পরে ঘোরতর তর্ক করিতে লাগিলেন যে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন। এই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য মহাতপা ভৃগুমুনিকে সকল মুনিগণ বিনয় সহকারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে মুনিপ্রধান, তুমি মহাতেজঃপুঞ্জ, ব্রহ্মার তনয়। তুমি যথার্থ নির্ণয় করিয়া আমাদিগকে বল, যে দেবতার মধ্যে কোন দেব শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবের মধ্যে কোন দেব শ্রেষ্ঠ। ইহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।" মুনিগণের বাক্যে যথার্থ সত্য নিরূপণের জন্য, মহামুনি ভৃগু অগ্রে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া স্বত্বগুণ পরীক্ষার জন্য, বিধাতাকে প্রণাম ও সম্ভাষণ না করিয়া সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভৃগুর আচরণ দেখিয়া ভগবান্ বিধাতা ক্রোধকম্পিত-কলেবরে তাঁহাকে কটু বাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন। ভৃগু পিতামহ ব্রহ্মার রোষপ্রদীপ্ত মূর্ত্তি দর্শন করতঃ সে স্থান হইতে কৈলাস-শিখরে গমন করিলেন, দেখিলেন, ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীর সহ রত্নাসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহামুনি ভৃগুকে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ভৃগু ত্রিলোকনাথ মহাদেবের বাক্যে কোন উত্তর প্রদান করিলেন না এবং প্রণাম বা সম্ভাষণ করিলেন না। ভৃগুর ব্যবহারে মহাক্রোধে পার্ব্বতীনাথ

পশুপতি শূলহস্তে তাঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু সে স্থান হইতে দ্রুতগতি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দেখিলেন, রমাপতি বিষ্ণু কমলার সহ শয়ান আছেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগু ব্রহ্মার নিকট ও শিবের নিকট অবমানিত হওয়ায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রণাম বা সম্ভাষণ না করিয়া একেবারে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। শ্রীহরি নিদ্রামগ্ন ছিলেন, হঠাৎ ভৃগুর পদাঘাতে চমকিত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং করযোড়ে মধুর সম্বোধনে ভৃগুকে বলিলেন, "হে মুনিবর, আমি না জানিয়া তোমার চরণে অপরাধী হইয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারি নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার সৌভাগ্য বশতঃই তুমি আজ আমার গৃহে আসিয়াছ। কত পুণ্য বলেই আমার অঙ্গে তোমার পাদস্পর্শ ঘটিয়াছে, তোমার পদাঘাতে আমার কত পুণ্য যে সঞ্চয় হইল তাহা আর কি বলিব। তুমি যে আমার বক্ষে পাদপ্রহার করিয়াছ ইহাতে আমার বংশ ও কুল পবিত্র ও ধন্য হইল, আজ হইতে তোমার পদচিহ্ন আমি চিরদিনই বক্ষে ধারণ করিব। হে মুনে, তোমার পাদস্পর্শে আমার সর্ব্বপাপমোচন হইল, আমার এই বক্ষ প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন, না জানি পদাঘাত করিতে তোমার কোমল চরণ কতই ব্যথিত হইয়াছে" ইহা বলিয়া মুনিবরের পদসেবা করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ বিনয় বাক্যে মুনিবরকে সান্ত্বনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহামতি ভৃগু প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীপতির নিকটে লজ্জিত হৃদয়ে অপরাধীর ন্যায় বিনত বদনে তাঁহাকে বারংবার

প্রণাম করিলেন ও ভক্তিগদ্‌গদ হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণতি পূর্ব্বক পুনরায় সেই সরস্বতী নদীতীরে মুনিগণের নিকট আগমন করিয়া ভগবান্‌ হরিকেই সর্ব্বদেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার তনয় ভৃগু দৃঢ়ভক্তি সহকারে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রেমার্দ্রহৃদয়ে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

—o—
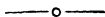
যদুকুলের অভিশাপ।

কোন সময়ে দ্বারাবতীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতনয়গণ বালসুলভ চপলতায় নানা কৌতুক ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। বালকগণ কেহ নট কেহ নটী কেহ বাদ্যকর হইয়া নানা লীলারঙ্গে গীত গাহিতে ছিলেন। এমত সময় শাম্ব, গদ, চারুদেষ্ট প্রভৃতি কৃষ্ণকুমারগণ আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বালকগণ সকলে মিলিয়া শাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া যথায় মহর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণভবনে সমাগত হইয়াছেন, সেই স্থানে শাম্বকে লইয়া গিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট গমন করতঃ সপরিহাসে বলিলেন, "হে মুনে! আপনি ত্রিকালজ্ঞ এই গর্ভবতী যদুনারী আসন্ন-প্রসবা, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, ইনি পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন।" বালকদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা ধ্যানমগ্ন হইলেন। পরক্ষণেই নয়ন উন্মীলিত করিয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন, "রে মূঢ় দুর্ব্বুদ্ধে কৃষ্ণতনয়গণ! তোমাদের দুর্ম্মতি হইয়াছে, তাই আমার সহ প্রতারণা বাক্য বলিতেছ এবং মিথ্যা আচরণ দ্বারা আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিতেছ। আমি তোমাদের অভিশাপ দিতেছি যে এই বালক মুষল প্রসব করিবে এবং ঐ মুষল হইতেই যদুবংশধ্বংস হইবে।" মহর্ষি মহাতপা দুর্ব্বাসার মুখ হইতে এই নিদারুণ অভিশাপবাণী শ্রবণ মাত্রেই বালকগণ কম্পিতহৃদয় ও বিবর্ণ মলিনবদন হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করত অকপটে আত্ম অপরাধ স্বীকার

করিলেন এবং দুর্ব্বাসার অভিশাপের বিষয় সমস্ত বর্ণনা করিয়া কাতর বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান্ হরি বালকগণকে সান্ত্বনা করতঃ বলিলেন, "দুর্ব্বাসার শাপ ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে এক সদুপায় আছে ঐ মুষল লইয়া প্রভাসতীরে গমন করিও এবং প্রভাসের তীরে ঐ মুষল ঘর্ষণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে প্রভাসের জলে নিক্ষেপ করিও, ইহাতেই সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইবে।" মঙ্গলময় জগৎপিতা হরির কথায় বালকগণ প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণাম করত প্রস্থান করিল। অবিলম্বে কৃষ্ণকুমার শাম্ব একটী লৌহময় মুষল প্রসব করিল। সমস্ত যদুবালকগণ ঐ মুষল লইয়া প্রভাসতীরে ঘর্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অবশিষ্ট মুষল লৌহখণ্ড প্রভাসের জলে নিক্ষেপ করিয়া সকলে দ্বারকায় আগমন করিল। ঐ লৌহ মুষল ঘর্ষণে প্রভাস-তীরে অসংখ্য এরকাতৃণ উৎপন্ন হইল।

অচিন্ত্যকর্ম্মা ভগবান্ হরি যদুকুলের অমঙ্গল জানিয়াও কোন প্রতীকার করিলেন না। তিনি যদুকুলধ্বংসের জন্যই দুর্ব্বাসার অভিশাপ আদরে গ্রহণ করিলেন। যদুকুমারগণ ঐ মুষল লৌহ-খণ্ড প্রভাসজলে নিক্ষেপ মাত্র এক বৃহৎ মৎস্য আসিয়া তাহা গ্রাস করিল। ধীবরগণ ঐ মৎস্যকে জালে বদ্ধ করিয়া উত্তোলন করিয়া মৎস্যকে কর্ত্তন করিয়া দেখিল উদরে এক খণ্ড লৌহ রহিয়াছে। জরা নামে এক ব্যাধ আসিয়া ঐ লৌহখণ্ড ক্রয় করিয়া লইয়া গেল ও তাহা দ্বারা ধনুর বাণ নির্ম্মাণ করিল। ব্রহ্মশাপের অব্যর্থ প্রভাবে কিছুতেই সেই লৌহ খণ্ডের আর বিনাশ হইল না।

অবশেষে সেই মুষলই যদুবংশের বিনাশের হেতু হইল। ভগবান্ হরি ব্রহ্মশাপের ব্যর্থতা না হয় তাহারই উপায় করিলেন। তিনি নির্জ্জনে একদা বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "ধরাভার লাঘবের জন্য আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলাম। আবার আমা হইতেই ধরণী চতুর্গুণ ভার প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে যাহাতে এই বিপুল যদুকুলের সংহার হয় তাহাই করিব।" ভগবান্ কাল-রূপী শ্রীকৃষ্ণ এই কথা মনে করিবামাত্রই সর্ব্বলোক সংহারকারী কাল পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্ত-শক্তি ভগবান্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কাল! তুমি আমার অংশ স্বরূপ, আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, অবিলম্বে স্বধাম যাত্রা করিতে হইবে, এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি তুমি অদ্য হইতে যদুকুলের গৃহে গৃহে গমন করিয়া লোকক্ষয় কার্য্যে রত হও।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সর্ব্বসংহারক কাল তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

——o——

শ্রীকৃষ্ণের সহ উদ্ধবের কথোপকথন।

এমত সময়ে সুরলোকবাসী সমস্ত দেবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মানসে দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবলোক হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন, মহেশ্বর নিজ প্রমথগণকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় বসুগণ দিক্‌পালগণ রুদ্রগণ মরুদ্‌গণ যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরগণ অপ্সরাগণ পিতৃগণ ঋষিগণ সকলেই শ্রীহরির দর্শন আকাঙ্ক্ষায় দ্বারাবতীতে আগমন করিলেন। এবং করযোড়ে সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন "হে অখিলনাথ! হে করুণাময়! আমরা বাক্য মন প্রাণ সংযত করিয়া তোমার পদারবিন্দে আশ্রয় লইলাম। হে অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বেশ্বর! তোমার ঐ চরণ কমল হইতেই পাপনাশিনী ত্রিপথগা গঙ্গা উদ্ভূতা হইয়াছেন; তোমার ঐ অভয় চরণ ধ্যান করিয়াই দেবাসুর সর্ব্বলোক মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিশ্বের জনক বিশ্বপিতা! তোমার ঐ মঙ্গলময় চরণ হইতে যেন চিরদিন আমাদের মঙ্গল সাধন হয়। হে হরি, তুমি বিশ্বের নিয়ন্তা ও প্রতিপালক এবং বিশ্বের স্থিতি ও প্রলয় স্বরূপ। তুমি পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে এ বিশ্বসংসার সৃজন করিতেছ, আবার মহাকাল রূপে সংহার করিতেছ। পৃথিবীর যাবতীয় জীব স্থাবর জঙ্গম উদ্ভিদ কীট পতঙ্গাদি তোমা হইতেই

উৎপন্ন হইতেছে এবং তোমাতেই পরিপালিত হইতেছে এবং তোমা হইতেই বিনষ্ট হইতেছে। হে সর্ব্বাশ্রয় অনাদি পুরুষ, আমরা তোমায় কোটী কোটী নমস্কার করি। তুমি ধরণীর ভার হরণের জন্যই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে ভূভারহরণকারি ! তুমি দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদিগের পরিত্রাণ করত যুগে যুগেই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতেছ। এক্ষণে প্রভু, বহুদিন হইল যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছ, কাল পূর্ণ হইয়াছে, অবিলম্বে স্বধাম গমনের আয়োজন কর। আমরা তোমার বিরহে অনাথ প্রায় হইয়াছি।” দেবতাগণের এতাদৃশ কাতর প্রার্থনায় ও ব্রহ্মাদির স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ হরি বলিলেন, “হে দেবগণ ; আমি তোমাদের প্রার্থনামত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। আমা হইতে ধরণীর ভারলাঘবও হইয়াছে। এক্ষণে আমার রক্ষিত এই বিপুল যদুকুল ধ্বংস করতঃ শীঘ্রই স্বধামে গমন করিব। তোমরা নির্ভয়ে স্বধামে গমন কর।” জগৎপতি হরির এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণে দেবতারা বারংবার তাঁহার চরণ কমলে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ সুরলোকে গমন করিলে সহসা দ্বারাবতীতে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ হইল। ভূমিকম্প, উল্কাপাত, অগ্নিবৃষ্টি আদি নানা অনর্থকর উৎপাতে দ্বারকানগরবাসিগণ মহাভীত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাদবগণও এই ঘোরতর দুর্নিমিত্ত, অনর্থ, উৎপাত দর্শনে দুর্ব্বাসার শাপ স্মরণ করতঃ কম্পান্বিতকলেবর হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, “হে কেশব ! আমরা

মহামুনি দুর্ব্বাসা দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছি, তাহার উপর এই সকল দুর্লক্ষণ ও অমঙ্গল দর্শনে আমরা বড়ই সশঙ্কিত হইতেছি, আমাদের চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। হে কৃষ্ণ, যাহাতে এই সকল অমঙ্গলের শান্তি হয় তাহার প্রতিবিধান কর; তোমা বিনা এই বিপুল যদুকুলের আর কে ভয় হরণ করিবে।” ভগবান্ হরি বৃদ্ধ যাদবগণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “যদি আমার বাক্যে আস্থা হয়, তবে অবিলম্বে সকলেই দ্বারাবতী ত্যাগ করিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করুন। কেননা যদুকুলে ব্রহ্মশাপ উপস্থিত হওয়াতেই এই সকল নিত্য নূতন নূতন অমঙ্গল ঘটনা ঘটিতেছে। পুণ্যদ প্রভাসতীর্থে স্নানদানাদি ও যজ্ঞ করিলে যাদবগণের সর্ব্বপাপমুক্তি হইবে, ইহাই একমাত্র শ্রেয়স্কর। আপনারা স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেই প্রভাসগমনের আয়োজন করুন।” শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে সমস্ত যাদবগণ একত্র হইয়া প্রভাস গমনের জন্য নানা যানাদি আনয়ন করিয়া স্ব স্ব ধনরত্ন পুত্র কলত্র পরিবারবর্গ সঙ্গে লইয়া প্রভাসে গমনোদ্যত হইলেন। সমস্ত যাদবগণকে প্রভাসে গমনোদ্যত দেখিয়া মহামতি উদ্ধব নির্জ্জন স্থানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, “হে প্রভো, হে দেবেশ, হে মহাযোগিন্, আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি অবিলম্বে এই বিপুল যদুকুল ধ্বংস করিয়া আপনি স্বধামে গমন করিবেন। হে অখিলনাথ, আমি আপনার দাস ও ভৃত্য, আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি করুন। হে কৃষ্ণ, হে দীনজনসখা, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার ঐ অতুল চরণকমল না দেখিয়া আমি

কোনমতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। হে দীননাথ! এক্ষণে কৃপা করিয়া এই দীনহীনকে যথায় যাইবেন, আপনার সহ লইয়া চলুন। হে কমললোচন! আপনার ঐ নাম নিরন্তরই আমার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করে। শয়নে, ভোজনে বা জাগরণে আমার আত্মা আপনাতেই অবস্থিতি করিতেছে। আপনার উচ্ছিষ্ট মাল্য চন্দনের দ্বারাই আমার চিত্ত ভক্তিরসে আর্দ্র হয়। হে করুণাময়, হে মধুসূদন, আমি ক্ষণমাত্র আপনার অদর্শনে জগৎ শূন্য বোধ করি, কৃপাকণা বিতরণ করিয়া এ দাসকে পদে আশ্রয় দান করুন।” ভক্তপ্রাণ শ্রীহরি উদ্ধবের কাতর চিত্ত দেখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “হে উদ্ধব! তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয়সখা ও শিষ্য তাই এই নিভৃত স্থানে তোমায় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। হে মহামতে, তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা যথার্থ। ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই আমার সমীপে আগমন করতঃ আমার বৈকুণ্ঠগমনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, আমার দেবকার্য্য সাধনের জন্যই পৃথিবীতে আগমন। এক্ষণে আমার দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আমি ভূভার হরণ করিয়া ধরার ভার লাঘব করিয়াছি, এক্ষণে আমার আশ্রিত এই বিপুল যদুবংশ বিপ্রশাপে অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, যাদবগণ সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া পরস্পর কলহ বিবাদ করতঃ সবংশে নিহত হইবে এবং সপ্ত দিনের মধ্যে দ্বারাবতীপুরী নিশ্চয়ই সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে। হে মহাভাগ! আমিও অচিরে লীলা সম্বরণ করিয়া স্বধামে গমন করিব। আমি ধরাধাম ত্যাগ করিলেই কলির অধিকার হইবে, কলির অধিকারে ধরণী পাপভারমগ্না হইবে। হে সখে, আমি যাহা বলিতেছি

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কলির আগমনে মানবগণের বুদ্ধিরও বিপর্য্যয় ঘটিবে। হে উদ্ধব, তুমি আমাতেই বদ্ধচিত্ত হইয়া আমার ধ্যানপরায়ণ হইয়া বদরিকাতীর্থে গমন করতঃ তপস্যাচরণ করিবে।” যদুপতি বাসুদেবের কথা শ্রবণানন্তর মহাভাগবত উদ্ধব বলিলেন, “হে হরি, আমি বিষয়বাসনা-বদ্ধ হইয়া পুত্র কলত্রের মায়াজালে জড়িত রহিয়াছি কিরূপে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব, দয়া করিয়া তাহার কিছু সদুপায় বল। হে গোবিন্দ, হে শরণাগতরক্ষক, কি প্রকারে এই সংসার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া তোমার চরণারবিন্দে স্থান পাইব, অনুগ্রহ করিয়া আমায় সেই উপদেশ প্রদান কর।” বাসুদেব হরি তখন সহাস্য আস্যে বলিলেন, “হে উদ্ধব, এই বিশ্ব-সংসার শুদ্ধ মায়াময়। চঞ্চলবুদ্ধি মানবগণ ভ্রমক্রমে দেহে আত্ম-বুদ্ধি করত সংসার জালে বদ্ধ হইয়া থাকে। হে উদ্ধব, এ সংসারে ধন জন পুত্র কলত্র সকলি স্বপ্নবৎ অসার এবং সকলি নশ্বর। তুমি এই সকল আত্মীয় স্বজন বান্ধবের মায়ামুক্ত হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মারই উদ্ধার করিবে। এবং মদ্‌গতচিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতে আমারই স্বরূপ জ্ঞান করিবে, সর্ব্বদা আমাতেই চিত্ত অর্পণ করিবে, আমারি ভজনা করিবে, আমারি পূজা অর্চ্চনা করিবে এবং আমাতে আত্মসমর্পণ করত অকপটে আমার পর্ব্বাদি পালন করিয়া আমার সেবাপরায়ণ হইবে। আমার অনিবেদিত বস্তু কখন গ্রহণ করিবে না, এই বিশ্ব মধ্যে যাহা কিছু তোমার প্রিয় বস্তু তাহা আমাকেই উৎসর্গ করিবে। তাহাতেই তুমি বহুমান প্রাপ্ত হইবে। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল ও পৃথিবী ও আত্মা এই

সমুদায়ই আমার পূজার অধিষ্ঠান বলিয়া জানিবে, আর বিবিধ ভোগ দ্বারা আত্মারি অর্চ্চনা করিবে। এবং সর্ব্বজীবে আমার স্বরূপ ভাবিয়াই যজ্ঞ করিবে, আর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ ধ্যান দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। হে সখে! সাধুসঙ্গই ভক্তি লাভের প্রধান উপায়। সাধুসঙ্গ লাভে জীবের যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহাই সংসার তরিবার একমাত্র উপায়, কেননা আমিই সাধুদিগের একমাত্র আশ্রয়। তুমি আমার সখা, সুহৃদ ও দাস, তোমায় এই পরম গোপনীয় বিষয় বলিতেছি। হে উদ্ধব, যাহারা সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপরায়ণ তাহারা নিশ্চয়ই আমার পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি দুঃখময় সংসার হইতে আরও দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে সেই ব্যক্তি দুগ্ধহীন গাভী, অসতীর পতি, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্রের পিতা ও অপাত্রে দানের ন্যায় ভগবদ্‌বাক্যে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। যে বাক্য এই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ লীলা কর্ম্ম সকল বর্ণনা না করে সে বাক্য বাক্য বলিয়া গণ্য নহে। হে সখে, এইরূপে সত্য নির্ণয় দ্বারা আত্মার নানারূপ ভ্রম দূর করিয়া নির্ম্মল মন আমাকে অর্পণ করিবে। যদি তোমার মনকে তথাপি ব্রহ্মনিষ্ঠ না করিতে পার তবে নিষ্কাম হইয়া সকল কার্য্য করিবে। প্রতিদিন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার লোকপবিত্রকর কথা শ্রবণ করিবে ও সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। এবং বারংবার আমার জন্ম কর্ম্মের আলোচনা দ্বারা আমার জন্যই ধর্ম্মার্থ কামের আচরণ করিবে। ইহাতেই আমাতে সনাতন ভক্তি লাভ করিবে। যিনি

আমার সঙ্গলাভের জন্য আমার ধ্যান করেন তিনি ধ্যানশীল সাধুগণ প্রদর্শিত পথই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি অহিংসক, সর্ব্বজীবেই দয়াবান, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, সমদর্শী, মিতভোজী, নিষ্কাম ও মদেকপরায়ণ তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়েন। যিনি দোষ গুণ সমস্ত অবগত হইয়াও আমায় একান্তচিত্তে ভজনা করেন তিনিই সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে সখে, যিনি আমার চিহ্নিত প্রতিমাদির দর্শন স্পর্শন, অর্চ্চনা, সেবা, স্তুতি ও গুণগান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনিও অন্তকালে মুক্তি পথের পথিক হইয়া থাকেন। হে মহামতে, এই সংসার জাল ছেদন করিয়া তুমি মদ্ভক্ত ও মচ্চিত্ত হইয়া আমার ধ্যানে জীবনাতিপাত কর। হে সত্যপরায়ণ, এক্ষণে তুমি আমার আজ্ঞানুযায়ী হইয়া পবিত্র বদরীতীর্থে গমন কর।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমভক্ত উদ্ধব অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের চরণে মস্তক রাখিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "হে অখিলনাথ! আমি মোহ অন্ধকারে পতিত হইয়াছিলাম, আপনার জ্ঞানগর্ভ অমৃতময় পুণ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্ম্মল হইল, জগতে এমন মূঢ় কে আছে যে তোমার দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত চরণকমল ত্যাগ করিয়া অন্যের ভজনা করিবে। হে নারায়ণ! তুমি দৃঢ় স্নেহপাশে আমায় আবদ্ধ করিয়া আবার তুমিই তাহা জ্ঞান অস্ত্রে ছেদন করিলে। এক্ষণে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার ঐ কমলাসেবিত চরণ-কমলে যেন আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে। হে প্রভু আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার সেবক হইয়া তোমার চরণ সেবা করিতে

পারি।" উদ্ধবের কাতর বাক্যে দামোদর হরি তাঁহার হস্তধারণ করতঃ নিজ পার্শ্বে বসাইয়া মধুর স্বরে বলিলেন, হে সখে! এক্ষণে শান্তচিত্ত হইয়া অবিলম্বে বদরীক্ষেত্রে গমন কর, তথায় অলকানন্দার পবিত্র জলে স্নান করিয়া সংযমী ও মিতাচারী হইয়া বন্য ফল মূলে জীবন ধারণ করতঃ আমার ধ্যানে সমাহিত থাকিবে, এবং অচিরে আমার পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।" তখন বিষ্ণুভক্ত যাদবশ্রেষ্ঠ উদ্ধব অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করতঃ বারংবার লুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

——o——

যদুকুল বিনাশ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিসার বচন শ্রবণে সমস্ত যাদবগণ প্রভাস গমনের জন্য স্ত্রী পুত্র কন্যা সঙ্গে নৌকারোহণে প্রভাস যাত্রা করিলেন ও সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া মহানন্দে বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন এবং যথাকালে সকলেই প্রভাসতীরে উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামও তাঁহাদের সহ আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞামত সকলেই পুণ্যদ প্রভাসতীর্থে স্নান করতঃ দান, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদি প্রদান করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্খোদ্ধার তীর্থে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এবং সমস্ত যাদব রমণীগণ ও বালক বালিকাগণ পানভোজনে আনন্দ উৎসবে মগ্ন হইলেন। তথায় যাদবগণের শিবিরসন্নিবেশ হইল, অশ্ব রথ গজাদিতে প্রভাসতীর-ভূমি আচ্ছন্ন হইল। দাসদাসী, পাচক, নট নটী, বাদ্যকার প্রভৃতি বহু সহস্র অনুচরগণ সহ যাদবগণ প্রভাসে গমন করিয়া নৃত্যগীতে আনন্দে মগ্ন হইল। এবং আহ্লাদে মগ্ন হইয়া মৈরেয় সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া পরস্পরের সহ পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হইল। কলহ করিতে করিতে তাঁহাদের রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যত হইল, এবং ধনু খড়্গ ভল্ল গদা লইয়া পরস্পরকে প্রচণ্ড বিক্রমে আঘাত করিতে লাগিল। যদুবীরগণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সুরাপানে

ঘূর্ণিত আরক্তলোচনে প্রভাসের কূলে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কেহ অশ্বারোহণ গজারোহণ ও রথে আরোহণ করিয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বা পিতা পুত্র বোধ রহিল না, তাঁহারা তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি তাঁহাদের নিবারণ করিলেও তাঁহারা প্রমত্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে বধ করিতে ধাবমান হইল, এবং সকলে উন্মত্তবৎ হইয়া স্নেহ মায়া সৌহার্দ্দ বিস্মৃত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে সকলকে সংহার করিতে লাগিল। ক্রমে তুমুল রণ আরম্ভ হইল, ক্রমে ভগ্নশরাসন হইয়া যদুবীরগণ রণস্থলে পতিত হইতে লাগিলেন, যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাদের অস্ত্র সকল নিঃশেষ হইল। তখন তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রভাসকূলে যে সকল এরকাতৃণ জন্মিয়াছিল বজ্রমুষ্টিতে তাহা উৎপাটন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। যদুগণের হস্তে ঐ এরকা তৃণ লৌহদণ্ড সম কঠিন হইয়া উঠিল। এইরূপে সংগ্রাম করতঃ সহস্র সহস্র যদুবীর-গণ ধূলি শয্যায় শয়ন করিল। বনজাত অগ্নি যেমন স্ব ইচ্ছায় প্রচণ্ড অনলে পরিণত হইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করে, যদুবীরগণ সেইরূপ আত্মরোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত যদুকুল ধ্বংস করিল। ভগবৎমায়াবিমোহিত হইয়া বিপুল যদুবংশ আত্মকলহ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সমস্ত যাদবগণ নিহত হইলে রামকৃষ্ণ মাত্র জীবিত রহিলেন। ভগবান্ হরি যদু-বংশের নাশ দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, এত দিনে ধরণীর

ভার-লাঘব হইল। অতঃপর বলদেব প্রভাসকূলে গমন করতঃ যোগবলে পরমাত্মাকে নিজ আত্মায় সমাহিত করিয়া দেহ-ত্যাগ করিলেন। বলরামের তনুত্যাগ দর্শন করিয়া ভগবান্ হরি প্রভাসের তীরে নিম্ববৃক্ষমূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন, নব-নীরদশ্যাম পীতকৌষেয়বাসধারী শ্রীবৎসচিহ্নিতবক্ষ বনমালাধারী কিরীট কুণ্ডল কেয়ূর ধারণ করিয়া নিজ প্রভায় নিজেই দীপ্যমান হইয়া দশদিক অঙ্গের প্রভায় সমুজ্জ্বল করতঃ মৌনভাবে যোগা-সনে বসিলেন। সেই নীলোৎপলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যোগারূঢ় হইয়া ধ্যাননিমীলিত-লোচন হইলেন। সেই চতুর্ভুজ জগৎপতি নিজ ঐশ্বর্য্য বিভূতিতে বেষ্টিত হইয়া মধ্যাহ্নভাস্করের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমত সময় জরানামে ব্যাধ তথায় আগমন করিল এবং ভগবান্ হরির রক্তকোকনদ সম চরণ যুগল বৃক্ষপত্র অন্তরাল হইতে মৃগকর্ণ বোধে সেই মুষলাংশখণ্ডনির্ম্মিত বাণ দ্বারা সেই ত্রিভুবনহারী কমলচরণ বিদ্ধ করিল এবং বাণ বিদ্ধ করিয়াই সভয়ে দর্শন করিল যে চতুর্ভুজ বনমালাধারী পীত-কৌষেয়বাস নবনীরদশ্যামসুন্দর পুরুষ নিম্ববৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। জরাব্যাধ মহাভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বলিল, "প্রভু আমি মহাপাপী অতি দুরাচার, না জানিয়া মৃগভ্রমে আপনার শ্রীচরণে বাণ বিদ্ধ করিয়াছি। হে কৃপাময়, হে বিষ্ণু, আমার শত সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করুন। হে কৃপাময়, আমি না জানিয়া এই মহাপাপে মগ্ন হইলাম, আমি অতি পাপমতি লুব্ধক; দুস্তর মায়ামোহে মগ্ন হইয়া তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, হে করুণাময়,

এক্ষণে কৃপা করিয়া এই দীনহীনকে দয়া কর।” জরাব্যাধের সকরুণ বাক্যে ভগবান বাসুদেব তাহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন, “হে জরা, তুমি নির্ভয় হও, তুমি আমার ইচ্ছামত কার্য্যই করিয়াছ, ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। আমি বরদান করিলাম, তুমি পুনর্ব্বার স্বর্গলোকে গমন কর।” ভগবান্ শ্রীপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যাধ বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের চরণে শত শত প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত সর্ব্বলোক সমক্ষে দিব্য দেবরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে তুলসী-সৌরভযুক্ত বায়ুর আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়া দেখিলেন অশ্বত্থমূলে মহাতেজোময় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সম স্বপ্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া নানা অস্ত্রে বেষ্টিত ভগবান্ যদুপতি উপবেশন করিয়া আছেন। ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শনমাত্র দারুক সারথি লম্ফ দিয়া রথ হইতে নামিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কাতর স্বরে বলিলেন, “হে নারায়ণ, জগতের মূলকারণ তোমার ঐ পদাম্বুজ না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব? তোমার ক্ষণমাত্র অদর্শনে জগৎসংসার আমি অন্ধকারময় মনে করিয়া থাকি। ক্ষণমাত্র তোমায় না দেখিলে আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে। হে যদুপতি তোমার চিরদাসকে কৃপা করিয়া তোমার সঙ্গে লইয়া চল। সারথি দারুকের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ দারুককে মধুর সম্বোধনে কহিলেন, “হে দারুক,

তুমি অবিলম্বে দ্বারকা গমন কর, সেই স্থানে আত্মীয় স্বজনকে বলিবে যে যদুবীরগণ আত্মকলহ দ্বারা সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং অগ্রজ সঙ্কর্ষণও যোগে তনুত্যাগ করিয়াছেন। আমার অবস্থাত স্বচক্ষে দর্শন করিতেছ। এই সমস্ত কথা দ্বারাবতী গমন করিয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণকে অবগত করাও। হে সূত! দ্বারাবতী পুরী শীঘ্রই সমুদ্র গ্রাস করিবেন, তুমি আমার পিতা মাতা আত্মীয়-গণকে ত্বরায় ইন্দ্রপ্রস্থে রাখিয়া আসিবে। আমার পরম মিত্র অর্জ্জুন তাঁহাদের রক্ষক হইবেন, আর তুমি আমার বাক্য অনুসারে ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া একাগ্রহৃদয়ে আমারি ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। হে সূত! এই বিশ্ব সংসার সমস্ত আমার মায়ারচিত বলিয়া জানিবে, ইহা বাস্তবিক সত্য পদার্থ নহে। আমার মায়া হইতেই এই সংসার পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া পুনঃপুনঃ বিলীন হইয়া থাকে। হে সারথি, তুমি জ্ঞানবলে চিত্তকে সমাহিত করিয়া আমারি ধ্যানে রত থাকিবে, এবং অচিরে মুক্তদেহ হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।” ভগবান্ বাসুদেব দারুককে এই সকল কথা বলিতে বলিতেই গরুড়ধ্বজ শ্বেতাশ্বযুক্ত স্বর্ণকিঙ্কিণীজাল জড়িত দিব্য দেবরথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সারথি দারুক বিস্ময়বিহ্বল হইয়া সেই দেবরথ দর্শন করতঃ কৃতাঞ্জলি পুটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্তব করিয়া বারংবার প্রণতি পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদায় লইলেন। মহাযোগেশ্বর ভগবান্ হরি তখন সমস্ত অস্ত্র প্রহরণে বেষ্টিত হইয়া যোগবলে তনুত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহান্ আত্মা লইয়া দেবরথ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল।

স্বর্গ হইতে দুন্দভিধ্বনি হইতে লাগিল। সুরলোকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। নারায়ণ হরি লীলা সম্বরণ করিয়া অলক্ষ্য ভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৈকণ্ঠগমন দেখিবার জন্য সমস্ত দেবগণ পিতৃগণ অপ্সরাগণ বিদ্যাধরগণ দেবর্ষিগণ সকলেই শূন্যপথে অবস্থান করতঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীহরির অলক্ষ্যগতি কেহই দর্শনে সমর্থ হইলেন না। ভগবান্ হরি স্বধামে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ সানন্দ হৃদয়ে তাঁহার চরণ দর্শন করিতে গমন করিলেন এবং হরি-গুণগান করিতে করিতে প্রেমবিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। লীলাময় নারায়ণ লীলা সম্বরণ করিলেন। নাট্যাগারে নট যেমন অভিনয় সমাপনান্তে স্বস্থানে গমন করেন, ভগবান্ হরি সেইরূপে এই ভূলোকে আসিয়া নটবর বেশে নানা লীলাভিনয় সমাপনান্তে স্বধামে গমন করিলেন। এ বিশ্বসংসার যাঁহার মায়ায় পরিচালিত হইতেছে সেই বিশ্বময় হরি স্ব ইচ্ছায় ভূলোকে আগমন করিয়া আবার স্ব ইচ্ছায় স্বধাম গমন করিলেন। সেই সর্ব্বস্থিতিময় পরম কারণ যাঁহার ইচ্ছাতে এ সংসারে জন্ম মৃত্যু অহরহঃ সঙ্ঘটিত হইতেছে সেই অনন্তশক্তি বিপুল যদুকুল বিস্তার করিয়া আবার স্ব ইচ্ছায় তাহার সংহার করিলেন। এই অনন্তলীলাময় হরির অপার লীলা মানবের বুঝিতে সাধ্য কি। তিনি পরমেশ্বর পরমপুরুষ পরমাপ্রকৃতি, এই বিশ্বের স্থিতি প্রলয় স্বরূপ ইচ্ছাময় যোগেশ্বর, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের দমন ও সাধুগণের পরিত্রাণ করেন এবং যুগে যুগে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করতঃ অধর্ম্মের নাশ

করিয়া থাকেন। সেই অনন্তশক্তি প্রকৃতির পর পরমপুরুষের চরণে আমরা শত সহস্রবার প্রণাম করি। ভগবান্ হরির ভূলোকলীলা জীবের মনের মলিনতা দূর করতঃ তাহাকে শুদ্ধ নির্ম্মলতা দান করুক।